নমুচিতীর্থ

(পৌরাণিক নাটক)

ক্যালকাটা মিলনবীথি কর্ত্তৃক অভিনীত

নাট্যকার

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪ এ আপার চিৎপুর রোড কলি: ৬

১ম সংস্করণ—১৩৬৩ ঝুলন যাত্রা

ভূমিকা

নমুচিতীর্থ মহাভারতেরই উপাখ্যান। দ্বিজ কশ্যপ ঔরসে দনুর গ[illegible] জন্মগ্রহণ করিয়া দানব নমুচি ব্রহ্মার সাধনায় বরপ্রাপ্ত হইলেন। দেব, ন[illegible] গন্ধর্ব্ব, কিন্নর কাহারও হাতে সহজে মরিবেন না। যদি কেহ গুপ্ত হত্যা করে তাহা হইলে তাঁহার প্রেতাত্মা হত্যাকারীকে গ্রাস করিবে। বরদর্পী নমুচি স্বর্গ জয় করিয়া দেবগণকে বিতাড়িত করিলেন। ব্রহ্মার নির্দ্দেশে দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে বন্ধুরূপে নমুচির নিকটে গেলেন সঙ্গে গেল মমতা। বরদর্পী নমুচি মমতা ছলনে মজিলেন, হিতৈষী বন্ধুকে বন্দী করিলেন, পত্নী ত্যাগ করিলেন, পুত্র হত্যা করিলেন। পরে ইন্দ্র তাহাকে গুপ্ত হত্যা করিলে, তাহার প্রেতমূর্ত্তি ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে গেল, প্রাণ ভয়ে ইন্দ্র ব্রহ্মার নির্দ্দেশে সরস্বতী নদী বক্ষে ঝাঁপ দিলেন, প্রেতমূর্ত্তিও পশ্চাতে ঝাঁপ দিয়া সরস্বতীবারি স্পর্শে মুক্ত হইয়া গেল, ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্তি পাইলেন, সৃষ্টি হইল নমুচিতীর্থ।

ইতি

বিনীত

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

আমার নমুচিতীর্থ বাংলা দেশের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ও যাত্রা জগতের অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিদ আমার নাট্য গুরু নাট্যকার স্বর্গগত ৺পঙ্কজ ভূষণ কবিরত্নের (ফণী রায়) পবিত্র স্মৃতিপূজায় উৎসর্গিত হইল।

ইতি

পূজারী

গ্রন্থকার

চরিত্র পরিচয়

পুরুষগণ

ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র, কশ্যপ (ঋষি), জ্ঞান,

নমুচি	...	...	দানব সম্রাট
কালেশ্বর	...	...	দানব সেনাপতি
গোকর্ণ	...	...	ঐ. শ্যালক
কপিলাক্ষ	...	...	গোকর্ণের পিতা
বিপ্রচিত্তি	...	...	গোকর্ণের বন্ধু
উদয়কাল	...	...	নাগ যুবক
পদ্মসূচি	...	...	নমুচির পুত্র

স্ত্রীগণ

সরস্বতী

কর্কটী	...	...	নাগিনী
সুরমা	...	...	নমুচির পত্নী
মমতা	..	...	ব্রহ্মাসৃষ্ট মায়া নারী

দানব কুমারীগণ



নমুচিতীর্থ

প্রস্তাবনা

গোলকের দ্বার

জ্ঞান গাহিতেছিল

জ্ঞান। গীত।

নমি মা, নমি মা, নমি মা।
তোমার জ্যোতিতে আলোকিত বিশ্ব,
নাহি মা তোমার উপমা॥
মহাবিষ্ণুর বদন সম্ভূতা—
বাক্‌দেবী তুমি ওগো মাতা।
দানিলে সৃষ্টিতে ভাষার সমতা
সৃজিলে ঝঙ্কার ওগো নিরুপমা॥
ভগবতী ভারতী দেবী—
উপমা বিহীন ছবি।
সত্ব, রজঃ, তমঃ, নাশিনী
তোমার তুলনায় তুমি মা॥

[গীতান্তে প্রস্থান

সরস্বতীর প্রবেশ

সরস্বতী। কেন আর স্তব স্তুতি
ওরে ভক্ত পুত্র ?

ঘুচে গেছে দেবীত্ব আমার,
এবে আমি অভিশপ্তা,
যেতে হবে ধরা মাঝে
সুনীল রূপিনী হয়ে।

নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। তার তরে কেন খেদ কর সুবদনি ?
ধরার মঙ্গল তরে
আজি হল হেন সঙ্ঘটন।

সরস্বতী। ধরার মঙ্গল তরে ?

নারায়ণ। পাপ ভারে বসুমতী কাঁপে থর থর,
লক্ষ, লক্ষ, পাপী তাপী,
পড়ে আছে জীবন্মৃত সম,
উদ্ধারিবে কে তাহাদের
তুমি যদি নাহি যাও
ধরা বক্ষে দেবি ?

সরস্বতী আমা হতে ধরণীর হইবে
মঙ্গল, এর চেয়ে কি আছে
সৌভাগ্য আর গোলকের নাথ ?
কিন্তু ছাড়ি তোমার চরণ ছায়া,
একাকিনী সলিল রূপিনী
হয়ে, হব প্রবাহিত—পাপী তাপীর
পাপ ভার ধরিবারে বক্ষে,
সেই ব্যথা সহিব কেমনে
কহ ওগো হৃদয়বল্লভ ?

নারায়ণ। পালকের কার্য্যের সহায়ে
যদি এতটুকু স্বার্থ ত্যাগ
না কর ভারতী, কেমনে প্রচার হবে
দেবীত্বের মহিমা তোমার ?
স্রষ্টার সাধের সৃষ্টি সাজাতে সুন্দর,
তোমরা সহায় হয়ে
পত্নীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর গো পালন।

সরস্বতী। বুঝিতে পারি না প্রভু
লীলার রহস্য তব,
সতিনী সে গঙ্গাদেবী
অভিশাপ দানিলা আমারে,
সলিল রূপিনী হয়ে
বহি ধরিণীতে জগতের
পাপ ভার ধরিব দেহেতে ;
শুনি সেই শাপবাণী ক্রোধান্বিতা আমি
দিনু অভিশাপ সতিনী গঙ্গায়,
ধরা ভূমে সলিল রূপিনী
হয়ে যাবে অচিরায়,
সপ্ত পাপগ্রস্থ পাপী
অবগাহি তোমার বক্ষেতে
সর্ব্ব পাপ করিবে স্থালন।
কিন্তু বুঝিতে পারি না
কোন সে কল্যাণ সাধিতে ধরায়,
এ হেন কলহ করি
উভয়ে উভয়েই দিনু অভিশাপ।

নারায়ণ। তোমার শ্রীমুখ নিসৃত অভিশাপ,
প্রকাশেতে আশীর্ব্বাদ হবে ধরণীর।

ব্রহ্মার প্রবেশ

ব্রহ্মা। অতি সত্যবাণী তব
ওহে রাধাকান্ত।
গঙ্গা, সরস্বতী, আর
কমলার অভিশাপ বাণী
প্রকারেতে আশীর্ব্বাদ হয়ে
সঞ্জীবিত করিবে ধরায়
পাপী তাপী জনে।

সরস্বতী। পদ্মাসন—

ব্রহ্মা। চিন্তা ত্যজ জননী ভারতী।
গঙ্গা আর সরস্বতীর
সলিল পরশে মুক্ত হবে
অভিশপ্তগণে, আর
সেই পাপ তোমাদের দূর হবে
মাতা ব্রাহ্মণের দেহ পরশনে।

নারায়ণ। তোমাদের দেহ পরশনে
যথা পাপী তাপী পাবে
পরিত্রাণ সেইরূপ কমলার
সংস্পর্শে তোমরাও হইবে পবিত্রা।

সরস্বতী। নারায়ণ—

ব্রহ্মা। সত্য গো জননী অভিশপ্তা কমলাই
জন্মিবে তুলসী রূপিনী হয়ে

ধরণীর সাধিতে কল্যাণ
তাহারই কারণে
শিলারূপে নারায়ণ
করিয়া ধারণ, শিক্ষা
দিতে জগতের জীবে।
যাও মাতা অভিশাপে
সলিল রূপিনী হয়ে
পবিত্র করিতে ধরণীর মাটী।
তোমারই পরশনে,
প্রথমেই মুক্তি পাবে
দেবেন্দ্র বাসব,
মহাপাপ করিয়া সাধন।

সরস্বতী। হয়ে দেবতার রাজা
কেন করিবেন মহাপাপ
কহ পদ্মযোনী ?

ব্রহ্মা। দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা
করে মা নির্ণয় ?
ধরাতলে এক মহান তীর্থ
প্রতিষ্ঠার তরে করিবেন দেবরাজ
সেই মহাপাপ।

নারায়ণ। যাও দেবী সলিল রূপিনী
হয়ে সরস্বতী নদী নামে বহিতে ধরায়,
তোমার প্রেমঋণ শোধিতে সুন্দরী
যুগ যুগ নররূপে অবতীর্ণ
হবে ধরাভূমে।

কোথা যাও বিষ্ণু জ্যোতি।
নিয়ে যাও অভিশপ্তা
প্রিয়ারে আমার অন্ধকার ধরা পথে
দেখায়ে আলোক।

গীতকণ্ঠে বিষ্ণুজ্যোতির প্রবেশ

বিষ্ণুজ্যোতি। গীত।

এস ওগো অভিশপ্তা শ্রীবিষ্ণু সঙ্গিনী
আঁধার পথে এস সাথে মোর
ধরাতলে দেবী হবে প্রবাহিনী
আলোক দেখাব চলার পথে
এস দেবী এস আরোহিতে রথে।
কর্ম্মের আবাহনে ছুটে এস
পশ্চাতে যাবে দেবী সুরধনী॥

[গীতান্তে সরস্বতীকে লইয়া প্রস্থান

নারায়ণ। আঁধার গোলকপুরী
আঁধার মহাবিষ্ণুর
হৃদয় মন্দির,
বাকদেবী চলে গেল
রোধ করি
বাক্যের দুয়ার।

ব্রহ্মা। লীলাময়! তোমার অপার লীলা
কে পারে বুঝিতে?
সাধিবারে সৃষ্টির কল্যাণ,
আপনি তো বরণ করিয়া

নিলে প্রিয়ার বিরহ !
গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী
সকলেই যাবে ধরাতলে
উদ্ধারিতে পাপী-তাপী জনে
তোমারই মহিমা প্রচারে।

নারায়ণ। হে বিরিঞ্চি ! ধরার কল্যাণ তরে
যুগ যুগ সহিব বিরহ,
যুগ যুগ ভকতের লাগি
নামিব ধরায় !
ঐ হের ঐ হের পদ্মযোনি
বাকদেবী প্রিয়া মোর
চলে যায় অশ্রুনীরে তিতি !
যাও যাও ওগো অভিশপ্তা
তোমার প্রেমের ঋণ শোধিতে সুন্দরী,
যুগ যুগ নারায়ণ
ধরা ক্লেশ করিবে বরণ !

[নারায়ণের প্রস্থান

ব্রহ্মা। বিচঞ্চল নারায়ণ প্রিয়া বিরহে
ধরার কল্যাণ তরে
আপনি করিলে হরি
প্রিয়ার বিরহ, পুনঃ আজি
কেন হেন চঞ্চল না পারি বুঝিতে।

[প্রস্থান



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য পথ

ছুটিয়া তীরধনুকধারি নমুচির প্রবেশ

নমুচি। আরে চতুরা হরিণি
এইবার কোথায় পালাবি ?

শরক্ষেপ করিল

একি ! লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল আমার !
লক্ষ্য ছিল চতুরা হরিণী
কিন্তু, শিংশপার বৃক্ষে শর
বিদ্ধ হয়ে অপদস্ত করিল আমারে
ঐ ঐ পুনঃ পলায় হরিণি,
আরে চতুরা হরিণী
কোথায় পালাবি মোর
লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ?

ছুটিয়া প্রস্থান। সুরমাকে তাড়া করিয়া কালেশ্বরের প্রবেশ

সুরমা। না, না, সরে যাও সরে যাও,
দস্যুতা করিয়া

পিতৃগৃহে মোর, না মিটিল
সাধ, পুনঃ চাহ ধর্ম্ম নষ্ট
করিতে আমার ?

কালেশ্বর । ধর্ম্ম নষ্ট কোন মতে কহগো কুমারি ?
তুমি নবীনা দানবী
আমি নবীন দানব,
মোরে যদি আত্মদান করলো রূপসী
না হইবে ব্যাভিচার
ধর্ম্ম মতে কভু ।

সুরমা । ব্যাভিচার এর চেয়ে আর
কিবা আছে দস্যু ধরণীর 'পরে ?
পিতা-মাতার অজ্ঞাতে
অচেনা পুরুষ সাথে
কুমারী জীবনে, মত্ত হলে
যৌন লীলায়—

কালেশ্বর । আনন্দিতা হইয়া প্রকৃতি
আশীর্ব্বাদ দানিবে মোদের ।

সুরমা । না, না, অভিশাপ দানিবে প্রকৃতি
মত্ত হলে হেন ব্যাভিচারে—

কালেশ্বর । নাহি চাহি শুনিবারে
হেন নীতি কথা ।
শোন লো কুমারি
যদি বাসনা পুরাও মোর
দানি ঐ সৌন্দর্য্যময়ী
দেহলতাখানি

ফিরে দিয়ে দস্যুতায় লব্ধ
ধনরাশী তব
চিরদিন দাস সম রহিব তোমার।

সুরমা। এ হেন প্রস্তাবে শিরে
করি পদাঘাত
হাসিমুখে মরণেরে দেব আলিঙ্গন,
তথাপি ও অমূল্য কৌমার্য্য
নাহি দেব ব্যভিচারী
দস্যুর করেতে।

কালেশ্বর। বার বার অনুনয় করিলাম
তোরে, বার বার প্রত্যাখ্যান
করিস দাম্ভিকা?
দেখ, তবে দস্যু কালেশ্বর
হতে পারে কতই কঠোর।

হাত ধরিয়া সুরমাকে বক্ষেতে টানিতে গেল, কালেশ্বরের বক্ষেতে দুই হস্তে আঘাত করিতে করিতে

সুরমা। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে কামুক লম্পট
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে!

কালেশ্বর। নাহি করি অনুভব ছাড়িতে কি
পারি লো সুন্দরি?
এস এস ওলো সৌন্দর্য্য কলিকা!

সুরমা। নির্জ্জন এ বনভূমে
অসহায়া কুমারীর কৌমার্য্য

নাশিবে হীন এই দস্যুবৃত্তি ধারী,
আর বাধা দিতে তায়—

সহসা নমুচির প্রবেশ

নমুচি। আছে এই নমুচি দানব।
কালেশ্বর। কে তুই যুবক—
নমুচি। বলেছি তো নমুচি দানব।
কালেশ্বর। সরে যা সরে যা উন্মত্ত পতঙ্গ
দস্যু কালেশ্বর দানবের কার্য্যে
বাধা দানে হ'লে অগ্রসর
সুনিশ্চয় হারাবি জীবন!
নমুচি। দস্যু কালেশ্বর নহে তো অমর
কতটুকু শক্তি থাকে লম্পটের
দেহে, সবিশেষ জানে তাহা
নমুচি দানব।
কালেশ্বর। পুনরায় কহিরে যুবক!
সরে যা, সরে যা
সম্মুখ হইতে,
কেন এই নবীন বয়সে
হারাবি জীবন?
নমুচি। জীবন অসার জানি—
পদ্ম পত্র নীর সম ক্ষণস্থায়ী সদা।
হেন ক্ষণস্থায়ী জীবনের
লাগি এতটুকু মায়া নাহি
করে এ নমুচি।

শোন রে লম্পট দস্যুবৃত্তি ধারী,
আসিয়াছি কুমারীর-ধর্ম্ম রক্ষিবারে,
তার তরে যদি যায় জীবন আমার,
ধর্ম্ম মোরে দেবে আশীর্ব্বাদ।

কালেশ্বর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
হইয়া দানব, এত ধর্ম্ম জ্ঞান
কোথা হতে পাইলি যুবক ?

নমুচি। পাইয়াছি পিতার সকাশে।
বিপ্রশ্রেষ্ঠ কশ্যপ মহান
পারদর্শী করেছেন মোরে
শাস্ত্র শস্ত্র জ্ঞানে।

কালেশ্বর। দানবের আদি পিতা
কশ্যপ তনয় মাতা তোর
দনু মহিয়সী ?

নমুচি। সত্য দস্যু, কশ্যপ জনক—
দনু মাতা মোর।
অনুমানি এইবার তেয়াগিবে
ভীতা কুমারীরে ?

কালেশ্বর। কেন তোর মুখে শুনি
হেন মিথ্যা উপন্যাস ?
দেখ রে যুবক কুমারীরে
উপভোগ করিব হেথা
তোরই সম্মুখে, শক্তি থাকে
বাধা দানে হ'রে আগুয়ান !

পুনরায় সুরমাকে ধরিতে গেলে সে সরিয়া গেল

নমুচি।　(মধ্যে দাঁড়াইয়া) সাবধান হীন ক্রীড়াচারা
সরে যা সরে যা পাষণ্ড !

কালেশ্বর।　হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—
শক্তি থাকে বাধা দেরে
কশ্যপ তনয় !

ভ্রূকুটি করিয়া

নমুচি।　ধরো তবে লম্পট দানব।
উপযুক্ত পুরস্কার তোর।

কালেশ্বরকে অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করিল, উভয়ে যুদ্ধ চলিল, কালেশ্বরের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল

এইবার বীরচূড়ামণী
আমার এ অস্ত্রমুখে জীবন তোমার,
স্থির কর কর্ত্তব্য আপন।

কালেশ্বর।　কে তুমি—কে তুমি নবীন যুবক—
মূর্ত্তিমান কাল সম কালেশ্বরের
দৃঢ় হস্ত অস্ত্রাঘাতে করিলে শিথিল ?

নমুচি।　হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ
এখনো সন্দেহ আছে
কশ্যপ নন্দন দনুর গর্ভজ
পুত্র নহে এ নমুচি ?

কালেশ্বর।　না, না, সে সন্দেহ মিটেছে
আমার ! বুঝিয়াছি বীরবর

এতদিনে দানবের জাতীয় জীবন
সন্ধানীতে ছুটে যাবে আলোকের পথ

নমুচি। দানবের জাতীয় জীবন
নিমজ্জিত আধারের মাঝে ?

কালেশ্বর। নিমজ্জিত গভীর আঁধারে
আশ্রম পালিত তুমি,
বুঝিবে না বীরবর
দানবেরা কোথা হ'তে
কোন স্তরে গিয়াছে নামিয়া।

নমুচি। দানবেরা পূর্ব্বে ছিল কোন্
কর্ম্মে লিপ্ত হে দানব ?

কালেশ্বর। বীর কর্ম্মী দানব জাতিরা
বাহুবলে একদিন অধিকার
করিয়া ত্রিলোক স্বর্গ মর্ত্ত্য
পাতাল সাম্রাজ্য করিত শাসন,
আর দেখ হে যুবক
আজি সেই দানব জাতিরা
আশ্রয়বিহীন খাদ্যাভাবে
ঘুরিতেছে ভিক্ষুকের সম।

নমুচি। কেন—কেন—কে করিল
এ দশা তাদের ?

কালেশ্বর। ছল চক্রী দেবতার দল।

নমুচি। দেবতা!

কালেশ্বর। দেবতারা করিয়াছে
এ দশা তাদের।

নমুচি। যেই দানব বাহুবলে পরাজিত
দেবতায়, কাড়ি লয়ে স্বর্গ রাজ্য
শাসিয়াছে ত্রিলোক সাম্রাজ্য,
আজি তারা হারাইয়া ত্রিলোকের
সর্ব্ব আধিপত্য, কেন হল
ভিক্ষুক সমান ?

কালেশ্বর। ছলি বিষ্ণু ছদ্মবেশে আসি
দানব জাতির মাঝে
জ্বালাইয়া দিয়াছিল কলহ অনল,
যার তরে দানবেরা আত্মীয় বিরোধে
মর্ত্ত্য হল, আর সেই সুযোগে
দেবগণ আক্রমণ করিয়া দানবে,
পরাজিত করি
ঘোর রণে কেড়ে নিল
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সাম্রাজ্য।

নমুচি। বুঝিলাম কেন আজি
দানবেরা হীন ক্রীড়াচারী
যদি বুঝে থাক বীরবর
কর ত্বরা প্রতিকার হেন
শত্রুতার! তুমি আজি মাতা
দনুর গর্ভজ, আমরাও
দনু বংশে নিয়েছি জনম
আমাদের দুর্দ্দশা মোচন
তুমি ভিন্ন কেবা করিবে নবীন ?

নমুচি। (ভাবিতে লাগিল) দনুর বংশোদ্ভূত

দানব জাতিরা ফিরিতেছে
পথে পথে ভিক্ষুকের সম
এখন কি কর্ত্তব্য আমার।

স্বরমা। কর্ত্তব্য তোমার বীর
আজি যে বীরত্ব দেখাইয়া
রক্ষিলে এই কুমারীর পবিত্র
কৌমার্য্য. সেইমত অসীম বীরত্বে
শাসিয়া দেবতাগণে,
ফিরাইয়া আন পুনঃ
দানবের হৃত অধিকার।

নমুচি। কি কহিছ দানব কুমারী ?

স্বরমা। কহিতেছি বীরবর
দানব জাতির অগ্রণী হইয়া
নিয়ে যেতে তাহাদের
আলোকের পথে

নমুচি। আমি একা কেমনে বা সমগ্র দানবে
নিয়ে যাব সেই পথে
দানব কুমারী ?

কালেশ্বর। একা কেন কহিছ যুবক ?
সমগ্র দানব হবে সহায় তোমার !

নমুচি তবে দস্যুতা ছাড়িয়া
তুমি হবে সহায় আমার ?

কালেশ্বর যে কারণে দস্যুতা আমার
সে আশা তো মিটিয়াছে
নবীন দানব।

নমুচি।　　কি কারণে এতদিন করেছ দস্যুতা ?

কালেশ্বর।　　নিদ্রিত দানবে জাগাতে আবার
হিমানী মিশ্রিত শোণিতে তাদের
দানিতে উত্তাপ
অলস বাহুতে তাহাদের
পুনরায় শক্তি এনে দিতে,
দস্যুতার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত
করেছি নিয়ত
আজি মন আশা মিটিয়াছে মোর।
চল হে নবীন বীর
নিয়ে যাই সমগ্র দানব পাশে,
নব নেতা দেখাতে তাদের

সুরমা।　　তাই চল হে বীর পুঙ্গব,
তোমারে দানিতে
শক্তি মহাশক্তির অংশোদ্ভূতা
দানব কুমারীগণ অগ্রসর হবে
অস্ত্র হাতে।

নমুচি।　　তবে না ফিরিয়া পিতা মাতা
পাশে, সঙ্গে যাবে তুমি বালা
আমাদের সাহায্য করিতে

সুরমা।　　সম্ভাসিতে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনে
সমস্ত জীবন ব্যাপি আছে অবসর,
কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা
আনিবার শুভ লগ্ন গেলে
আর তাহা পাইব না ফিরে।

নমুচি। অতি সত্য বাণী তব
দানব কুমারী!
পিতৃ-মাতৃ সম্ভাষনের সমস্ত জীবনব্যাপি
আছে অবসর, কিন্তু জাতীয়
স্বাধীনতা অর্জ্জনের একটি মুহূর্ত্ত গেলে
আসিবে না আর।
মা—মা বায়ুভরে পাঠালাম
প্রণাম তোমারে!
উদ্দেশ্যে প্রণাম লহ ওগো জন্মদাতা,
অনুমতি লইবার নাই অবসর
ক্ষমা কর সন্তানে তোমার।

সুরমা। যুবক—

নমুচি। প্রস্তুত হয়েছি আমি
দানব কুমারী।
চল বালা জ্বালাইয়া
প্রতিহিংসা অগ্নি জাগে জাগে
চল তুমি আলেয়া সমান,
আমি যাব পশ্চাতে তোমার!
এস এস হে অচেনা বীর
দস্যুতার আবরণে তুমি
যাহা দিয়াছ জাতিরে চিরদিন
রহিবে স্মরণ দানবের স্মৃতির মন্দিরে।
তোমার সহায়ে আমি
আক্রমণ করি দেবতায়
ব্যতিব্যস্ত করিব সমরে,

অস্ত্র ঝনৎকারে আর
কোদণ্ড টঙ্কারে
দেবহৃদে আসিবে কম্পন,
অসীম বীরত্বে দানবেরা
পরাজিত করি দেবতায়
পশুসম বিতাড়িত করি
স্বর্গ হতে, দাঁড়াইয়া
রক্ত কর্দ্দমের 'পরে, ফিরাইয়া লবে
পুনঃ দানবের হৃত অধিকার !

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উন্মত্তভাবে কপিলাক্ষের প্রবেশ। তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বিপ্রচিত্তির প্রবেশ

কপিলাক্ষ। ঐ—ঐ শোন বিপ্রচিত্তি, মা আমার এখনো বাবা বাবা বলে কাঁদছে, দাঁড়া—দাঁড়া মা—দস্যুর কবল থেকে আমি তোকে উদ্ধার করে আনব !

বিপ্রচিত্তি। আহা, থামুন থামুন মশায়, নষ্ট মেয়ের জন্য এত কান্না কেন ?

কপিলাক্ষ। তুমি কি বলছ—কি বলছ বিপ্রচিত্তি ?

বিপ্রচিত্তি। ঠিকই বলছি মশায়—ঠিকই বলছি, বলি ডাকাতে নয় গচ্ছিত অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে, তা আপনার মেয়ের ইচ্ছে না থাকলে কি জোর করে নিয়ে যেতে পারে ?

কপিলাক্ষ। না, না, সুরমা আমার তেমন মেয়ে নয়, যখন তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সাহায্যের আশায় গ্রামের সকলকে ডাকছিল, কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলে না।

বিপ্রচণ্ডি। কে চেষ্টা করবে মশায়, বলি কে চেষ্টা করবে? সকলেরই তো প্রাণের মমতা আছে।

কপিলাক্ষ। তা সত্য বিপ্রচণ্ডি—তা সত্য, প্রাণের মমতা আছে বলেই তো, আমি বাপ হয়েও তার উদ্ধারে দস্যুর সামনে যেতে পারলাম না।

গোকর্ণের প্রবেশ

গোকর্ণ। তুমি পারলে না বাবা, কিন্তু আমি যদি সে সময় থাকতুম, দেখতে সেই শালা ডাকাতকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দিতুম!

কপিলাক্ষ। কি বলছিস পাগল?

গোকর্ণ। কি আমি পাগল? তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয়, বাবা! তুমি আমাকে বলছ পাগল?

বিপ্রচণ্ডি। তা পাগল ছাড়া আর কি বলবে? দেখ গোকর্ণ আমাদের মত আলসের আড্ডায় বসে বড় বড় বুলি আওড়ে আওড়ে, তোর এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, যে সব কথাতেই চাল মারিস।

গোকর্ণ। কেন—চাল মারাটা কি হল? আমি ডাকাতের কাছ থেকে সুরমাকে কেড়ে নিতে পারতুম না?

বিপ্রচণ্ডি। হ্যাঁ পারতিস, তবে সুরমাকে কেড়ে নিতে নয়, ডাকাতের হাতে ঠাঙ্গানি খেয়ে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে থাকতে।

গোকর্ণ। কি—তুই আমাকে যা তা বীর ঠাউরোচ্ছিস? তবে দেখ—দেখ বিপ্রচণ্ডি আমার বীরত্বটা—(বিপ্রচণ্ডিকে মারিতে গিয়া) না তুই বন্ধু বান্ধব তোর সঙ্গে আর ঝগড়া-ঝাটি করব না।

কপিলাক্ষ। গোকর্ণ, তুই আমার উপযুক্ত পুত্র থাকতে তোর ভগ্নিকে উদ্ধার করে আনবার দায়িত্ব আর কার উপর চাপাব বাবা?

বিপ্রচিত্তি। আর উদ্ধার, এতক্ষণ হয়তো সে ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে—

কপিলাক্ষ। বিপ্রচিত্তি—

বিপ্রচিত্তি। এ আপনি চোখই রাঙান, আর ধমকই দেন, স্পষ্ট কথা বলতে আমি পিছপাও হব না মশায়। আপনার মেয়ে সুরমা ভ্রষ্টা।

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। বাঃ চমৎকার, চমৎকার নির্দ্ধারণ। সবলের কবল থেকে দুর্ব্বলা রমণীকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তার মাথায় কলঙ্ক পশরা চাপাতে একটুও দ্বিধা হয় না।

কপিলাক্ষ। মা—মা—মা আমার।

বক্ষে ধরিতে গেলে গোকর্ণ বাধা দিল

গোকর্ণ। খবরদার বাবা, ও ভ্রষ্টা—ওকে ছুঁয়ো না।

কপিলাক্ষ। কি বল্লি—কি বল্লি দৈত্যাধম ?

গোকর্ণ। কি বল্লে, আমি দৈত্যাধম ? মানে দৈত্যের অধম ? তা হলে দৈত্যের অধম কি হয় রে বিপ্রচিত্তি ?

বিপ্রচিত্তি। দৈত্যের অধম হচ্ছে (চিন্তা করিয়া) গরু—গরু, বুঝেছিস বোকা। দৈত্যের অধম গরু ?

গোকর্ণ। এঁ্যা গরু ?

বিপ্রচিত্তি। গরু ! তোর নাম হচ্ছে গোকর্ণ মানে গরুর কর্ণ। তা হ'লে দেখছি তোর বাবা আগে থাকতে তোকে দৈত্যাধম ভেবে নিয়েই জন্মের পরই গোকর্ণ নাম রেখেছে।

গোকর্ণ। কি আমি গরু ? বল বাবা—কেন আমার গরু নাম রেখেছ ?

সুরমা। তুমি একটি গরু ব'লেই।

গোকর্ণ। কি—একে ছোট বোন তায় ভ্রষ্টা, তুই আমাকে অপমান করলি ? আয়, আয় পাপিষ্ঠা, যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে।

বিপ্রচণ্ডি। ওঁ—হুঁ হুঁ-হুঁ, যুদ্ধ করিস না, যুদ্ধ করিস না গোকর্ণ, তাহলে আরো খেলো হয়ে যাবি, তার চেয়ে তোর ছোট বোনের বিচারের ভার আমার হাতে তুলে দে, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সুরমা। তোমরা আমার কি বিচার করবে পাষণ্ডের দল—তোমাদের এই কাপুরুষতার বিচার করতে বিচারক আসছে।

বিপ্রচণ্ডি। থাম থাম নষ্ট মেয়ে। ডাকাতের সঙ্গে ঢলাঢলি করে এসেছিস আবার গ্রাম মজাতে ?

কপিলাক্ষ। ওঃ—বিপ্রচণ্ডি—বিপ্রচণ্ডি।

বিপ্রচণ্ডি। থামুন—থামুন মশায়, আপনার মেয়েকে আর আমরা গ্রামে ঠাঁই দিতে পারব না। আমাদের তো মা-বোন আছে।

গোকর্ণ। সত্যিই তো, জান বাবা—সুরমাকে তাড়িয়ে দাও, ওটা ভ্রষ্টা, কি বল বিপ্রচণ্ডি ?

বিপ্রচণ্ডি। তা আর বলতে !

কপিলাক্ষ। না, না, তোরা ভুল বুঝেছিস, ওরে তোরা ভুল বুঝেছিস, মা আমার পুষ্পের মত পবিত্রা।

বিপ্রচণ্ডি। পবিত্রা কি অপবিত্রা, তা বুঝুন গে যান আপনি আপনার মেয়ে, আমরা স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, এ গাঁয়ে আর ওর ঠাঁই হবে না।

কপিলাক্ষ। হবে না ! হবে না ? চল—চল মা—তোকে নিয়ে আমি সেই দেশে যাব, যেখানে নেই সমাজের নিষ্পেষণ ! চল—চল মা আমার।

সুরমা। না—না বাবা, তোমার সঙ্গে আমি যাব না।

কপিলাক্ষ। যাবি না।

সুরমা। না, পিতার স্নেহ, মায়ের আদর নিতে আমি আসি নি। শোন দাদা, শোন বিপ্রচণ্ডি—গ্রামে বাস করতে আমি আসি নি।

বিপ্রচণ্ডি। তবে কি করতে এসেছিলি শুনি?

সুরমা। একবার তোমাদের দেখতে এসেছিলাম যে, তোমরা কতখানি নিচে নেমে গেছ। চল্লাম বাবা—দুঃখ কর না, যতদূরেই থাকি না কেন দিনান্তে একবারও তোমাদের জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলব।

কপিলাক্ষ। মা—মা—মা আমার! ওরে ফের—ফের।

সুরমা। আজ ফিরব না বাবা, ফিরব এই পতিত পদদলিত আত্মকলহে মত্ত দানব জাতির নেতার সঙ্গে, জাগরণ মন্ত্র নিয়ে।

প্রস্থানোদ্যতা

কপিলাক্ষ। কোথায় চল্লি মা সুরমা?

সুরমা। আমার অপহরণকারী দস্যুর কাছে।

[প্রস্থান

বিপ্রচণ্ডি। শুনলেন তো? শুনলেন তো মশায় নিজ কর্ণে? আমি তখনই বলেছিলুম, আপনার মেয়ে সে দস্যুটার সঙ্গে—মানে কথা হয়ে—

গোকর্ণ। ভ্রষ্টা!

কপিলাক্ষ। চুপ—চুপ—চুপ কর—চুপ কর হতভাগা, বুকটা ফেটে যাবে, বুকটা ফেটে যাবে। আমার ফুলের মত পবিত্র সুরমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, না—আমি তাকে দেখব. আমি তাকে দেখব, কেমন যাদুকর সে তা বুঝে নেব, এবার মরিয়া হয়ে তাকে শাসন করব, শাসন করব।

গীতকণ্ঠে জ্যোতিষীবেশী জ্ঞানের প্রবেশ

জ্ঞান। গীত।

কেন বা ভুলের ঘোরে
ছুটেছিস অন্ধের মত।
আসল নকল চিনলি না কেউ
সবাই মিথ্যা চিন্তায় রত॥
দস্যু নয় সে শোনরে কথা
সবার তরেই তার মাথা ব্যথা।
ফিরিয়ে আনতে জাতির স্বাধীনতা
করেছে দস্যুতা যত॥

[গীতান্তে প্রস্থান

কপিলাক্ষ। কে তুমি মহাপুরুষ? কেন গানের ছলে এ উপদেশ দিয়ে গেলে? তবে কি, তবে কি, না, না, অসম্ভব দস্যু. দস্যু—তার কোন সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সমাজের অভিশাপ সে, তাকে শাসন করা প্রয়োজন—তাকে শাসন করা প্রয়োজন।

[দ্রুত প্রস্থান

বিপ্রচণ্ডি। শুনলি, শুনলি গোকর্ণ? তোর বাপ মেয়ের কোন দোষ দেখতে পেলে না! ছুটে চল্ল দস্যুকে শাসন করতে।

গোকর্ণ। বাবাটার কোন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, বুঝেছিস বিপ্রচণ্ডি, কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

বিপ্রচণ্ডি। আরে বুদ্ধি থাকলে তোর নাম রাখে গোকর্ণ?

গোকর্ণ। ঠিক বুঝেছিস, বাবা ব্যাটা গরু বলেই আমার নাম রেখেছে গোকর্ণ, মানে কি বল্লি?

বিপ্রচণ্ডি। গরুর কাণ। গোকর্ণ মানে গরুর কাণ।

গোকর্ণ। কি আমি গরুর কাণ? চল বিপ্রচণ্ডি, এখনি গ্রামে সভা বসিয়ে আমার নামটা বদলে ফেলতে হবে, চল আর দেরী করিস নি।

[বিপ্রচণ্ডিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দন কানন

মায়া স্বপ্ন নৃত্য করিতেছিল। স্বপ্নাবিষ্ট ইন্দ্র শ্লথ পদে আসিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে ইন্দ্র পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য রোল উঠিল। ইন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া পলাইতে গিয়া পিছাইয়া আসিল

ইন্দ্র।　　ওঃ—কি ভীষণ মূরতি!
দীর্ঘ বাহু
উন্নত ললাট, অগ্নি জ্বালি
অগ্নি তারকায়
মুসল মুদ্গর করে
সদম্ভ হুঙ্কারে কে, কে
আসিলে সম্মুখে আমার।
ও কি স্কন্ধচ্যুত হইল মস্তক
তীব্র বেগে ছুটিছে শোণিত স্রোত,
ছিন্ন মস্তক, অট্টহাস্যে
কাঁপায় দিগন্ত,

একি বিকট বদন বিস্তারি
ছিন্নমাথা আসিছে গ্রাসিতে
ওঃ—গ্রাসিল গ্রাসিল মোরে
কোথা যাই কোথায় পালাই !
কে আছ কোথায়—
রক্ষা কর রক্ষা কর
বিপন্ন বাসবে—

নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। বাসব—

ইন্দ্র। এ্যা—(স্বপ্ন ছুটিয়া গেল) এ কি
গোলক বিহারী সম্মুখে দাঁড়ায়ে
অথবা—

নারায়ণ। অথবা ?

ইন্দ্র। মায়ার ছলনা !

নারায়ণ। নহে মায়ার ছলনা
সত্য হে বাসব
আমি তব সম্মুখে দাঁড়ায়ে

ইন্দ্র। কোটি কোটি প্রণিপাত
চরণ অম্বুজে।
কহ হরি কেন হেরিলাম
আজি বীভৎস মূরতি ?

নারায়ণ। স্বপ্নমাঝে হেরিয়াছ বীভৎস মূরতি
তার তরে চঞ্চল এখন ?

ইন্দ্র। বীভৎস স্বপন এখন

কোন কালে দেখি নাই
গোলকের নাথ।
সেই হেতু চঞ্চল হয়েছি।

নারায়ণ। স্বপ্ন—স্বপ্ন। স্বপনের মাঝে
রাজা কভু সাজে হে ভিখারী,
ভিখারী কভু বা বসে
রাজ সিংহাসনে।
তুমি বীর্য্যবান, অকুতো সাহসী
অমরার অধীশ্বর।
সামান্য স্বপন হেরি
হও যদি চঞ্চল এখন
হাসিবে হে দেবের সমাজ।

ইন্দ্র। অতি সত্য বাণী তব
পালক শ্রীহরি!
চিরশত্রু দানব সমাজে,
বাহুবলে করি পরাজিত,
স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল হইতে
তাড়ায়েছি পশুর সমান।
এবে তারা ফিরিতেছে
পথে পথে আশ্রয় বিহীন।
আজি যদি দেবেন্দ্রের
দুর্ব্বলতার সন্ধান
পায় দানব সকলে,
সুনিশ্চয় হবে আগুয়ান
উদ্ধারিতে হৃত অধিকার।

নারায়ণ। উদ্ধারিতে হৃত অধিকার
দানব সমাজ পুনঃ মিলিয়াছে
মর্ত্যভূমে অস্ত্র শস্ত্র করিয়া সংগ্রহ।

ইন্দ্র। দেব পাশে হয় পরাজিত
অন্নাভাবে হাহাকারে ভ্রমিত সকলে।
শুনেছিনু স্বমর্ত্ত সকাশে।
অকস্মাৎ কেমনে সজাগ হয়ে
অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া
আগুয়ান দেবতা বিপক্ষে ?

নারায়ণ। আদি পিতা কশ্যপ ঔরসে
দনু গর্ভে জন্মিয়াছে নমুচি দানব

ইন্দ্র। অনুমানি তাহারই নেতৃত্বে
অগ্রসর হইবে দানব জাতি
দেবতা বিপক্ষে ?

নারায়ণ। অনুমান অভ্রান্ত তোমার।
শোন এবে দেবের ঈশ্বর,
কশ্যপের মহাতেজে জন্ম লয়ে
.মুচি দানব হইয়াছে মহাশক্তিধর
কন্তু, নাহি দৈবশক্তি তার।
.দি সাধনায় শৈব শক্তি
করে হে সঞ্চয়, সুনিশ্চয়
হারাইতে হবে তোমার আমার সাম্রাজ্য
নাহি দেব দৈবশক্তি সংগ্রহিতে
নমুচি দানবে।
শোন ওহে গোলক বিহারী,

তোমার শ্রীপদে যদি থাকে
মতি মোর, সুনিশ্চয় ব্যর্থ
করি দেব দানবের সর্ব্ব অভিলাষ।

নারায়ণ আসি তবে দেবের ঈশ্বর,
সাবধানে হয়ো অগ্রসর
আপনার কর্ত্তব্য সাধনে !

ইন্দ্র। শত কোটি প্রণিপাত
লহ ওগো দেব নারায়ণ।
দেবতারা চিরদিন কৃতজ্ঞতা
পাশে বদ্ধ আছে
শ্রীপদ পঙ্কজে।

[প্রণাম করিল, নারায়ণের প্রস্থান

ভাগ্যবান আজি দেবতারা
তাই আপনি শ্রীহরি আসি
দানিলেন গুপ্ত সমাচার।

কশ্যপের প্রবেশ

কশ্যপ। ইন্দ্র !

ইন্দ্র। পিতা ! ধর প্রণিপাত
ওগো পূজ্যপাদ জনক আমার !
কর আশীর্ব্বাদ।
যেন বিপক্ষের সব চেষ্টা
ব্যর্থ করে দিতে পারি আমি
অক্ষুণ্ণ রাখিতে মোর সর্ব্ব অধিকার।

কশ্যপ। অক্ষুণ্ণ রহিবে ইন্দ্র তব অধিকার
যদি বুকে টেনে নাও পুত্র দানব ভ্রাতারে!

ইন্দ্র। এ কথার অর্থ কি জনক?

কশ্যপ। অর্থ অতি পরিস্কার পুত্র,
দেবতা দানব উভয়েই
তনয় আমার, এতদিন
ভ্রাতৃ-হিংসায় মত্ত হয়ে
লিপ্ত হয়ে আত্মীয় বিরোধ রণে
ভায়ে ভায়ে আছ ভিন্ন হয়ে।
এইবার হে বাসব—
অনুরোধ মোর,
দানবেরে ছেড়ে দিয়ে
পাতাল সাম্রাজ্য
উদারতা দেখাও তোমার।

ইন্দ্র। কেন পিতা আজি কেন
অকস্মাৎ দানব সন্তান তরে
এত ব্যথা অন্তরে তোমার
যেই কালে দানব সন্তানগণ
দৈবশক্তি লভি, পরাজিত করি
দেবতায়, কেড়ে নিয়েছিল স্বর্গ অধিকার
সেইকালে দেবতার তরে
একদিনও তো বল নাই দানব সন্তানগণে,
সৌহার্দ্য স্থাপিয়া দেব সাথে
ফিরে দিতে স্বর্গরাজ্য দেবতার করে?

কশ্যপ। ওরে অভিমানী পুত্র!

বহুবার বলেছি দানবগণে
কিন্তু তমোগুণে জন্ম দানব-জাতির।
তাই পিতৃ-উপদেশ করেছিল
উপেক্ষা তখন।
কিন্তু, পুত্র দেবতায় ত্রিগুণ সম্পন্ন,
তাহাদের বুকে কেন রবে
তমোগুণ দানব সমান?
তাই কহি ভুলে গিয়ে
পূর্ব্ব অপমান, ছেড়ে দাও
দানবেরে পাতাল সাম্রাজ্য,
দেখাও দেবতার মহত্ত্ব!

ইন্দ্র। অসম্ভব আদেশ তোমার।
হ'লেও এক পিতৃ ঔরসজাত
ভ্রাতা দেবতা দানব,
চিরদিন হিংসা-দ্বেষ আছে উভয়ের।
সে বিদ্বেষ দেবতা ভুলিলে,
দানবেরা ভুলিবে না কভু;
আজি যদি সৌহার্দ্দ্য স্থাপিতে
ছেড়ে দি' দানব জাতিরে
পাতাল সাম্রাজ্য, কালি তারা
লভিয়া সুযোগ, আক্রমণ
করিবে এই স্বর্গরাজ্য পুনঃ।

কশ্যপ। সে ভার আমার।
দানব জাতির হৃতরাজ্য উদ্ধারের
তরে, মম পুত্র তরুণ দানব

নমুচির নেতৃত্বে যবে অগ্রসর
হতেছিল নিরাশ্রয় দানব সমাজ,
সেইকালে, আমি প্রতিশ্রুতি দানিয়াছি
তাহাদের, বিনা যুদ্ধে ফিরাইয়া
পাবে পাতাল সাম্রাজ্য,
বিনিময়ে কোনদিন দেব হিংসা করি
না পারিবে আক্রমণ করিতে অমরা।

ইন্দ্র। দানবের প্রতিশ্রুতির মূল্য কিছু
নাহি গো জনক !
আজি অন্নহীন আশ্রয়বিহীন
ঘুরিতেছে যাযাবর সম,
তাই তব পাশে দানিয়াছে এই
প্রতিশ্রুতি, কিন্তু কাল যবে
বসিবে পাতাল রাজ্যের রত্ন সিংহাসনে
তখনই ভুলে গিয়ে প্রতিশ্রুতি কথা
পুনরায় নবীন উদ্যোগে দেবসাথে
বাধাবে সমর।

কশ্যপ। না, না, তুমি জান না বাসব
পুত্র মোর নমুচি দানব
একনিষ্ঠ পিতৃভক্ত ধর্ম্মের সেবক,
তাহারে বসাইলে পাতালের
সিংহাসনে, বিরোধ না করিবে
কভু দেবতার সাথে !

ইন্দ্র। এতক্ষণে বুঝিলাম কেন এত
আকুলতা দানবের তরে।

দনুর গর্ভজ সন্তান নমুচি দানবে
পালিয়াছ শিশু কাল হ'তে,
তার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ বশে
আসিয়াছ ফেলিবারে দেবতা তনয়ে
বিপদ সাগরে—অগ্র-পশ্চাৎ
না করি বিচার।

কশ্যপ। কি—কি—কি কহিলি
অবাধ্য সন্তান ?
নমুচির পরে স্নেহাধিক্য আমি
চাহি ফেলিবারে বিপদ সাগরে
তোরে, মূঢ় দেবরাজ ?
বুঝিলাম, ত্রিলোকের আধিপত্য
লভি উঠেছিস স্পর্দ্ধার শিখরে ;
তাই আজি সন্দিহান জনকের স্নেহে।
তবে শুনে রাখ—শুনে রাখ
স্পর্দ্ধিত বাসব !
দেবতার তমোনাশ তরে
অচিরে সাজিয়া রণসাজে
নমুচির সাথে সমগ্র দানব
আক্রমণ করিয়া অমরা
পরাজিত করি দেবের সমাজে,
কেড়ে নেবে স্বর্গ অধিকার।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ পিতৃস্নেহে
পক্ষপাত এর পূর্ব্বে দেখি নাই কভু।

কোথা আছ হে সম্বর্ত্ত মেঘ
সাজ সাজ ত্বরা সন্ধানিতে
গুপ্ত তথ্য দানব জাতির।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পুষ্কর তীর্থ

গীতকণ্ঠে মূর্ত্তিমতী সাধনার প্রবেশ

সাধনা। গীত।

এস ধীরে ধীরে
ওহে নবীন তাপস এস ধীরে।
তোমার কামনার ধন আছে লুকাইয়া
সন্ধানিতে এস হে পুষ্করে॥
চঞ্চল দেবতা কঠোর তপেতে তব
অমরায় আর চলে না উৎসব
সৃজক পালক দোঁহে চিন্তিছে নিয়ত
কি বর দানিবে তাপস দানবেরে॥

[গীতান্তে প্রস্থান

নমুচির প্রবেশ

নমুচি। কে—কে, মা তুমি—
স্বপ্ন সম অন্তর মাঝারে তুমি
সুরের ঝঙ্কারে আশ্বাসিয়া
সন্তানেরে হলে অন্তর্হিত ?

এস মাগো মূর্ত্তিমতী হয়ে
এস সম্মুখে আমার,
ওগো মহাশক্তি অংশোদ্ভূতী
শক্তিদাত্রী জননী আমার
কেন উৎসাহিত না করি সন্তানে
বাধা দানে আগুয়ান সাধনার
পথেতে তাহার ?

নতজানু হইল

মা-মা—ওগো অন্তরিস্থ
আরাধ্যা জননী,
আর সন্তানেরে পরীক্ষা সাগরে
ফেলি, ডুবাতে চেও না গো
অনন্ত রৌরবে।
এস মা—এস মা—বরাভয় হস্ত মেলি
সন্তান সম্মুখে।

মুর্শীদ ব্যবসায়ী বেশে নারায়ণ ও খাতক বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ক্ষমা কর হে মহাজন
না পারিব পুরাইতে কামনা তোমার।

নারায়ণ। না পুরালে কামনা আমার
নাহি কি নিস্তার তোর !
হয় এইক্ষণে আমার প্রাপ্যমুদ্রা
কড়া-ক্রান্তি হিসাবে দে মিটাইয়া।
অন্যথায় দেহের অর্দ্ধেক মাংস
লইব কাটিয়া।

ইন্দ্র। না, না, হেন নিষ্ঠুরতা না সাধ
হে কুশীদ ব্যবসায়ী।
তোমার প্রাপ্যের অর্থ সুদ সমেত
দেব মিটাইয়া, মাত্র সপ্ত দিবস
দেহ অবসর মোরে।

নারায়ণ। না, না, আর অর্দ্ধ দিবস অবসর
না দিব রে তোরে।
চল চল রে খাতক—
এই দণ্ডে কেটে নেব অর্দ্ধ অঙ্গ তোর!

ইন্দ্র। রক্ষা কর মোরে আজি
রাক্ষস আচারী কুশীদ ব্যবসায়ীর
কবল হইতে।

নমুচি। (স্বগতঃ) হে আরাধ্য দেবতা!
এ কি আজি লীলার প্রকট নয়ন
সম্মুখে? নির্য্যাতীত জীব আসি
মাগিছে আশ্রয়, কেমনে প্রত্যাখান
করিব তাহারে?

নারায়ণ। এখনো নির্ব্বাকে দাঁড়ায়ে?
চল চল—শীঘ্র চল
শোধিতে আমার ধন।

ইন্দ্র। হে তাপস নাহি দেবে
নির্য্যাতীত জনে তব শান্তিময়
আশ্রয়ের ছায়া?

নমুচি। নাহি ভয়, দানিলাম
আশ্রয় তোমারে।

নারায়ণ। কিন্তু আশ্রয় দানিলে
খাতকে আমার, দিতে হবে
প্রাপ্য মুদ্রা মোর।
নমুচি। কহ হে কুশীদ ব্যবসায়ী—
কি কারণে হেন নিষ্ঠুরতা তব ?
নারায়ণ। এই খাতকের কাছে চক্রবৃদ্ধি
হিসাবে প্রাপ্য সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।
আজি কালি করি বহুবর্ষ
হইল অতীত, নাহি দেয়
প্রাপ্য অর্থ মোর।
পালাইয়া ছিল দুষ্ট এতদিন
ঋনের কারণে।
আজি যবে পাইয়াছি দেখা
নাহি লয়ে প্রাপ্য অর্থ মোর
চলিব না একপদও জেন
হে তাপস।
নমুচি। অর্থ পাও লবে অর্থ !
তাহার কারণে কেন চাহ
কেটে নিতে অর্দ্ধ অঙ্গ ওর ?
নারায়ণ। না পারিলে অর্থ দিতে
বিনিময়ে অর্দ্ধ অঙ্গ কেটে
নিয়ে বিক্রয় করিব হাটে
পশুব্যবসায়ীদের কাছে।
কহ হে তাপস, তুমি দেবে
সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তোমার

এই আশ্রিতেরে ঋণমুক্ত
করিবারে আজি ?

নমুচি। (স্বগতঃ) সহস্র স্থবর্ণ মুদ্রা ? সহস্র
স্থবর্ণ মুদ্রা ? কিন্তু, এত অর্থ
এইক্ষণে পাইব কোথায় ?
(প্রকাশ্য) হে মহাজন, কিছুদিন
দেহ অবসর, আসিয়াছি সাধনার
লাগি এই পুষ্করে। পাইলে
ইপ্সিতের দেখা, ফিরে গিয়ে
আপন ভবনে মিটাইয়া দেব
তব সহস্র স্থবর্ণ মুদ্রা।

নারায়ণ। না, না, করেছি প্রতিজ্ঞা
হয় আজি ঋণের সমস্ত মুদ্রা
লইব বুঝিয়া, নয় অর্দ্ধ অঙ্গ
কেটে নিয়ে খাতকের
বিক্রয় করিব হাটে অর্থের লাগিয়া।
চল চল রে পলাতক খাতক
কেটে নেব অর্দ্ধ অঙ্গ তোর।

নমুচি। দাঁড়াও দাঁড়াও হে মহাজন
আশ্রয় দিয়াছি খাতকে তব,
দানিয়া আশ্বাস আজি যদি
কেটে নাও অর্দ্ধ অঙ্গ ওর
আশ্রিত বর্জ্জন পাপে লিপ্ত হব আমি।

নারায়ণ। উত্তম, এত যদি ধর্ম্মজ্ঞান তব
দিয়ে দাও প্রাপ্য অর্থ মোর।

নমুচি। সাধনার স্থানে অর্থ পাব কোথা
হে মহাজন ?

নারায়ণ। অর্থ যদি নাহি পার দানিতে,
কাঞ্চনের বিনিময়ে কেটে দাও
অৰ্দ্ধ অঙ্গ তব, রক্ষিবারে
আশ্রিত জীবন।

নমুচি। (স্বগতঃ) হে আদি দেব পুরুষ সুন্দর।
তুমি মোরে বলে দাও
কি কৰ্ত্তব্য মোর।
পুণ্য সাধনার ক্ষণে ত্যজি যদি
আশ্রিতেরে আপনার দেহের মায়ায়,
ডু'বে যাব অনন্ত নরকে
আর যদি কেটে দি' অৰ্দ্ধ অঙ্গ
আশ্রিত রক্ষণে, তা হলে গো
আরাধ্য দেবতা, সাধনার অৰ্দ্ধ পথে
ঘটিয়া সমাপ্তি, ডুবাইবে
পাপের সাগরে !

নারায়ণ। কহ হে তাপস কি হেতু
নীরব ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ
ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম যাহা কিছু করে সবে
আপনার দেহের রক্ষণে
ছাড়ি দেহের মমতা, পারে কি
জগতে জীব রক্ষিবারে আৰ্ত্তজনে
সংসারের বুকে ?
চল চল দুষ্ট, না তিষ্ঠব

মুহূর্ত্ত এখানে। চল চল
ত্বরা, কেটে দিবি অর্দ্ধ দেহ তোর

ইন্দ্র। (কাতর হইয়া) হে তাপস! তবে সত্য সত্য
সামান্য অর্থের লাগি দানিতে
হইল মোরে জীবন আহুতি ?

নমুচি। না, না, অসম্ভব।
আশ্রয় দিয়েছি তোমারে
হে খাতক, তপস্বী প্রধান
কশ্যপের পুত্র নমুচি দানব
আজি বর্জ্জন করিলে তোমা
অখ্যাতি রটিবে কশ্যপের বংশে।
অসমাপ্ত সাধনায় যাইব
ডুবে আমি অনন্ত রৌরবে,
তথাপিও পবিত্র
পিতৃবংশের মর্য্যাদা পারিব না
মিশাইতে ধূলিকণা সাথে।
হে আদি স্রষ্টা ব্রহ্মা ভগবান
তোমারই দানের দেহ
দিতেছি আহুতি প্রভু অন্য এক
দেহের রক্ষণে, ক্ষমা কর অধম
দাসে রে!

নারায়ণ। কহ হে তাপস
কিবা অভিমত তব ?

নমুচি। অভিমত অন্য কিছু নাহি হে

মহাজন ! আশ্রিতেরে কর ঋণ মুক্ত
কেটে নিয়ে অর্দ্ধ অঙ্গ মোর।

নারায়ণ। সাধু, সাধু, অতি সাধু এ
উদ্দেশ্য তব। যারে খাতক
মুক্তি দিনু তোরে আমি
পাইয়াছি প্রয়োজন মত
অর্দ্ধ দেহ !

[ইন্দ্রের প্রস্থান

এইবার হে আশ্রিত পালক
অর্দ্ধ দেহের মাংসদানে
প্রস্তুত ত তুমি।

নমুচি প্রস্তুত হয়েছি আমি
বহুক্ষণ ! স্রষ্টার অমূল্যদান এই
দেহ, দেব আমি স্রষ্টার সৃজিত এক
জীবের রক্ষণে, এর চেয়ে কিবা
হবে সৌভাগ্য আমার ?

নারায়ণ তবে নয়ন মুদ্রিত করি
বস তাপস ব্রহ্মের স্মরণে।
এই অস্ত্র দিয়া আমি একটু
একটু করি তোমার অর্দ্ধ দেহের
মাংস লইব কাটিয়া।

নমুচি। উত্তম লহ কাটি অর্দ্ধ দেহ
ইচ্ছামত তব ।

নমুচি বসিল, নারায়ণ তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে অস্ত্র ধরিল। একটু একটু করিয়া কাটিতে লাগিল, নমুচি ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়া গেল। গীতকণ্ঠে তাপসের প্রবেশ

তাপস। গীত।

সার্থক এই দান হে তাপস
সফল আজি সাধনা তোমার।
গোলক বৈকুণ্ঠ ধরার মাটিতে
এসেছেন নামি করুণা আধার॥

অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারায়ণ স্বরূপে নমুচির পশ্চাতে আসিয়া মস্তকে অভয় আশীষ কর বুলাইয়া দিলেন

গোলক বিহারীর কোমল পরশে
থাক রে ধেয়ানে পরম পুরুষে।
নয়ন মেলিয়া দেখিতে পাবি রে,
চরম পদ্ম পরম পিতার॥

গীতান্তে ব্রহ্মা আসিয়া জ্ঞান পদ্মহস্ত বুলাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।
নারায়ণের প্রস্থান

ব্রহ্মা। নমুচি—

নমুচি। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মোহাবিষ্টে) এঁ্যা—

ব্রহ্মা। নমুচি!

নমুচি। (তদাবস্থায়) প্রভু!

ব্রহ্মা। নয়ন মেলিয়া দেখ ওরে
তরুণ তাপস।
পরিতুষ্ট ইষ্ট তোর—সম্মুখে উদয়

নমুচি। (চক্ষু উন্মিলন করতঃ) এঁ্যা—একি—একি হেরি
নয়ন সম্মুখে? সত্যই কি
জাগ্রতে হেরিতেছি জ্যোতির্ম্ময়

পুরুষ সুন্দর ? না না স্বপ্ন মাঝে
নেহারি এ ছবি ?

ব্রহ্মা। স্বপ্ন নহে ভকত সুন্দর
সত্য তুমি হেরিতেছ যাহা।
তোমার অপূর্ব্ব দানের মহত্ত্বে
শুধু নহে আমি,
গোলক বিহারী হরি চমৎকৃত
হয়ে, দিয়ে গেছেন আশীর্ব্বাদ
বুলাইয়া পদ্মহস্ত মস্তকে তোমার।

নমুচি। ধন্য ধন্য আজি নমুচির
নগন্য জীবন।
লহ কোটি কোটি প্রণিপাত
আদি স্রষ্টা পিতা !

প্রণাম করিল

ভক্তি হীন, মন্ত্রহীন, ক্রীয়াহীন
অধম সন্তান 'পরে অসীম
করুণা তোমার।

ব্রহ্মা। ভক্তিহীন নহ তুমি ভকত প্রধান।
তোমারই ভক্তি আকর্ষণে
ধরার মাটিতে নামিয়া এসেছে
স্রষ্টা ও পালক।
বল—বল কশ্যপ তনয়
কিবা বর চাও ইষ্টের সকাশে ?

নমুচি। বর দেবে ব্রহ্মা ভগবান ?

ব্রহ্মা। আজি যে মহত্ত্ব দেখাইয়া

চমৎকৃত করিয়াছ তরুণ তাপস,
বিনিময়ে কিছু দান না দিলে
তোমারে, অতৃপ্ত অন্তরে
ফিরিতে হইবে মোরে
ব্রহ্মলোকে বৎস।
বল বল ওহে ভকত সুন্দর
কিবা বর চাহ মম পাশে ?

নমুচি। যদি সন্তানের 'পরে করুণা
করিয়া দিতে চাহ বর।
তবে এই বর দেহ ওগো
ব্রহ্মা ভগবান,
যেন চারি যুগ
অমর হইয়া থাকি
অবনী মণ্ডলে।

ব্রহ্মা। হেন বর না মাগো সন্তান।
ধরা 'পরে দৈত্যদেহ ধরি যবে,
লয়েছ জনম, অবশ্যই মৃত্যু
তব অদৃষ্ট লিখন,
তবে পারি আমি প্রকারে
অমর করি বাঁচিবার অধিকার
দানিতে তোমারে।

নমুচি। তবে নাহি পাব অমরত্ব বর ?

ব্রহ্মা। ধরার মাটির 'পরে নাহি পারি
দানিবারে অমরত্ব বর।
তবে এই বর দানিলাম তোমারে

সন্তান, দেবতা, দানব, মানব,
যক্ষ, রক্ষ কেহ না আঁটিবে
রণে তোমার সাক্ষাতে,
ত্রিভুবনে অজেয় হইবে তুমি
ভকত আমার।

নমুচি। সন্তানে করুণা তব অসীম অপার!
যদি এতখানি অনুগ্রহ
নমুচির 'পরে দেহ মোরে
পুনঃ একবার ওগো বরদাতা—

ব্রহ্মা। বল বৎস অন্য বর কিবা অভিলাষ?

নমুচি। সম্মুখে সমর ছাড়ি
যদি কেহ গুপ্ত হত্যা করে গো
আমারে, যেন
ছিন্ন মুণ্ড মোর, অথবা
প্রাণহীন আত্মা মোর
পঞ্চভূতে নাহি মিশি,
শাস্তি দিতে পারে সেই
গুপ্তঘাতী জনে।

ব্রহ্মা। তথাস্তু সন্তান!
যাও বৎস—এইবার ফিরে যাও
আশ্রমে আপন!
করি আশীর্ব্বাদ যেন
চিরদিন ভক্তিযুক্ত হয়ে থাকো
আমার উপরে।
হ্যাঁ আর এক কথা

যেই দিন ভুলিয়া মহত্ত্ব মোর।
ভুলিয়া শ্রীহরি করুণা,
ভুলে গিয়ে পিতার দানের কথা
অপমান করিবে সবারে
সেই দিন মৃত্যু হবে অকস্মাৎ তব।

নমুচির প্রণাম ও ব্রহ্মার অন্তর্ধ্যান

নমুচি। কে কোথা আছ স্বজাতীয়গণ
দেখ আজি তপসিদ্ধ নমুচি দানব
চলিয়াছে স্বর্গ আক্রমণে,

স্ববেশে অস্ত্র লইয়া ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। সেই আশার দানিতে সমাধি
এই পুরুষের বুকে আসিয়াছে
স্বর্গ অধিপতি।
আরে নিকৃষ্ট দানব
বর লভি দেবতা সকাশে,
পুনঃ সেই দেবতা বিরুদ্ধে
চাস মূর্খ করিবারে রণ অভিযান।

নমুচি। দেবতার দর্পচূর্ণ করিবার তরে
করিয়াছি তপস্যা বিষম
শোন ওহে দেবের ঈশ্বর
চাহ যদি দেবের কল্যাণ.
ছেড়ে দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য
পাতাল সাম্রাজ্য আজি দানবের
করে, দেবগণে সঙ্গে লয়ে
চলে যাও কাননে কান্তারে

ইন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এইবার
হাসালি দানব।
প্রকারে অমর বর লইয়া
বিরিঞ্চি পাশে এত স্পর্দ্ধা তোর?
দেখরে নিকৃষ্ট দানব
অস্ত্রাঘাতে টুটাইয়া সেই বর
মৃত্যুলোকে তোরে করিব প্রেরণ।

আক্রমণ করিতে উদ্যত সরিয়া গিয়া

নমুচি। এই কি রে দেব ব্যবহার?
নিরস্ত্র সাধক বীরে নির্জ্জন এ
পুষ্করের বুকে
অস্ত্রাঘাতে বধিবারে
হও আগুয়ান?

ইন্দ্র। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

নমুচি। ওঃ—কে আছ কোথায়
যক্ষ, রক্ষ, অথবা কিন্নর.
ভিক্ষা দেহ, ভিক্ষা দেহ একখানি
অস্ত্র মোরে, বিনিময়ে জয় করি
স্বর্গরাজ্য প্রদানিব আমি।

অস্ত্র হাতে সুরমার প্রবেশ

সুরমা। ধর অস্ত্র তরুণ দানব
এই অস্ত্রে স্বর্গরাজ্য কর আক্রমণ
সমগ্র দানবগণ
নবীন উদ্যমে আগুয়ান পশ্চাতে
তোমার! [অস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান

নমুচি। এইবার দেবেন্দ্র বাসব—
চৌরসম আক্রমণ করি
ভেবেছিলে নিরস্ত্র সাধকে
বধিবে এই নির্জ্জন পুষ্কর বুকে ?
সে চৌর্য্য বৃত্তির ধর উপযুক্ত
পুরস্কার!

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উৎসবরতা নাগরিকাগণের নৃত্যগীত

নাগরিকাগণ। গীত :

নূতন দিনের ডাক এল সই
চলনা বরণ মালা নিয়ে
আলোর দেশে ভালবেসে
ছড়িয়ে কুসুম চল লো ধেয়ে ॥
স্বপ্নপুরীর বাঁশির তানে—
বিলিয়ে গেলুম মনে প্রাণে।
সামনে দেখে প্রিয়জনে
যেন গেছি স্বর্গ পেয়ে ॥
আজ সজনি নেই অবসর—
বুকের মাঝে মনের দোসর।
হাল্কা হাওয়ায় যাই লো ভেসে
মধুর সুর যে গেছে ছেয়ে ॥

[উৎসবরতা নাগরিকাগণের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রস্থান

বিপ্রচণ্ডি ও গোকর্ণের প্রবেশ

বিপ্রচণ্ডি। দেখছিস্ গোকর্ণ, রাজধানীতে কি রকম উৎসব চলেছে ?

গোকর্ণ। ওঃ—জানিস বিপ্রচণ্ডি, এ রকম উৎসব আমার বাবাও দেখেনি। দেখছিস মাইরী সুন্দরী ছুঁড়িগুলো কত রং-বেরং সেজে নাচ-গান করছে ?

বিপ্রচিত্তি। দেবতাদের মেয়েরাই নাচ-গান করতে জানে তাই জানতুম, কিন্তু আমাদের দানবদের মেয়েরা যে নাচ-গান এত ভাল জানে, তাত আগে জানতুম না রে।

গোকর্ণ। দানবদের মেয়েরা নাচগান জান ত' না, দেবতাদের অপ্সরীরা এসে শিখিয়ে দিয়ে গেল যে! জানিস বিপ্রচিত্তি, দেবতাদের অপ্সরীরা দেখ্‌তে ঠিক আগুনের মত!

বিপ্রচিত্তি। এ্যাঁ, তাই নাকি?

গোকর্ণ। হ্যাঁ রে!

বিপ্রচিত্তি। তুই দেখলি কি করে?

গোকর্ণ। রথে চড়ে আকাশে উড়ে গেল যখন—তখন একবার ঝাঁ করে দেখে নিয়েছি। ওঃ মাইরী, দেখে অবধি এমন মন খারাপ হয়ে আছে।

বিপ্রচিত্তি। তা এতে মন খারাপ করবার কি আছে? স্বর্গরাজ্যও তো এখন দানবদের; ইচ্ছে করলেই তো ঐ অপ্সরাদের মধ্যে যেটাকে পছন্দ হবে সেটাকেই বিয়ে করে নেওয়া যাবে।

গোকর্ণ। এ্যাঁ—ইচ্ছে করলেই বিয়ে করা যাবে?

বিপ্রচিত্তি। নিশ্চয়! তুই দেখ না বুদ্ধির জোরে আমি কি রকম একটা পছন্দসই অপ্সরা ধরে এনে তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দি'।

গোকর্ণ। তা যদি পারিস বিপ্রচিত্তি তা' হলে চিরজীবন তোর কেনা হয়ে থাকব।

বিপ্রচিত্তি। আরে তুই বন্ধু, তোর যদি এ উপকারটা না করি তা হলে যে ধর্ম্মে পতিত হতে হবে। হাঁ দেখ, আমি অপ্সরার সঙ্গে তোর বিয়ে দেওয়াব কিন্তু আমি যা বলব তাই শুনতে হবে।

গোকর্ণ। নিশ্চয় শুনব, নিশ্চয় শুনব। ওঃ—বিপ্রচিত্তি তোর মত উপকারী বন্ধু আমার আর একটিও নেই।

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। নিশ্চয়, বিপ্রচণ্ডির মত উপকারী বন্ধু ছিল বলেই তো নিরপরাধিনী ভগ্নীর স্কন্ধে মিথ্যা কলঙ্কভার চাপিয়ে দিয়ে তাকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছ, অর্দ্ধোন্মাদ পিতার সন্ধান নেবার প্রবৃত্তি মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছ।

গোকর্ণ। তুই কোথা ছিলি এতদিন রে সুরমা ?

বিপ্রচণ্ডি। কোথা থাকবে—সে ডাকাতটার কাছে।

গোকর্ণ। হাঁ—হাঁ—হাঁ—ভাগ্যে মনে করে দিলি তুই নইলে এখুনি হয় তো বাড়ী নিয়ে যেতুম ওকে। এই—এই নষ্ট মেয়ে—যা—যা, পালিয়ে যা সামনে থেকে, নইলে এক্ষুণি তোকে খুন করে ফেলব।

বিপ্রচণ্ডি। আহা—হা—হা—অতটা রাগ করিস নি গোকর্ণ, হাজার হোক বোন তো।

গোকর্ণ। বোন বলে নষ্টামী করে রেহাই পাবে ?

বিপ্রচণ্ডি। তা ভুল যদি একটা করেই থাকে, শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। দেখ ওকে বাড়ি নিয়ে চল, আমি দানবদের বলে কয়ে সমাজে তুলে নেবার ব্যবস্থা করে দেব'খন।

সুরমা। তা হলে ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদেরও সমাজে তুলে নেওয়ার বিধান আছে ?

বিপ্রচণ্ডি। আছে বৈ কি। তুমি কিছু ভেব না সুরমা, বলি দোষ ত্রুটি তো সকলেরই আছে, গোকর্ণ তুই ভাবিস নি, ভাবিস নি, সমাজে দাঁড়িয়ে যদি অন্য কোন দানব তোর বোনকে বিয়ে করতে না চায়—আমি বিয়ে করব।

সুরমা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! বাঃ, চমৎকার বিধান।

গোকর্ণ। হাসলি যে ? বলি হাসলি যে, বিপ্রচণ্ডির মত ভাল ছেলে যে তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এইটাই তোর ভাগ্যি জোর।

সুরমা। নিশ্চয়, শতবর্ষ শিবপূজা করেও এ রকম ভাল বর কারো জোটে না।

গোকর্ণ। জোটে না—জোটে না, এ রকম ভাল বর হঠাৎ কারো জোটে না। মাথা নুইয়ে দে—মাথা নুইয়ে দে ওর পায়ে।

সুরমা। তার আগে তোমার বন্ধু বিপ্রচিত্তির মাথাটি আমার পায়ে লুটিয়ে দিতে হবে।

বিপ্রচিত্তি। কি এত বড় কথা?

সুরমা। কোন কথা নয়! দাও লুটিয়ে দাও, লুটিয়ে দাও, তোমার মাথা আমার পায়ের উপর।

কালেশ্বরের প্রবেশ

কালেশ্বর। দাও, লুটিয়ে দাও, লুটিয়ে দাও তোমার মাথা এই কুমারীর পায়ের উপর।

বিপ্রচিত্তি। খুব লম্বা লম্বা কথা বল্‌ছ যে? তুমি আবার কে হে?

কালেশ্বর। আমি সেই ডাকাত, যাকে একদিন তোমরা যমের মত ভয় করতে।

বিপ্রচিত্তি। (কাঁপিতে কাঁপিতে) এঁ্যা—ডাকাত।

গোকর্ণ। ডাকাত তো কি হয়েছে? তুই ভয় পাচ্ছিস কেন বিপ্রচিত্তি? এই দেখ না কেমন এক থাপ্পড়ে ডাকাত ঠাণ্ডা করে দি।

কালেশ্বর। এই গাধা—

গোকর্ণ। তবে রে আমাকে গাধা! তোর ডাকাতের নিকুচি করেছে। (মারিতে গেলে কালেশ্বর হাত মুচড়াইয়া ধরিল) ও—ও—ও—ওরে বাবা রে হাতটা ভেঙ্গে গেল রে।

কালেশ্বর। আর মারতে আসবি গাধা?

গোকর্ণ। না, না, আর কখন এমন কাজ করবো না। ও—ও—ছেড়ে দাও না হে।

কালেশ্বর। ছেড়ে দিতে পারি, যদি তোর ঐ হিতৈষী বন্ধুটি তোর ভগ্নীর পায়ের উপর মাথা রাখে।

বিপ্রচণ্ডি। এ্যাঁ, সত্যি সত্যিই সুরমার পায়ে মাথা রাখতে হবে।

কালেশ্বর। নিশ্চয় রাখতে হবে। রাখ—রাখ—নইলে তোরও এই দশা হবে।

গোকর্ণ। ওরে বিপ্রচণ্ডি রাখ না মাথাটা সুরমার পায়ের উপর, ওরে বাপরে—বাপরে, হাতটা ভেঙ্গে গেল যে।

কালেশ্বর। রাখ—রাখ।—

বিপ্রচণ্ডি। না, না, এই যে!

সুরমার পায়ে মাথা রাখিল

কালেশ্বর। এইবার যা তোকে ছেড়ে দিলাম!

গোকর্ণকে ছাড়িয়া দিয়া বিপ্রচণ্ডির ঘাড় ধরিয়া

বল—বল নারকী আর কখনো নিরপরাধিনী রমণীর স্কন্ধে মিথ্যা কলঙ্ক বোঝা চাপিয়ে দিবি?

বিপ্রচণ্ডি। না, না, কখনো এমন কাজ করব না।

কালেশ্বর। যা—চলে যা এখান থেকে।

গোকর্ণ। ওরে বিপ্রচণ্ডি পালিয়ে আয়! আমার হাতটা টন টন করছে, আর তোরও নাকের ডগার চামড়া খসে রক্তারক্তি হয়ে গেছে, চল চল পালিয়ে চল।

[বিপ্রচণ্ডিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

কালেশ্বর। এই কটা বছরের মধ্যে দানবজাতিরা কতখানি ভীরু ও দুর্ব্বল হয়ে গেছে, দেখ্‌ছ কুমারি?

সুরমা। দেখ্‌ছি।

কালেশ্বর। এই ভীরুতা দূর করতেই আমি স্বজাতিয়ের উপর দস্যুতা করতাম, কুমারি।

সুরমা। তাতে যেমন দানবজাতির উপকার হয়েছে, তেমনি অপকারও হয়েছে।

কালেশ্বর। অপকার হয়েছে! কি সে?

সুরমা। অনূঢ়া কুমারী, আমাকে গৃহ হতে অপহরণ করে এনেছ, এখন সমাজ আমাকে কোথায় স্থান দেবে জান?

কালেশ্বর। কোথায়?

সুরমা। পতিতাদের মধ্যে।

কালেশ্বর। না, না, অসম্ভব—কেন তা হবে? তুমি যে পুষ্পের মত পবিত্রা।

সুরমা। তোমার আমার এ কথা সমাজ বিশ্বাস করবে কেন বল?

কালেশ্বর। বাহুবলে আমি তোমাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করব, কুমারি!

সুরমা। তা হয় না কালেশ্বর! বাহুবলে রাজ্য জয় করা যায় কিন্তু জীবের অন্তর জয় করা যায় না।

কালেশ্বর। এ্যাঁ—তা হলে তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সুরমা। সে জন্য আমি দুঃখিত নই, কালেশ্বর।

কালেশ্বর। দস্যুতা করতে করতে এমন পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলাম যে, নারীর অমর্য্যাদা করতে পশ্চাৎপদও হয়নি। সেজন্য আমাকে মার্জ্জনা কর কুমারি।

সুরমা। যেদিন তুমি নবীন বীর নমুচি দানবের মোহ কাটিয়ে দিয়ে, তাকে দানবজাতির নেতা গড়ে জাতীয় স্বাধীনতা আনবার জন্য অভিযান করেছিলে, সেই দিনই আমি তোমাকে মার্জ্জনা করেছি, কালেশ্বর।

অর্দ্ধোন্মাদ কপিলাক্ষের প্রবেশ

কপিলাক্ষ। তুই মার্জ্জনা করলেও আমি মার্জ্জনা করব না। প্রস্তুত হও দস্যু—শাস্তি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

ছুরিকা বাহির করিল

সুরমা। (মধ্যে বাধা দিয়া) বাবা—বাবা।

কপিলাক্ষ। না না, সরে যা, সরে যা, সুরমা! তোর জীবন ও মরু-মুক্তি করে দিয়েছে, আমার মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপে দিয়েছে, আমি ওকে ক্ষমা করব না, ওর বুকের রক্তে আমি সে কলঙ্ক মুছে ফেলব।

কালেশ্বর। আমার বক্ষ রক্তে যদি তোমার কলঙ্ক মুছে যায় বৃদ্ধ, যদি সুরমাকে আবার দানব সমাজ সাদরে স্থান দেয়; এই নাও পেতে দিলাম তোমার সম্মুখে আমার প্রসারিত বক্ষ, ঐ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করে দিয়ে আমার মহাপাপের শাস্তি দাও।

কপিলাক্ষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, পেয়েছি পেয়েছি, এতদিনে পেয়েছি অত্যাচারী দস্যুকে শাস্তি দেবার মহাসুযোগ—

সুরমা। না, না, আমি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেব না। বাবা, বাবা, দানবজাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির অগ্রদূত এই কালেশ্বরকে বধ ক'র না, বধ ক'র না।

কপিলাক্ষ। না, না, সরে যা, সরে যা সুরমা! ও আমাকে সমাজ-চ্যুত করেছে, ঘর ছাড়া করিয়েছে, তোর জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, ওর রক্ত মেখে আমাকে একটু তৃপ্ত হতে দে—তৃপ্ত হতে দে।

নমুচির প্রবেশ

নমুচি। দানব জাতির এই উৎসব দিনে কে কার রক্ত মেখে তৃপ্ত হতে চায়? একি! কে তুমি বৃদ্ধ, তোমার চক্ষু হ'তে প্রতিহিংসা ঠিকরে বেরুচ্ছে, কালেশ্বরের উদ্দেশ্যে ছুরিকা উত্তোলন করেছ কেন?

কপিলাক্ষ। ওর রক্ত মেখে উল্লাসে নৃত্য করব বলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নমুচি। না, না, তা হবে না, তা হবে না। (কপিলাক্ষর সম্মুখে গিয়া) সত্য বল কে তুমি, দানব না দেবতা?

কপিলাক্ষ। দানব, দানব, সরে যাও, সরে যাও তরুণ, আমার প্রতি-হিংসা পূরণে বাধা দিও না।

কালেশ্বর। সরে যান দানব নেতা, আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন।

নমুচি। কালেশ্বর!

কালেশ্বর। আমার জীবনের সাধনা সার্থক হয়েছে, আমার দানবজাতি আবার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে, এইবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে পারব।

সুরমা। না, না, তা হতে পারে না বীর! তুমি চলে গেলে যে দানবজাতি তাদের প্রকৃত বন্ধুকে হারাবে। বাবা, বাবা, জাতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

কপিলাক্ষ। না, না, আমি ক্ষমা করতে পারব না। তোকে অপ-হরণ করে ও আমার মুখে কলঙ্ক কালিমা মাখিয়ে দিয়ে, আমার বুকে যে দাবানল জেলে দিয়েছে, ঐ দস্যুর বুকের রক্ত না হলে সে অনল নির্ব্বাপিত হবে না।

নমুচি। আপনার কন্যাকে অপহরণ করলেও কালেশ্বর তো ওঁর অমর্য্যাদা করেনি, আপনার কন্যা পুষ্পের মত পবিত্রা।

কপিলাক্ষ। তোমার আমার কথা নয় হে ছোকরা, এটা সমাজের কথা, আমার অনূঢ়া কন্যাকে ও অপহরণ করেছিল, সুতরাং কে ওকে বিবাহ করবে?

নমুচি। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ ক'রব।

সুরমা। তরুণ!

নমুচি। সত্য কুমারী! আমি ত' জানি তুমি পুষ্পের মত পবিত্রা।

কালেশ্বর। দানব নায়ক।

নমুচি। কালেশ্বর! নির্জ্জন পুষ্করের বুকে দেবরাজ দ্বারা আক্রান্ত

হয়ে যখন অস্ত্রের জন্য প্রাণপণে আবেদন করেছিলাম, তখন বলেছিলাম, যে একখানি অস্ত্র সাহায্য করবে তাকেই স্বর্গরাজ্য দান করব। এই কুমারী সেই সময় অস্ত্র দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেছিল, সুতরাং আমার জীবনের উপরও ওর দাবী আছে।

কালেশ্বর। হে প্রতিহিংসাকামী বৃদ্ধ, বলুন, কোনটা আপনার কাম্য? কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য না আপনার প্রতিহিংসা পূরণ?

কপিলাক্ষ। ভাবিয়ে দিলে, এরা আমাকে ভাবিয়ে দিলে, এতদিন এক লক্ষ্যে ছুটেছিলাম, এরা আবার প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দিলে।

সুরমা। এই যুবকের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে ফেলো।

কপিলাক্ষ। কি পরিচয় তোমার—কি পরিচয় তোমার, হে তরুণ দানব?

নমুচি। আমি কশ্যপ ঔরসজাত, মাতা দনুর গর্ভের সন্তান।

কপিলাক্ষ। তুমি—তুমি সেই দিগ্বিজয়ী কশ্যপ সন্তান নমুচি দানব?

কালেশ্বর। সত্য বৃদ্ধ, ইনিই দানবজাতির তরুণ নায়ক। আদি মাতা দনুর সন্তান—নমুচি।

কপিলাক্ষ। ধন্য আমি, ধন্য আমি, এস হে তরুণ তোমার হাতেই আমার সুরমাকে সমর্পণ করলাম।

নমুচির হাতে সুরমার হাত তুলিয়া দিল। তাহারা প্রণাম করিল

হে দস্যু। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, তুমি সাধারণ দস্যু নও, পরম ব্রহ্মের চরণে প্রার্থনা করি তোমার মত দস্যু যেন দানবজাতির ঘরে ঘরে জন্মগ্রহণ করে।

[প্রস্থান

কালেশ্বর। আসুন নায়ক! আরো সপ্তাহকাল আপনার বিবাহ উৎসব চলবে, তারপর হবে আপনার রাজ্যাভিষেক।

[সকলের প্রস্থা

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্দ্ধোন্মাদিনী কর্কটির প্রবেশ

কর্কটি। কিসের এ আনন্দের হুলুধ্বনি
পাতাল সাম্রাজ্যে ?
হইল কি দেবতা বিনাশ ?
ঐ ত, ঐ ত নেহারি
দলে দলে পতাকা বাহিয়া
চলিতেছে রাজপথে তুলি জয়ধ্বনি,
ঐ তো অসংখ্য অসংখ্য
নারী বহি শিরে মাঙ্গলিক দ্রব্য
চলিতেছে ধীরে ধীরে
রাজপথ বাহি, ঐ তো নানা বাদ্য
বাজাইয়া চলে বাদ্যকর সবে,
তবে কি তবে কি নাগজাতির
অভ্যুত্থান হয়েছে আবার ?

উদয়কাল নাগের প্রবেশ

উদয়কাল। নাগজাতির অভ্যুত্থান হয় নাই
মাতা! পরাজিয়া দেবতা নিকরে
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সাম্রাজ্য
অধিকার করিয়াছে দানবজাতিরা

কর্কটি। দানবজাতিরা !

উদয়কাল। সত্য গো জননী!
কশ্যপ ঔরসজাত, দনুর গর্ভজ
পুত্র নমুচি দানব,
তপে তুষ্টা করে স্রষ্টা বিরিঞ্চিরে
বিশ্বজয়ী বর লভি,
পরাজিত করিয়া দেবতায়
লভিয়াছে ত্রিলোক সাম্রাজ্য।

কর্কটি। দনুর গর্ভজ পুত্র স্বজাতির
অধিনতা করিতে মোচন
করিল কঠোর তপ স্রষ্টারে তুষিতে
আর অকস্মাৎ নাগজাতি
হারাইয়া স্বাধীনতা, চৌরসম
রহিয়া লুকায়ে নির্ব্বাকে হেরিল
দানবের নব অভ্যুত্থান!
বাঃ চমৎকার, অতি চমৎকার
নাগজাতির কর্ত্তব্য পালন।

উদয়কাল। অকারণ তিরস্কার করিছ জননী!
দেবতা, দানব, নাগ, সকলেরই
উৎপত্তি এক কশ্যপ ঔরসে।
সেই আদি পিতা এবে বিরূপ
হইয়া দেব 'পরে, যুক্তি দিয়া
দানব সন্তানে করিবারে মহাতপা
পুষ্করের বুকে। তাই মাতা
দানবের আজি অভ্যুত্থান।

কর্কটি। মহামুনি কশ্যপের হেন

পক্ষপাতিত্বের তরে, নাগের জননী
কদ্রু নিত্য অপমান করি তাঁরে
কলহ করিত সপত্নী বিনতার সাথে,
আজি বুঝি সেইকথা ভুলিয়াছে
দক্ষের জামাতা ?

উদয়কাল। আদি পিতা কশ্যপ যদ্যপি
নেহারিত নাগকুলে সমদৃষ্টি লয়ে
কথনই পারিত না দানবেরা
অধিকার করিবারে নাগেদের
ন্যায্য প্রাপ্য পাতাল সাম্রাজ্য।

কশ্যপের প্রবেশ

কশ্যপ। ভুল ভুল, মহাভুল তোমার
যুবক! দেব, দানব, অথবা
নাগ সন্তানগণে
চিরদিন সমদৃষ্টি লয়ে হেরে
তাপস কশ্যপ।

কর্কটি। মহামুনি কশ্যপ যদ্যপি কণামাত্র
করুণা করিত নাগ সন্তানগণে,
পারিত কি দেবতা বা
দনুর সন্তানগণ, অধিকার করিতে
এই পাতাল সাম্রাজ্য ?

কশ্যপ। কেন অকারণ কশ্যপের 'পরে
হেন দোষ অর্পিছ নাগিনী ?
কদ্রুর তনয়গণ নিজ নিজ
কর্ম্মফলে মজিয়াছে দুর্দ্দশা সাগরে।

কর্কটি। কিবা কর্ম্মদোষে ভুঞ্জিতেছে
হেন দুঃখ কদ্রু-সুতগণ?

কশ্যপ। অকারণ হিংসা করি জীব 'পরে
নাগের সমাজ হারায়েছে
স্রষ্টার করুণা। সেই পাপে
রে নাগিনী
আজি তারা গৃহহারা, সর্ব্বহারা,
জগতের স্নেহ বিবর্জ্জিত।

উদয়কাল। জগতের স্নেহ তারা চায় না
গো ঋষি, মাত্র তোমার
করুণা লভি পারে তারা
পরাজিতে ত্রিলোকের জীবে।

কশ্যপ। আমি কেবা, কিবা শক্তি মোর?
সর্ব্বশক্তিমান সেই বিশ্বের সৃজক
ব্রহ্ম ভগবান, যদি নাহি চাহে
করুণা নয়নে নাগ সন্তানের
'পরে, জগতের শক্তির ভাণ্ডারে
নাহি হেন শক্তি লুকায়িত,
শোন রে যুবক, যাহার সাহায্যে
নাগ পারিবে জিনিতে ত্রিলোক সাম্রাজ্য।

কর্কটি। ও ছলনায় ভুলাইতে পারিবে না
কর্কটিরে ঋষি!
যুগকাল অতীত হইতে গেল
নাগজাতি হারায়ে বৈভব
ফিরিতেছে চৌরসম অন্ধকারে

লুকাইয়া কায়া, আর
দেবতা বা দানবেরা অধিকার
করি এই পাতাল সাম্রাজ্য,
ভুঞ্জিতেছে সর্ব্বসুখ আরোহিয়া
সৌভাগ্যের সুউচ্চ শিখরে !
কেন—কিসের কারণে ?
তাহারা কি হিংসাচারে মত্ত
হয়ে অধিকার করে নাই
ভ্রাতার সাম্রাজ্য ?

কশ্যপ। সত্য বটে হিংসাবৃত্তি লয়ে
চালায়ে সমর, জিনিয়াছে,
নমুচি দানব স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল
সাম্রাজ্য ! কিন্তু, জগতের সর্ব্বজীবে
করে নাই হিংসা।
মাত্র স্বজাতিরে স্বাধীনতা দিতে,
তপে তুষ্ট করি বিরিঞ্চিরে,
অজেয় বর লভি সকাশে তাহার,
পরাজি' দেবতায়, প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছে দানবের লুপ্ত আধিপত্য।

কর্ক টি। আধিপত্য ! কিবা ছিল আধিপত্য
পাতাল সাম্রাজ্যে দানবজাতির ?
স্বর্গে দেবতা সাম্রাজ্য, আর
পাতালের অন্ধকারে সাম্রাজ্য
চালাত নাগ সন্তানেরা।
কেন কিবা অপরাধে

দানবেরা কেড়ে নিয়ে সাম্রাজ্য
তাদের, তাড়াইয়া দিয়াছিল
হিংসাপরবশে ?

উদয়কাল। তারপর যবে দেবতারা পরাজিত
করি দানবেরে তাড়াইল
দেশ দেশান্তরে, তখন ও তুমি
ঋষি উপদেশ দাও নাই
দেবের সমাজে, ফিরে দিতে নাগেদের
ন্যায্য অধিকার।

কশ্যপ। ফিরে দিতে কহিতাম নাগেদের
ন্যায্য অধিকার যদি হেরিতাম
হিংসাবৃত্তি ছাড়িয়াছে নাগের সমাজ।
কিন্তু, সর্ব্বহারা হইয়াও
হিংসাবৃত্তি ছাড়ে নাই নাগ,
সেই হেতু বিধাতার অভিশাপ
ধরিয়া মস্তকে ঘুরিতেছে যাযাবর সম।

কর্ক টি। বাঃ চমৎকার ! যুক্তি স্থির
করিয়া রেখেছ স্বার্থপর
জনক কশ্যপ।
শোন পিতা ! এইবার নাগজাতি
তোমার এ পক্ষপাতিত্বের লবে
পূর্ণ প্রতিশোধ !
দানব করেছে মোরে পতি, পুত্রহারা
জ্বালাইয়া রাখিয়াছে বক্ষে মোর
ধ্বংস যজ্ঞানল,

সম্বল হয়েছে মাত্র শোকাশ্রুর বন্যা
চাপি বক্ষে হাহাকার
এতদিন ফিরিতেছি সারা বিশ্বে
উন্মাদিনী সমা।
আজি আর কাঁদিব না ঋষি!
শুষ্ক করি নয়নের বারি
জ্বালিব গো সেইখানে হিংসা যজ্ঞানল
বক্ষের হাহাকার স্তব্ধ করে দিয়ে
গাহিব ধ্বংসের গীতি সপ্ত স্বরে
জাতি, নারীত্ব, মাতৃত্ব মোর
দিয়া বিসর্জ্জন—সাজিব গো
রক্তপায়ী রাক্ষসী সমান;
উন্মত্তা চামুণ্ডা সমা খড়্গ ধরি
করে লক্ষ লক্ষ দানবের
স্কন্ধচ্যুত করিয়া মস্তক,
উৎসারিত শোণিতে তাদের
মিটাইব প্রতিহিংসা তৃষা।

[প্রস্থান

উদয়কাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঐ দেখ,
ঐ দেখ স্বার্থপর ঋষি,
চলিয়াছে উদ্ধারে নাগজাতির
মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা দেবী।
নাগেদের সুখ নিশা এতদিনে
হবে অবসান, নিদ্রিত নাগেরা
পুনঃ জাগরিত হবে,

ছুটে যাবে অস্ত্র হাতে উদ্ধারিতে লুপ্ত স্বাধীনতা,
দানবের অত্যাচারের লয়ে
প্রতিশোধ পুনরায় নাগজাতি
অধিকার করিবে এই পাতাল সাম্রাজ্য।

[প্রস্থান

কশ্যপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। মোহান্ধ নাগের দল
বরপ্রাপ্ত নমুচির পাশে হ'য়ে হতমান পুনরায়
ফিরিতে হইবে তোদের অন্ধকারে যাযাবর সম।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মলোক

কথা কহিতে কহিতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। হে বিরিঞ্চি,
একি তব নিষ্ঠুর আচার?
ভুলে গিয়ে দানব ছলনায়,
অনায়াসে দিয়ে এলে নমুচিরে অজেয় অমর বর?

ব্রহ্মা। ভুল কেন বুঝিছ দেবেন্দ্র?
লভি জন্ম দানবের কুলে,
কোনদিন কেহ কি হয়েছে অমর?
নমুচি দানব করিয়াছে কঠোর সাধনা,
হইয়া দানব দেখায়েছে দেবের মহত্ব,

চমৎকৃত করিয়াছে স্রষ্টা পালকে।
ছদ্মবেশে তুমিও ত স্বচক্ষে হেরেছ ইন্দ্র,
আশ্রিত রক্ষণ তরে আত্মত্যাগ উদ্যম তাহার।

ইন্দ্র। সেইদিন চিরশত্রু দানবেরে নাশিবার সুযোগ
লভিয়া ত্যজিলেন নারায়ণ মায়াপরবশে।

ব্রহ্মা। মায়াময় গোলকবিহারী, পারে কি
দেবেন্দ্র, ভকতের পুণ্যদেহে দানিতে
আঘাত? তা যদি পারিত
তাহলে তো ভকত প্রহ্লাদ
অগ্নিকুণ্ডে, অথবা হস্তিপদতলে
কিংবা পর্ব্বতের উচ্চচূড়া হ'তে
পড়ি, মৃত্যুর কবল হ'তে না
পেত নিস্তার।

ইন্দ্র। অতি সত্য এই বাণী তব।
যুগ যুগ স্রষ্টা, পালক ও
ধ্বংসী মহেশ্বর ভকতের মায়ায়
ভুলিয়া, বর দানি, শক্তিমান গড়িবে
তাদের; যুগ যুগ তাহারই বিষময়
পরিণাম ভুঞ্জিবে দেবের দল।

ব্রহ্মা। কেন অকারণ ত্রিগুণাত্মক তিন
দেবে দোষিছ বাসব?
হইলেও দেবতা তোমরা,
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জিতে হ'বে
প্রকৃতি নিয়মে।
শুদ্ধ মনে করিয়া সুকর্ম্ম

বিশ্বজয়ী হয়েছে নমুচি,
আর উঠিয়া দম্ভের সু-উচ্চ শিখরে,
ভুলিয়া দেবের রীতি,
অলস বিলাসপ্রিয় হয়েছিল
দেবতা সমাজ, সেই পাপে
আজি এই পরাজয় সবার।

ইন্দ্র। যবে অলস-বিলাস প্রিয়
হইল দেবতা, তখন তুমি,
হে পিতামহ—কেন শাস্তি দাও
নাই দেবের সমাজে ?
কেন পূর্ব্ব হ'তে না করি
সতর্ক, সর্ব্বহারা করিলে
বাসব সহ সঙ্গিগণে তার ?

ব্রহ্মা। নমুচি দানব যবে করেছিল আয়োজন
দেবতা বিজয়ে, সেইকালে
জন্মদাতা পিতা তব মহর্ষি কশ্যপ,
চেয়েছিল পাতাল সাম্রাজ্য নমুচির তরে,
সেই দিন মোহমদে মত্ত হয়ে
কর নাই পিতৃ অপমান ?
সেই পাপে হে বাসব,
আজি তুমি সর্ব্বহারা আশ্রয় বিহীন।

ইন্দ্র। এতক্ষণে বুঝিলাম, হে পিতামহ,
কেন ইন্দ্র হারাইল ত্রিলোক ঐশ্বর্য্য ?
হায়, হায়, কেন অহঙ্কারে মত্ত
হ'য়ে করেছিনু পিতৃ অপমান ?

পুত্র পাশে প্রত্যাখ্যাত হয়ে,
ব্যথাহত জনক কশ্যপ
অভিমান অশ্রু সংবরিয়া
ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাস স্বর্গভূমি 'পরে,
সেই পাপে, সেই পাপে আজি
মোর হেন পরাজয়।

ব্রহ্মা। ত্যজ খেদ দেবেন্দ্র সুধীর !
যবে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তরে
অনুতাপ জেগেছে অন্তরে।
সর্ব্বপাপ বিধৌত হইয়া
পরিশুদ্ধ হইবে অন্তর।

ইন্দ্র। আজি আর অনুতাপে কি ফল
লভিব ? সর্ব্বহারা দেবের সমাজ,
ভিক্ষাপাত্র লয়ে করে ঘুরিবে
ভিখারী সম ত্রিলোক মাঝারে।

ব্রহ্মা। আজি যথা কর্ম্মফলে ভুঞ্জিবে
দেবদলে দুর্দ্দশা ভীষণ,
সেইমত একদিন দানব নমুচি
শাসিয়া ত্রিলোক রাজ্য নিমর্জ্জিত
হবে বৎস তমসা সাগরে,
মত্ত হয়ে শক্তি অহঙ্কারে,
সাধিবে কুকর্ম্ম যত সংসারের বুকে।
মোহমদে মত্ত হয়ে নাহি রবে
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার

তাহার, সেই পাপে সুনিশ্চয়
নমুচির হইবে বিনাশ।

ইন্দ্র। কবে, কতদিনে নমুচির
হইবে পতন ?
কতদিনে দেবগণ মুক্ত হবে
অভিশাপ হ'তে ?
কতদিনে হেরিবে তাহারা
সউজ্জ্বল স্বাধীনতা পথ ?

নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। অতি শীঘ্র যদি ইন্দ্র হেরিবারে
চাহ সুউজ্জ্বল স্বাধীনতা পথ,
তবে দানবের ভৃত্যপদে হয়ে অধিষ্ঠিত
কর গিয়া মিত্রের আচরণ

ইন্দ্র। আজি দেবতার মর্ম্মান্তিক হেন
পরাজয়ে, আসিয়াছ উপহাস করিতে
শ্রীহরি ?

নারায়ণ। এ কি কথা কহিছ দেবেশ ?
তোমাদের মর্ম্মান্তিক পরাজয়ে
উপহাস করিতে কি পারে কভু,
স্রষ্টা, পালক, বা ধ্বংসী মহেশ্বর ?

ব্রহ্মা। সত্য কথা দেবের ঈশ্বর
যদিও ভকত লাগি ভক্তপ্রাণ নারায়ণ
ছুটে যান যুগে যুগে
সম্ভাসিতে ভকত জনেরে ;

তথাপিও বড় ভালবাসেন বৎস
দেবগণে—জেন মনে স্থির।

নারায়ণ। আর ভেবে দেখ হে বিরিঞ্চি!
যদিও আজ তমোগুণে মত্ত
হয়ে দেবগণ, হারাইল সর্ব্বস্ব তাদের।
তথাপিও দেবসম একান্ত নির্ভরশীল
ভক্ত মোর আছে কোথা ত্রিলোক মাঝারে?
শোন হে দেবেন্দ্র!
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে
যেইকালে দেবগণ মম 'পরে
দেখায়ে অশ্রদ্ধা, লিপ্ত থাকে
স্বেচ্ছাচার পাপলীলা মাঝে,
সেইকালে অপসৃতে অহঙ্কার
অন্তর হইতে, যত দেবের সমাজে
সর্ব্বহারা করি আমি, শক্তিমান
গড়ি কোন মানব বা অসুরে।

ইন্দ্র। বুঝিলাম গোলক বিহারী,
যেইকালে দেবগণ নিমজ্জিত হ'য়ে
তমোরাশী মাঝে—অপমান করে,
হে তোমায়, সেইকালে চেতনা
দানিয়া শক্তিমান গড়িতে তাদের,
সর্ব্বহারা ভিক্ষুক সাজায়ে,
ছেড়ে দাও ত্রিলোকের মাঝে।

নারায়ণ। না গড়িলে ভিক্ষুক দেবতায়,
দেবত্ব যে লুপ্ত হবে স্বর্গভূমি হ'তে

যেই দেশ, শোক, দুঃখ, জরা,
মৃত্যুহীন, সেই দেশের অধিবাসী
কেন হবে হিংসাচারী বিলাস প্রয়াসী ?
দেবের আদর্শ লয়ে চলিবে
ধরার যত দানব মানব,
দেবের আদর্শ লয়ে ভুলে যাবে
ধরা জীব উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান,
দেবের আদর্শ লয়ে
রাজনীতি গড়িবে তাহারা
সেই আদর্শ জাতি যত দেবের সমাজ
হবে বৎস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান জাতি।

ইন্দ্র। বুঝিলাম উদ্দেশ্য তোমার
এইবার আদেশ কিঙ্করে,
কোন কর্ম্ম করিলে সাধন
অতি শীঘ্র দেবগণ মুক্তি পাবে
দুর্দ্দশা হইতে !

নারায়ণ। যদি অতি ত্বরা চাহ ইন্দ্র মুক্তি পেতে
ভিক্ষুকত্ব হ'তে, যাও তুমি নমুচির
পাশে, প্রার্থী হয়ে
ভৃত্যাপদ তার।

ইন্দ্র। (চমকিত হইয়া) নারায়ণ !

নারায়ণ। চমকিত কি হেতু দেবেন্দ্র ?

ইন্দ্র। যাহার শান্তি দূর তরে সদা ব্যস্ত
রহিত পবন, বরুণ করাত স্নান
সুগন্ধ পানিয়ে, শত শত অপ্সরী

কিন্নরী, নৃত্যগীতে শান্তি দান
করিত নিয়ত, সেই দেবের ঈশ্বর
আজি ভাগ্যবশে হারায়ে সাম্রাজ্য
সাজিয়াছে ভিক্ষুক বলিয়া
চিরশত্রু দানবের করিবে দাসত্ব ?

ব্রহ্মা। আপনার স্বার্থসিদ্ধি তরে
বাধ্য তুমি করিতে দাসত্ব।
শোন দেবের ঈশ্বর !
যদি চাও দেবের মঙ্গল,
অনুগত ভৃত্য সাজি, প্রাণপণে
প্রিয়কার্য্য সাধিয়া তাহার
আগে কর স্নেহ আকর্ষণ।
তারপর ধীরে ধীরে নমুচি দানবে
মিত্রতার ছদ্মবেশে নিয়ে যাও
দুষ্কৃতির পথে।

ইন্দ্র। শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।
হে নারায়ণ ! যদিও ভক্তের সুকর্ম্মের
তরে বিশ্বজয়ী বরদান করিয়া দানবে
পরাজিত করায়েছ দেবতা নিকরে
লোক পিতামহ ; তথাপিও মুক্ত কণ্ঠে
করিব স্বীকার, তব সম কেহ নাই ভালবাসে
দেবের সমাজে।

নারায়ণ। শোন দেবের ঈশ্বর !
শক্তিমান কশ্যপের মহাবীর্য্যে
দনুর গর্ভেতে জন্মিয়াছে

নমুচি দানব !
তাহারে মজাইতে পাপের পথেতে
একা তুমি না হবে সক্ষম,
তাই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে
মায়া নারী এক। যাহার ছলনে
আজি পাপ ক্রিয়া সাধিবে নমুচি।
হে বিরিঞ্চি, দেবের কল্যাণ তরে
সৃষ্টি করি মায়া নারী দেহ দেবরাজে !

ব্রহ্মা। যথাদেশ দেব ! কোথা আছ মাতা
মহামায়া ! তোমার মায়ার ভাণ্ডার হ'তে
পাঠাও এক মায়া নারী দেবের কল্যাণে !
(কমণ্ডুল বারী নিক্ষেপ করতঃ) সৃষ্ট হও
অপূর্ব্ব সুন্দর কান্তি
সুকুমারী নারী !

মায়ানারী আসিয়া প্রণাম করিল

মায়ানারী। প্রণিপাত শ্রীচরণে সৃজক মহান,
প্রণাম লহগো পালক শ্রীহরি !
কহ কি কারণে কিঙ্করীরে করিলে স্মরণ ?

নারায়ণ। মায়া নারী, যাও মাতা ইন্দ্র সাথে
নমুচি দানব পাশে, মায়া মোহে ছলিতে
তাহারে ! মমতা নাম গ্রহনিয়া
বিবাহ করিয়া ধীরে ধীরে
পাপ পথে নিয়ে যাও তারে।

মায়ানারী। যথাদেশ গোলক বিহারী !

ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
চলিবার শক্তি আছে কার ?
নমুচি দানবের ধ্বংস ইচ্ছা মাগিয়াছে
যবে অন্তরে তোমার,
কোথা আছে শক্তি তার
মুক্তি পেতে ধ্বংস হ'তে ?
ধর পুনঃ দাসীর প্রণাম !
চলিলাম নমুচির পাশে,
দানিয়া নারীত্ব মোর,
ইচ্ছা পূর্ণ করিব তোমার।

ইন্দ্র। শ্রীহরি ইচ্ছার সাথে জড়িত
রয়েছে মায়া দেবতার স্বার্থ।
মুক্তি দিতে দেবগণে ভিক্ষুকত্ব
হতে, চল বালা চল সাথে
রন্ধ্রে, রন্ধ্রে ঢালিয়া গরলরাশী।
জর জর করি বিষের
দহনে দানবজাতিরে,
মোর চিরশত্রু দানবেরে
ধীরে ধীরে মায়া মুগ্ধ করি তুমি
ডুবাইতে পাপের পঙ্কিল পঙ্কে,
আর আমি দানব সাম্রাজ্যের
মূর্ত্তিমান হাহাকারে টানিয়া
আনিয়া, দানবের
ধ্বংস যজ্ঞানল জ্বালিব উল্লাসে।

[মায়ানারী সহ প্রস্থান।

ব্রহ্মা। এ কি লীলা তোমার শ্রীহরি ?
একান্ত নির্ভরশীল ভকত
নমুচি, কিবা অপরাধ করিয়াছে
শ্রীচরণে তব, যার তরে
হেন আয়োজন করি পাঠাইলে
দেবেন্দ্রেরে মায়া কন্যা সাথে ?

নারায়ণ। পরীক্ষা করিতে নমুচি দানবে
করিয়াছি হেন আয়োজন।
এই মহা পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হইতে
পারে ভকত তোমার.
তাহলে তো গোলক বৈকুণ্ঠপুরে
পাইবে আশ্রয়।
আর যদি মরে মায়া কন্যার
মায়ায়—লিপ্ত হয়ে ব্যভিচারে,
তথাপিও জগতের বুকে
অক্ষয় অমর হয়ে রহিবে বিরিঞ্চি
নমুচির নাম।

ব্রহ্মা। ইচ্ছাময়, কে বুঝিবে কি গুঢ় উদ্দেশ্য
পূরণে, করিলে এ লীলার সূচনা ?
যন্ত্রি তুমি—যন্ত্র পুত্তলিকা সম
যে দিকে ফিরাবে যারে,
সেইদিকে ফিরিতে হইবে তারে চালনে তোমার!
আমি যাহা সৃষ্টি করি,
ধ্বংস ভোলানাথ যাহা করে
ধ্বংস তাণ্ডব নর্তনে,

সব কিছু তোমার খেয়ালে।
হে আদি স্রষ্টা পুরুষ সুন্দর
কোটি কোটি প্রণিপাত চরণে তোমার।

নারায়ণ। চল স্রষ্টা! অলক্ষে রহিয়া
নেহারিব দুইজনে, মায়ার মোহিনী
মায়া পাশরিতে পারে কিনা
নমুচি দানব। কোথা মহাজ্ঞান,
সাজাও সুরম্য রথ নিয়ে যেতে ধরাধামে
ব্রহ্মা, নারায়ণে—

গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ

জ্ঞান। গীত।

এস, এস, মহারথি
আরোহিতে মানুষ রথে।
সারথি এ জ্ঞান চালাইবে রথ
বায়ুবেগে ব্যোম পথে॥
অশ্বরূপে জোড়া আছে রিপু ছটা
সাধন বল্গা অশ্বমুখে আঁটা
বিবেক কষায় চালাব হে রথ
তুমি রবে যবে সাথে॥

[গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দানব রাজোদ্যান

কথা কহিতে কহিতে বিপ্রচণ্ডি ও গোকর্ণের প্রবেশ

গোকর্ণ। দেখ দেখ বিপ্রচণ্ডি, কেমন ধা করে বরাত ফিরে গেল!

বিপ্রচণ্ডি। তোর বরাত যে ফিরে যাবে সেটা আমি আগে থাকতেই জানতুম।

গোকর্ণ। কি করে জানতিস?

বিপ্রচণ্ডি। মানে, আমি একটু আধটু জ্যোতিষবিদ্যা জানি কিনা, তাই তোর কপালটা বহুদিন থেকে দেখ্‌ছি চক-চক করে জ্বলছিল।

গোকর্ণ। এঁ্যা, মাইরী বলছিস চক চক করে জ্বলছিল?

বিপ্রচণ্ডি। এই তোর মাথায় হাত দিয়ে বলছি, একেবারে হিরের মত চক চক করে জ্বলছিল।

গোকর্ণ। হুঁ—হুঁ বাবা, ওরকম না জ্বললে রাতারাতি বরাত ফিরে যায়?

বিপ্রচণ্ডি। যে সে কথা নয়, রাজার শালা—তার বেলায় হিরে-মুক্তোর ডালা, আর বাবার ভাই কাকা—তার বেলায় সব ফাঁকা।

গোকর্ণ। হেঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ তুই অনেক কথা জানিস ত বিপ্রচণ্ডি!

বিপ্রচণ্ডি। তোকেও শিখিয়ে দোব। তুই এবার থেকে একটা চেষ্টা কর দেখি!

গোকর্ণ। কি চেষ্টা?

বিপ্রচণ্ডি। তোর বোনকে ফুসলে ঐ কালেশ্বর ব্যাটাকে তাড়াবার চেষ্টা কর দেখি!

গোকর্ণ। উঁহু, সেটা হবে বলে মনে হয় না।

বিপ্রচণ্ডি। কেন ?

গোকর্ণ। কালেশ্বরকে ওরা গুরুর মতন খাতির করে, ওকে তাড়াবার কথা বল্লে, শেষে যদি স্বরমা আমাকেই তাড়িয়ে দেয় ?

বিপ্রচণ্ডি। আরে দুর বোকা! একেবারেই তাড়াবার কথা বল্‌বি কেন ? এক একদিন এক একটি রকম দোষ বার করবি, একদিন হয়তো বল্লি—কালেশ্বর তোর ঘাড় ধরেছে—একদিন হয় তো বল্লি থাপ্পড় মেরেছে, এই রকম এক একটা অপরাধ বলে তোর বোনের মন ওর উপর বিষিয়ে তুলে, তারপর তাড়াবার কথা বলবি।

গোকর্ণ। ওঃ—বিপ্রচণ্ডি তোর যা বুদ্ধি, আমি রাজা হ'লে তোকে মন্ত্রী করে দিতুম।

বিপ্রচণ্ডি। হবে হবে, ধীরে ধীরে সব হবে, কোন আশা তোর অপূর্ণ থাকবে না : একবার যখন রাজার শালা হ'তে পেরেছিস, দুদিন পরে রাজাও হয়ে যাবি!

গোকর্ণ। দুর তুই যে কি বলিস ?

বিপ্রচণ্ডি। আচ্ছা কি যে বলছি, তখন বুঝতে পারবি, যখন রাজ সিংহাসনটায় গ্যাঁট হয়ে চেপে বসবি।

গোকর্ণ। দুর তা কি করে হবে ?

বিপ্রচণ্ডি। আপনি হবে, আপনি হবে, ওরে তোর কপালটা ঐ ত এখনো হিরের মতন চক চক করছে।

গোকর্ণ। এঁ্যা, করছে না কি—মাইরী ?

বিপ্রচণ্ডি। মাইরী কালীর দিব্বি।

গোকর্ণ। দাঁড়া—দর্পণ এনে দেখি কি রকম চক চক করছে!

প্রস্থানোদ্যত

বিপ্রচণ্ডি। (হাত ধরিয়া) উ হু, তুই তো দর্পণে দেখতে পাবি না

গোকর্ণ। কেন ?

বিপ্রচণ্ডি। তুই তো জ্যোতিষবিদ্যা মানিস না, দর্পণে তুই দেখবি, যেমন কপাল তেমনই কপাল, ঐ চকচকানীটা আমি বা যারা জ্যোতিষ বিদ্যে জানে তারা দেখতে পাবে।

গোকর্ণ। (বিমর্ষ হইয়া) যাক গে, না পাই না পাব। তা হলে কপালটা আমার এখনো চক চক করছে, কি বল ?

বিপ্রচণ্ডি। নিশ্চয়, আমার জ্যোতিষ বাক্য মিথ্যে হবে না।

সুরমার প্রবেশ

গোকর্ণ। এই যে সুরমা শুনিছিস—আমার কপাল এখনো চক চক করছে ?

সুরমা। তাই নাকি ? এ কথা কে বলছে ?

বিপ্রচণ্ডি। তা হলে আমি এখন যাই রে, গোকর্ণ একবার সুরমাকে শুনিয়ে যা।

সুরমা। সুরমা শুনতে চায় না, তুমি যেমন বোকা ও তোমাকে তেমনি বোঝায়।

গোকর্ণ। কি—আমি বোকা ? জানিস—আমার কপাল এখনো হিরের মত চক চক করছে। দুদিন পরেই রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসব।

সুরমা। হুঁ—তাহলে বোকার মাথায় বিদ্রোহের নেশাও ঢোকাবার চেষ্টা হচ্ছে। শোন বিপ্রচণ্ডি ! আবার যদি কোন দিন আমার বোকা ভায়ের সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেখি, তা হলে অন্ধকার কারাগারেই স্থান গ্রহণ করতে হবে তোমাকে।

গোকর্ণ। সুরমা—সুরমা। বিপ্রচণ্ডি, আমার উপকারী বন্ধু। ওকে কি বলছিস।

সুরমা। ওকে যা বলা উচিত তাই বলছি। শোন দাদা, যদি আমার

সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চাও, তা হলে এই বিপ্রচণ্ডির সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে।

গোকর্ণ। দূর তুই কি বলছিস? নিশ্চয় তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সুরমা। হ্যাঁ হয়েছে, সেইজন্যই তোমাকে বিপ্রচণ্ডির সঙ্গ ত্যাগ করাতে চাইছি। এখনো যে দাঁড়িয়ে রইলে নির্লজ্জের মত? যাও উদ্যান থেকে—আর কখনো যেন দাদার সঙ্গে না দেখি।

বিপ্রচণ্ডি। এত তেজ তোমার থাকবে না সুরমা। অদৃষ্ট বলে আজ হয় তো দানব সম্রাজ্ঞীর আসনে বসেছ। কিন্তু, এমন একদিন আসবে, যেদিন চোখের জল ফেলে পথে পথে ভিক্ষে করতে হবে।

সুরমা। সে দিনও তোমার করুণা ভিক্ষা করতে যাব না। যাও—চলে যাও সামনে থেকে, নইলে প্রহরী ডেকে অপমান করিয়ে বার করে দেব।

বিপ্রচণ্ডি। কি এতদূর? তবে শুনে রাখ দাম্ভিকা দানবি! আজকের এই অপমানের শোধ বিপ্রচণ্ডি কড়ায়-গণ্ডায় নেবে, পদে পদে তোমাকে অপদস্থ করবে, তোমায় সম্রাজ্ঞীর স্বপ্ন অচিরায় ভেঙ্গে দেবে।

প্রস্থানোদ্যত

সুরমা। বিদ্রোহী, বিদ্রোহী, কে আছ বিদ্রোহীকে বন্দী কর, বন্দী কর।

গোকর্ণ। কি করছিস? কি করছিস সুরমা?

বিপ্রচণ্ডি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—দিনে স্বপ্ন দেখছে, তোর বোন সম্রাজ্ঞীর আসনে বসে দিনে স্বপ্ন দেখছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান

সুরমা। অসহ্য, সামান্য প্রজার শ্লেষবাণী—অসহ্য।

গোকর্ণ। কেন তুই আমার বন্ধুকে অপমান করলি, বল তো সুরমা?

সুরমা। দোহাই দাদা, মাথায় আগুন জ্বলছে, এ সময় আমাকে বিরক্ত কর না। যাও তোমার কাজে যাও।

গোকর্ণ। সুরমা—

সুরমা। আঃ—যাও।

[গোকর্ণের সভয়ে প্রস্থান

এত স্পর্দ্ধা বিপ্রচিত্তির! যাকে নখে টিপে মারা অতি সহজ, সে কিনা! না, না, ওকে বাড়তে দিতে হবে, দেখি কি ক্ষতি করতে পারে আমার।

নমুচির প্রবেশ

নমুচি। এ কি দানব সম্রাজ্ঞী!
অসময়ে তুমি উদ্যানে আসিয়া
বসে আছ নিরজনে একাকী
কি হেতু?
হয়েছে কিছু জনকের সাথে?

সুরমা। কলহ কেন বা হবে জনকের সাথে?
অভাব তো কিছু তুমি রাখনি সম্রাট,
আজি মম সম ভাগ্যবতী কেবা
আছে ত্রিলোকের মাঝে?

নমুচি। কেন তবে একাকিনী বিষন্ন বদনে
বসেছিলে হৃদয় তোষিণী?

সুরমা। বসেছিনু তোমার চিন্তায়।
বেশ আছি কলহাস্য মুখরিত
অন্তঃপুর মাঝে, যেন অকস্মাৎ কি
এক অজ্ঞাত আতঙ্কে শিহরিত
হয় হিয়া মোর!

যেন ভয় হয় আমার এ
বাহুর বন্ধন ছিঁড়ে কে যেন তোমারে
নিয়ে যায় বহুদূরে সৃষ্টির বাহিরে।

নমুচি। কেন অকারণ চিন্তা প্রিয়ে?
তোমার ও কোমল ভুজবল্লীর
আবেষ্টনি দিয়ে বাঁধিয়াছ
নমুচি দানবে, কার সাধ্য ছিন্ন
করি লয়ে যায় তারে?

সুরমা। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত সুরমা।
বস নাথ ক্ষণকাল সুরম্য উদ্যানে।
সারাদিন রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত
তুমি! সুমধুর মলয় সেবনে
কর শ্রান্তি দূর! যাই আমি
অন্তঃপুরে, আয়োজন করিবারে
পরিচর্য্যার তব।

[প্রস্থান

নমুচি। শান্তির অমিয় ধারা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
নমুচিরে করিয়া বরণ, সাজায়েছে
ভাগ্যবান তারে।

নেপথ্যে নারীর আর্ত্তনাদ উঠিল

নেপথ্যে। রক্ষা কর, রক্ষা কর,
নারীত্ব আমার।

নমুচি। একি! কোন জন করিতেছে
নারী নির্য্যাতন?
কেবা সেই দুঃসাহসী জন
নমুচি সাম্রাজ্যে করে নারী নির্য্যাতন

অপরূপ সজ্জিতা মায়ানারীর দ্রুত প্রবেশ

মায়ানারী। [পদতলে পড়িয়া] **রক্ষা কর, রক্ষা কর,**
নারীত্ব আমার।

নমুচি। নাহি ভয় ওগো নারী
ত্রিভুবনে নাহি হেন শক্তিমান,
নমুচির সম্মুখেতে অনায়াসে
করে যাবে নারী অপমান।

মায়ানারী। তুমি নমুচি দানব ?
শুনিয়া তব বীরত্ব গাথা
আসিতেছি বহুদূর হ'তে।

কটাক্ষে চাহিল

নমুচি। কেন কেন কিবা প্রয়োজন
নমুচি দানবে ?

মায়ানারী। আছে বহু প্রয়োজন নবীন দানব।
তোমার গৃহের সম্মুখে গুপ্তভাবে
বসেছিল মায়াবী দেবতা এক,
যেই আমি জিজ্ঞাসিনু কোনদিকে
সম্রাট নমুচি গৃহ, অমনি কহিল
পাপী, নমুচি দানবে কিবা প্রয়োজন ?
তার চেয়ে রূপবান গুণবান
দেবতা রয়েছে ধনি সম্মুখে তোমার।
তারপর কি কহিব দানব ঈশ্বর
পাষণ্ড লম্পট, পেলব কুসুম সম
এই ভূজ বল্লরী ধরি—

নমুচি। কহিতে হবে না আর!
জানি বালা, এই পাপে দেবগণ
পরাজিত হয়ে মম পাশে
ঘুরিতেছে যাযাবর সম।
হ্যাঁ কহগো রমনী
কোন প্রয়োজনে আসিয়াছ
ভেটিবারে নমুচি দানবে

মায়ানারী। [কটাক্ষপাতে] প্রয়োজন? কি বলিব মহারাজ
প্রয়োজন কি আছে আমার?

নমুচি। হেরিতেছি অবিবাহিতা কুমারী তরুণী,
কোন কুলে লভেছ জনম?
কেবা আছে সংসারে তোমার?
একাকী কেন বা ভ্রম পথে পথে
নারী?

মায়ানারী। শোন হে সম্রাট।
দানব কুমারী আমি, পিতৃ-মাতৃহারা
একমাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা আছে মোর
সংসারের মাঝে, একাকিনী আমি নই
তোমার সমীপে, সাথে আছে
অগ্রজ আমার।

নমুচি। অগ্রজ রহিতে সাথে
চৌর দেবতা অগ্রসর হয়েছিল
অপমান করিতে তোমায়?

মায়ানারী। হে সম্রাট, অতি কুদর্শন অগ্রজ
আমার, সেই হেতু দূরে

অবস্থান করি প্রেরিলেন আমারে
এখানে।

নমুচি। কুদর্শন, সুদর্শন, সব কিছু
বিধাতা রচিত তার তরে
লজ্জা কিবা তাঁর ?

মায়ানারী। যে উদ্দেশ্যে পাঠায়েছে আমারে
এখানে, সে কার্য্য হয় ত' বা
ব্যর্থ হয়ে যাবে, সেই হেতু
আপনি না আসি তোমার
সমীপে, পাঠায়েছে একাকিনী মোরে।

নমুচি। কি উদ্দেশ্যে এসেছ কুমারী ?

মায়ানারী। (কটাক্ষপাতে) যে উদ্দেশ্যে নদী ছোটে
সাগর মিলনে, যে উদ্দেশ্যে
রক্তবর্ণ মেঘ হেরি চাতকিনী ছোটে
তার প্রিয়র সন্ধানে, যে উদ্দেশ্যে
কুরঙ্গি নাচিয়া নাচিয়া ছোটে কুরঙ্গ সন্ধানে।
যদি বলি সেই উদ্দেশ্য লয়ে
আসিয়াছে এ কুমারী সুকুমার দানব সকাশে ?

নমুচি। (যেন মুগ্ধ হইল) কুমারি !

মায়ানারী। বিদূরিতে কৌমার্য্য আমার
ধর হাত ওগো সুন্দর তরুণ।

নমুচি। (বিহ্বলের ন্যায় হাত ধরিয়া) সুন্দরী ললনে।

মায়ানারী। আমারে তুলিয়া দিতে
তোমার বুকের 'পরে,
এসেছি যে ওগো প্রিয়তম।

নমুচি। আমিও আকুল পরাণে
ছিনু বুঝি প্রিয়তমে তব প্রতীক্ষায়।

মায়ানারী নিজের দেহলতা নমুচির বক্ষে এলাইয়া দিল

মায়ানারী। তবে করহ প্রতিজ্ঞা প্রিয়,
শত অপরাধেও ত্যজিবে না মোরে!

নমুচি। ইষ্ট দেব বিরিঞ্চির নামে করিনু
প্রতিজ্ঞা, শত অপরাধেও ত্যজিব না
কোনদিন তোমারে সুন্দরী।

মায়ানারী। যখনি যাহা চাহিব তোমার সকাশে
তখনই সে আশা মোর
করিবে পূরণ ?

নমুচি। করিনু প্রতিজ্ঞা যখনি যা
চাহিবে সুন্দরী, অকাতরে তাহা
আমি করিব প্রদান।

মায়ানারী। তবে এসো ওগো তরুণ সুন্দর,
যৌবন-তরঙ্গ দোলায় নাচিতে
নাচিতে, দুজনে এক হ'য়ে যাই!

ছদ্মবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ তাহার একটি চক্ষু কানা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো,
একটি বড় গজদন্ত ও কুৎসিত দর্শন

ইন্দ্র। মমতা! মমতা! বহুক্ষণ এসেছিস
ভগ্নি, না হেরিয়া তোরে
আমিও উদ্বিগ্ন চিত্তে আসিয়াছি
নিতে সমাচার।

মায়ানারী। এতদিনে আশা মোর মিটেছে

অগ্রজ! ছিল যে প্রতিজ্ঞা মোর
একমাত্র নমুচি দানব ভিন্ন
অন্য জনে করিব না বিবাহ কখনো,
দেখ, মিটিয়াছে সে কামনা মোর
তরুণ দানব সম্রাট দানিয়াছে
চরণে আশ্রয়।
এইবার সম্প্রদান কর দাদা,
উপযুক্ত পতির করেতে।
আদরিণী ভগিনীরে তব।

ইন্দ্র। বেশ, বেশ। কিন্তু শুনিয়াছি
এক পত্নী আছে সম্রাটের।
অতএব হয়তো বা দুদিন পরে
যৌবনের আশা মিটে গেলে
তাড়াইয়া দিবে তোরে করি অনাথিনী।

নমুচি। ইষ্টদেব ব্রহ্মনামে করিয়া প্রতিজ্ঞা
কহিতেছি আমি, শত অপরাধ
হেরি ত্যজিব না ভগ্নীরে তোমার!

ইন্দ্র। সাধু-সাধু—অতি সাধু বচন তোমার।
এস হে দানবের নবীন সম্রাট,
সম্প্রদান করি এস তব করে
একমাত্র ভগিনীরে মোর।

মায়ানারীর হাত নমুচির হাতে তুলিয়া দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুরমার প্রবেশ

সুরমা। দানব সম্রাট—একি—একি।

অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিল

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নমুচি। (এতক্ষণে চেতনা ফিরিয়া আসিল)
এঁ্যা—একি সুরমা—

সুরমা। হ্যাঁ, অভাগিনী সুরমা তোমার!
একি হেরি হে স্বামী—কেন
সুন্দরী রমণী কর করেছ ধারণ?

ইন্দ্র। বিবাহ করেছে পুনঃ সম্রাট নমুচি
একমাত্র ভগিনীরে মোর!

সুরমা। সত্য হে সম্রাট?

নমুচি। এঁ্যা—সত্যিই কি বিবাহ করেছি?

ইন্দ্র। ক্ষণপূর্ব্বে ইষ্টনামে প্রতিজ্ঞা
করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া রাজা,
গ্রহণ করেছ পাণি একমাত্র
আদরিণী ভগিনীর মোর।

সুরমা। ক্ষণপূর্ব্বে আমারে যে সান্ত্বনা
দানিয়া, কহেছিলে ওগো পতি,
আমার এ ভুজ বল্লরীর
আবেষ্টনী হতে কেহ পারিবে না
ছিন্ন করিয়া নিয়ে যেতে তোমায়?
কহ সে কথা কি ছলনা তোমার?

নমুচি। কি কহিব সুরমা তোমারে?
কহিবার ভাষা না জোগায়।
যেন স্বপ্ন সম শুনিলাম নারী কণ্ঠস্বর
স্বপ্ন মাঝে এল নারী
সম্মুখে আমার, স্বপ্ন মাঝে

করায়ে প্রতিজ্ঞা তুলে দিল
আপনারে আমার করেতে,
স্বপ্ন সম অগ্রজ তাহার
মিলাইলা কর মোর এই নারীর করেতে।

সুরমা। ভুলিয়া মোহিনী মায়ায়
সুরমারে সাজাইলে সর্ব্বহারা
অভাগিনী সংসারের বুকে ?

কালেশ্বরের প্রবেশ

কালেশ্বর। কালেশ্বর রহিতে জীবিত
কার সাধ্য সর্ব্বহারা অভাগিনী
সাজাইবে ভগিনীরে তার ?
একি দানব সম্রাট !
কেবা এ সুন্দরী নারী আর
কোনজন কুৎসিত দর্শন এই ?

নমুচি। নূতন সম্রাজ্ঞী এই
সুন্দরী রমণী আর—

কালেশ্বর। কি কি কহিলে কহ পুনর্ব্বার !
কোষবদ্ধ রক্তপায়ী অসি মোর
এখনও হয়নি চঞ্চল, এখনও
সম্রাটত্বের দিতেছি সম্মান,
এখনও কালেশ্বর আনে নাই
বক্ষে তার দস্যুর দৃঢ়তা।

নমুচি। কালেশ্বর! যদিও মোহের বশে
ভুলিয়া অতীত কথা, প্রতিজ্ঞা করিয়া

সুন্দরীর পাণি আমি করেছি
গ্রহণ। তথাপিও ভুলিও না
সম্রাট নমুচি কশ্যপ তনয়,
মোহবশে
আভিজাত্যে বিসর্জ্জন দেবে না
কখনো।

কালেশ্বর। কহ হে সম্রাট, কেন তুমি
ব্যথা দিয়া ভগিনী সুরমা প্রাণে,
এই সুন্দরীরে করিলে বিবাহ?

নমুচি। সম্রাট নমুচি তাহার কার্য্যের তরে
কৈফিয়ৎ দিবে না কাহারে।

কালেশ্বর। সাম্রাজ্যের হিত কামনায়
অবশ্যই দিতে হবে কৈফিয়ৎ
তোমারে সম্রাট।

নমুচি। না, না, একমাত্র ইষ্টদেবী ভিন্ন
পিতা কশ্যপেও কৈফিয়ৎ
দেবে না নমুচি।

কালেশ্বর। কশ্যপ জনক ত বহু উর্দ্ধে রাজা,
সেনাপতি কালেশ্বর
নেবে কৈফিয়ৎ

নমুচি। বৃত্তিভোগী ভৃত্য তুমি
সেনাপতি কালেশ্বর
তব মুখে হেন বাণী সহিব না কভু!
একদিন দানব জাতির কল্যাণে
উৎসর্গিত করি প্রাণ, গিয়েছিলে

দেবরণে নমুচির সাহায্য কারণ,
তারই তরে হেন স্পর্দ্ধার বাণী
উচ্চারিয়া নমুচি সকাশে এখনো
অক্ষত দেহে এখানে দাঁড়ায়ে।
কিন্তু, মনে রেখ স্পর্দ্ধিত দানব
সহ্যেরও সীমা আছে মোর।
পুনঃ যদি হেন বাণী শুনি
তব মুখে, পশু সম বন্দী করি,
বেত্রাঘাতে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত
করি—দূর করে দেব রাজ্য হতে।

[সদম্ভে মায়ার হাত ধরিয়া প্রস্থান

কালেশ্বর। আরে দাম্ভিক দানব !

তরবারি খুলিয়া পশ্চাৎধাবন করিতে গেলে সুরমা ধরিল

সুরমা। কালেশ্বর, দাদা—

কালেশ্বর। (সুরমার রক্তবর্ণ সীমন্তের দিকে দৃষ্টি পড়ায়)
হ্যাঁ-হ্যাঁ, বড় ভুল হয়ে গেছে ভগ্নী !
কালেশ্বর তীক্ষ্ণধার অসি রক্ত খেলায়
মত্ত হলে হয়তো বা মুছে যাবে
রক্তবর্ণ সিন্দুরের রেখা তোর
সীমন্ত হইতে। না, না, নাহিক উপায়
নাহিক উপায়—ওঃ ভগবান,
দস্যু কালেশ্বরে কেন বা দানিলে প্রভু
অযাচিত এই স্নেহমন্দাকিনীর ধারা ?
চল, চল ভগিনী আমার !

করে ধরি তোর, দানবের দ্বারে, দ্বারে
বলিয়া বেড়াব, যেন ভিখারীরে,
কেহ নাহি দেয় রত্নের সন্ধান,
যেন দয়াবশে কেহ তারে
নাহি দেয় গৃহ মাঝে স্থান,
যেন সরলতা দেখি,
আপন স্নেহের সামগ্রী তার
হাতে তুলে দিয়ে বসাইয়া
নাহি দেয় শাসক আসনে।

[সুরমার হাত ধরিয়া প্রস্থান

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—দানব নমুচি।
রন্ধ্রগত শনি সম প্রবেশিলাম
তোমার গৃহেতে! এইবার
জ্বালাব আগুন,
দাউ দাউ জ্বলিবে
ধ্বংস যজ্ঞানল সাম্রাজ্যে তোমার,
লেলিহান শিখা তার
স্পর্শিবে আকাশ
ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদে
ঝাঁপাইয়া পড়িবে তব আত্মীয়
বান্ধব, আর আমি সে দৃশ্য নেহারি
বুক ফাটা তৃপ্তির হাসিতে
কাঁপাইব ত্রিদিব মণ্ডল
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য পথ

কর্ক্কটির প্রবেশ

কর্ক্কটি। দূরে, বহু দূরে চল পতি পুত্রহারা
সর্ব্বহারা নাগিনী কর্ক্কটি,
আরো দূরে—আরো দূরে নেহারিবি
কামনার দীপালোক তোর।
আদি পিতা কশ্যপের ঘোর অবিচারে,
জ্ঞাতি, গোত্র, স্বজাতিয় নাগের সমাজ
অন্ধকারে ফেরে সদা যাযাবর সম,
চাস যদি তাহাদের সাজাইতে ভাগ্যবান
দানবের পাশে, কর্ম্মপথে সবে মিলি
হ'য়ে আগুয়ান।

গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ

জ্ঞান। গীত :

বিফল হবে সে আশা তব
মনের কামনা মিলাবে মনে।
দেবতা মানব পরাজিত রণে
আঁটিবে না নাগ তাহার সনে॥

আপনি বিধাতা দিলা তারে বর
গড়েছে অজেয় প্রকারে অমর।
নারায়ণে সে যে মুগ্ধ করেছে
পরীক্ষা দানিয়া সাধন ক্ষণে ॥

কে তুমি কে তুমি অজানা পুরুষ
আসিয়াছ সঙ্গীতের ছলে
নিরুৎসাহ করিতে আমারে ?
যাও, চলে যাও, সরে যাও সম্মুখ
হইতে, কর্কটির এ উদ্যমে বাধা
দানে হ'লে আগুয়ান,
মুহূর্ত্তে নিভিবে তব জীবন প্রদীপ !

জ্ঞান পুনরায় গাহিল

জ্ঞান গীত

হিতকথা আজি বিষবৎ গণি
হিতকামী জনে ফিরালে নাগিনী।
আপন গরলে মজিবে আপনি
হিংসায় না মিলে স্বাধীনতা ধনে ॥

[গীতান্তে প্রস্থান

কর্কটি। কেবা, কেবা এই অজানা পুরুষ
আমার মনের কথা জানিয়া
অজ্ঞাতে, ভগ্নোদম করিতে আমারে
আসিল এই নিবিড় কাননে ?

ছদ্মবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। মায়ারূপী দানবের চর ঐ
অচেনা গায়ক, জানে বহু দানবীয় মায়া।

কর্কটি। কে তুমি, কে তুমি কুৎসিত দর্শন ?

ইন্দ্র। আমি নমুচির নূতন আত্মীয়,
আত্মীয়ের ছদ্মবেশে ধ্বংসকামী তার।

কর্কটি। না বুঝিনু তাৎপর্য্য ইহার।
অনুমানি জাতিতে দানব ?

ইন্দ্র। দানব ? দানব ? না, না, কিবা
দিব পরিচয় ? দেবতা কি দানব
আমি অথবা কিন্নর, নাহি জানি
সত্য পরিচয়। আবাল্য কনিষ্ঠা
ভগিনী লয়ে ফিরিয়াছি পথে পথে
কাননে কান্তারে, ভিক্ষা অন্নে কাটায়েছি
কাল, আজি প্রতিহিংসা করিতে
গ্রহণ—সম্প্রদান করি তার করে
একমাত্র আদরিণী ভগিনীরে মোর,
আত্মীয়ের ছদ্ম আবরণে আশ্রয় নিয়েছি
প্রাসাদে তাহার, ধ্বংসস্তূপে ফেলে দিতে
দানব সাম্রাজ্য।

কর্কটি। আরো বিস্ময় সাগরে নিমজ্জিত
করিলে আমারে।
নাহি জান আপনার জন্ম পরিচয়,
নাহি জান কিবা জাতি, কোথায়
বসতি, অথচ কিবা অপরাধে প্রতিহিংসা
প্রবৃত্তির বশে, ভগিনীরে সম্প্রদান
করি নমুচিরে, প্রবেশিলে গৃহে তার
দানবের ধ্বংসমন্ত্র লয়ে ?

ইন্দ্র শুনেছিনু একদিন জ্যোতির্ব্বিদ মুখে
ঐ দানব নমুচির মাতা দনুর কারণে,
আমরা সর্ব্বহারা আজি।

কর্কটি দনুর কারণে!

ইন্দ্র হাঁ, নৃশংস দনুর
খেয়ালে আজি মাতৃপিতৃহারা মোরা
ভিখারী সমান ফিরি দেশ
দেশান্তরে। কি কহিব মাতা,
যেইদিন শুনিলাম এ কাহিনী
জ্যোতির্ব্বিদ মুখে, সেইদিন হ'তে
প্রতিহিংসা নেশা চাপিয়াছে
মস্তকে আমার। ফিরিতেছি সেইদিন
হতে, দনুর বংশের দীপ নিভাইয়া দিতে।

কর্কটি। দনুর বংশের দীপ নির্ব্বাণ করিতে
তুমি যথা ফিরিতেছ পথে পথে
প্রতিহিংসা লয়ে, আমিও ফিরিতেছি
সেই নেশায় মাতাল হইয়া।
শোন তবে দনুবংশধ্বংসকামী
অজানা বান্ধব, তোমার ও প্রতিহিংসানলে
বায়ু হয়ে আমি বৎস দানিব ফুৎকার,
চারিপার্শ্ব বেড়িয়া তুমি যাও
গ্রাসিবারে দানব সংসার,
উন্মত্তা চামুণ্ডাসমা—
খড়্গ দিয়া আমি একে একে
কেটে যাব দনু সন্তানগণে,

তুমি তাদের অসংখ্য অসংখ্য ছিন্নমুণ্ড
লয়ে, মালা গাঁথি এনে দেবে মোরে,
রক্তপায়ী রাক্ষসী সমান,
আমি খপ্পর ধরিয়া করে চারিদিকে
ঘুরিয়া বেড়াব, তুমি মোরে তৃপ্তি
দেবে, দানবের ছিন্নমুণ্ড ক্ষরণের
তপ্ত রক্ত ভরি দিয়া খপ্পর আমার।

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হা-হাঃ—দানব সাম্রাজ্য
মাঝে মহামার আসিল এবার।
চল তবে মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা মাতা,
জ্বালাইয়া লক্ষদীপ আগে আগে
চল তুমি দেখাইয়া পথ,
আমি যাব অস্ত্র করে
পশ্চাতে তোমার,
তুমি শোনাও ধ্বংসগীতি সপ্তস্বরে মাতি
আমি মাতা সেই স্বরের তালে তালে
নাচিব গো প্রলয় নাচন।
তুমি মাগো খপ্পর লইয়া করে,
তামসী কালিকা সমা তাথৈ তাথৈ
নাচি অট্টহাসে দিগন্ত কাঁপাও,
আর আমি দানবের অসংখ্য অসংখ্য
ছিন্নমুণ্ড হ'তে ক্ষরণের তপ্ত রক্ত
পিয়ায়িব খপ্পর ভরিয়া।

গীতকণ্ঠে পুনরায় জ্ঞানের প্রবেশ

জ্ঞান। গীত।

রক্ত নয় তার রক্ত নয় রে
আছে কালকূটে ভরা
সে শোণিত পরশে পড়িবি ঢলিয়া
আঁধার দেখিবি ধরা ॥
ছলে বলে তার ঘটে পরাজয়
গুপ্ত হত্যা উচিত ত নয়।
এ পথে রে তোর আসিবে না জয়
ঝরিবে অশ্রুধারা ॥

তরবারী হস্তে ঝড়ের মত উদয়কালের প্রবেশ

উদয়কাল। আরে দানবের চর, এখানেও বাধাদানে
এসেছিস দুষ্ট? মর তবে নাগ অস্ত্র মুখে—

তরবারীর আঘাত করিল, কিন্তু ব্যর্থ হইল

জ্ঞান। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।
ব্যর্থ ব্যর্থ তোর অসির চালন!

[অন্তর্ধ্যান হইল

উদয়কাল। একি—মায়াবী দেবতা কি ঐ
অজানা গায়ক!

ইন্দ্র। নহে দেবতা। দানবের গুপ্তচর
মায়াবী দানব—মায়াবিদ্যা জানে সবিশেষ।

উদয়কাল। কেবা তুমি কুৎসিত দর্শন?

কর্কট। নাগজাতির হিতকামী বান্ধব স্বজন।
শোন রে উদয়! এতদিনে দানব ধ্বংসের

স্থবর্ণ স্থযোগ মিলিয়াছে অদৃষ্টে মোদের।
সহায়ে মোদের, এই জন নিতে চায়
প্রতিশোধ নমুচির 'পরে।

উদয়কাল। সহায় সম্বলহীন, আশ্রয়বিহীন মোরা,
আমরাই চাহি কারো সহায়তা
নিতে, কি সহায় হইব আমরা
মাতা, হেন প্রতিহিংসাকামীর ?

ইন্দ্র। মাত্র আমার নির্দ্দেশ মত অতর্কিতে
আক্রমণ করিবে দানব রাজ্য
ব্যতিব্যস্ত করিতে নমুচিরে।
নাহি চিন্তা হে নাগ যুবক,
গোপনে যোগাব আমি অস্ত্রশস্ত্র
যাবতীয় নাগগণে !

উদয়কাল। তুমিই যাচিছ নাগ সহায়তা—
প্রতিহিংসা গ্রহণের লাগি,
তুমি কোথা পাবে এত অস্ত্র
দাঁড়াইতে দানব বিপক্ষে ?

ইন্দ্র। শোন হে যুবক
স্থন্দরী যুবতী ভগ্নীর মোর
রূপরাশি হেরি, মুগ্ধ দানব সম্রাট
প্রতিশ্রুতি দানি করেছে বিবাহ,
আমার ভগ্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
কভু না দানিবে বাধা,
এই স্থযোগের লইয়া সহায়
আমি এবে নমুচির প্রিয় যুক্তিদাতা।

সুতরাং মম 'পরে সমর্পিয়া সব ভার
নিশ্চিন্ত মনেতে করে সাম্রাজ্য পালন !
তাই কহি নাগের নায়ক
অকস্মাৎ কর তোমরা
রাজ্য আক্রমণ, গোপনে সাহায্য
দানিব তোমাদের যথাযুক্ত অস্ত্ররাশি
দানবের পরাজয় লাগি।

উদয়কাল। চমৎকার সুযুক্তি তোমার।
এস হে দানবের নবীন বান্ধব
অগ্নি সাক্ষ্যে মিত্রতা স্থাপি, নাগসেনা
সাজাব সানন্দে, নাগেদের উল্কাধ্বনি
কাঁপাবে মেদিনী, নাগেদের কণ্ঠোত্থিত
গভীর হুঙ্কারে, দানবের
বক্ষমাঝে জাগিবে কম্পন,
সমগ্র নাগের মিলিত বিষাক্ত নিশ্বাসে
জর্জ্জরিত হবে দনুবংশধরগণে।
নব জাগরিত নাগ রক্ত খেলায়
মাতিয়া উল্লাসে, দনুবংশ নাম
মুছে দেবে ধরাবক্ষ হ'তে।

[ইন্দ্রকে টানিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান

কর্কটি। হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ !
পতিপুত্র হত্যাকারী দানব জাতির
এইবার হইবে পতন।
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

প্রস্থানোদ্যতা ; বাধা দিয়া কশ্যপের প্রবেশ

কশ্যপ। কোথা যাও নাগিনী কর্কটি ?

কশ্যপ থাকিতে ধরায়
কার সাধ্য অকারণে নমুচির
করে সর্ব্বনাশ ?

কর্কটি। সরে যাও, সরে যাও পিতা,
পতিপুত্র শোকাতুরা নাগিনী
কর্কটি চলিয়াছে প্রতিশোধ আশে,
গতিপথে বাধা দানে হ'লে
আগুয়ান, উন্মত্তা রাক্ষসী সমা
পিতৃহত্যা করিব নিশ্চয়।

কশ্যপ। তাই কর, তাই কর ওরে
পাপিনী তনয়া! পিতৃ-রক্তে প্লাবিয়া
বসুধা, নিজেদের ধ্বংস পথ
কর আবিস্কার।

কর্কটি। এখনো কহিগো পিতা
সরে যাও ছাড়ি মোর পথ।
স্থিরকৃত সঙ্কল্প আমার,
দানব শোণিত অঞ্জলী পুরিয়া লয়ে
পতি পুত্রের অতৃপ্ত আত্মার
পবিত্র তর্পণ ক্রিয়া করিব সমাধা।

কশ্যপ। পতিপুত্র শোকাতুরা নাগিনী কর্কটি
কেন দানব শোণিত আশায়
অকারণ ছুটে গিয়ে, নাগ শোণিতে
স্নান করিবি বসুধায় ?
যা—যা, ফিরে যা, ফিরে যা
ত্যজি এ হেন আকাঙ্খা,

কশ্যপে সাজায়ে নাগপুত্রহারা
অভিশাপ ধরিয়া শিরে।

কর্কটি। অভিশাপ? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—
এইবার হাসালে গো ঋষি,
আপনি রোপিয়া বীজ উর্ব্বর
ভূমিতে, করিলে না বারিদান
বর্দ্ধনে তাহার, এবে বিষফল
হেরিয়া সে বৃক্ষে, আসিয়াছ
ফলগুচ্ছ সাবধানে করিতে চয়ন।
যাও যাও একদর্শি ঋষি,
নিজে যবে বিষবৃক্ষ করেছ রোপন
নিজে তার বিষক্রিয়া কর অনুভব

প্রস্থানোদ্যতা

কশ্যপ। কোথা যাস—কোথা যাস
পতি পুত্র শোকাতুরা কন্যা?

কর্কটি। পতি পুত্র শোক জ্বালা নিবারিতে
ঋষি চলিয়াছি গাহিবারে
ধ্বংসগীতি প্রলয় গর্জ্জনে।

[প্রস্থান

কশ্যপ। না, না, নাহি দেব নাগিনীরে
বিষ উদ্গীরণে, ধাতার সাধের সৃষ্টি
করিতে বিলোপ।

নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। ধাতার সাধের সৃষ্টি রক্ষার কারণ
তুমি কেন চিন্তিত, হে ঋষি?

সে চিন্তা তো চিন্তামণি চিন্তয়ে আপনি।

কশ্যপ। একি—একি হেরি নয়ন সম্মুখে !
স্বপ্ন কিম্বা জাগরণে আমি,
সৃষ্টি রক্ষার চিন্তা লয়ে আপনি
কি চিন্তামণি পবিত্র করিতে ধরার
মাটী, আসিলেন মরত ভূমিতে ?

নারায়ণ। সত্যবাণী হে ঋষি, আসিয়াছি
সৃষ্টি রক্ষা তরে।

কশ্যপ। এইবার নিশ্চিন্ত কশ্যপ।
রিপুদাস কশ্যপের পাপক্রিয়ার
বিষময় পরিণাম হেরি চক্ষে অতি
ভয়ঙ্কর, সভয়ে অন্তরে অগ্রসর
হতেছিল সে বাধা দিতে নাগের বিপ্লবে।

নারায়ণ। নাগ বিপ্লবের মুখে বাধাদানে
কিবা হবে ফলোদয় ঋষি ?
প্রকৃতি খেয়ালে সৃষ্টি বুকে
বাধিবে বিপ্লব, পুনঃ প্রকৃতিই
সে বিপ্লবের অবসান ঘটাবে নিশ্চয় !
জেন ঋষি দেবতা ও নাগের
শত্রুতা মাঝে নমুচির হইবে পরীক্ষা।

কশ্যপ। লীলাময়, সকলই তো তোমার
রচনা, আদি পুরুষ গোলক বিহারী
অর্দ্ধ অঙ্গ পুরুষ তোমার,
অর্দ্ধ অঙ্গ প্রকৃতি সুন্দরী।
যাহা কিছু হেরিতেছি, হেরিব আবার

প্রকৃতির সাজান সংসার,
সমস্তই তোমার রচনা।

নারায়ণ। যাও ঋষি—আশ্রমে আপন
নারায়ণ নিজে নেবে সৃষ্টি রক্ষা ভার।

কশ্যপ। নাহি চিন্তা আর।
আসি তবে নারায়ণ
তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমিই সাধিবে
কশ্যপের কিবা তাহে আর।

[প্রণামান্তে প্রস্থান

নারায়ণ। ঐ কর্ম্মক্ষেত্র—ঐ কর্ম্মক্ষেত্র মোর;
হে কর্ম্মি—ধীরে ধীরে হও অগ্রসর।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দানব পুরী

ক্রুদ্ধ কাপিলাক্ষের প্রবেশ

কপিলাক্ষ। না, না, না সহিব হেন অত্যাচার
কৈ কোথায় নমুচি দানব ?
আসিয়া সম্মুখে মোর দিক কৈফিয়ৎ,
কি কারণে বাধা দিয়া মোর
ননীর পুতলী বক্ষে, পুনরায়
করিলি বিবাহ মূর্খ মজি রূপ মোহে?

স্বরমার প্রবেশ

স্বরমা। 　কে—কে—কার কণ্ঠস্বর।
একি পিতা—পিতা—

কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল

কপিলাক্ষ 　স্বরমা—স্বরমা—ওরে মোর
আনন্দদুলালী!

স্বরমা 　কেন পিতা আসিলে দেখিতে
তব অভাগিনী স্বরমায়—
না, না, তুমি যাও, তুমি যাও,
ওগো স্নেহের জনক!

কপিলাক্ষ 　আমি জানি, আমি জানি
ওরে মূর্ত্তিমতী ধৈরয প্রতিমা।
লুকাইয়া পিতৃপাশে নিজ মন ব্যথা
কেন মাতা নিরপরাধ সাজাইতে চাস,
পতিরে আপন?

স্বরমা 　পতি কিবা অপরাধ করিয়াছে পিতা?
স্বরমা তো বঞ্চিতা নহে গো জনক,
সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন হ'তে।
একাধিক পত্নী গ্রহণ তরে
নহে অপরাধী পতি মোর,
এত পিতা প্রকৃতি নিয়ম?

কপিলাক্ষ। 　প্রকৃতি নিয়ম! প্রকৃতি নিয়ম!
আমারে কি শিশু পেলি কন্যা,
যাহা বুঝাইবি অম্লানে বুঝিব তাহা?
ধর্ম্মসাক্ষে অগ্নি সাক্ষে করিয়া গ্রহণ,

আজি হতাদর করিতেছ একমাত্র
আদরিণী দুলালীরে মোর,
আর আমি পিতা হয়ে দূর হ'তে
হেরিয়া স্বচক্ষে চলে যাব নিরুত্তরে
বক্ষে চাপি কন্যা দুঃখ রাশি!

সুরমা। কন্যার সুখ দুঃখ তরে
দায়ী তুমি নহে তো জনক!
স্বেচ্ছায় সুরমা তব গিয়েছিল
তরুণ দানব পাশে উৎসাহ দানিতে
জাতির অধিনতা মোচনের লাগি,
সেই কালে দিয়েছিল মন প্রাণ
সে দানবে সুরমা দানবী,
আজি যদি সে দানের প্রতিদান
নাহি পায় সে, তার তরে অপরাধ
নহে কাহারো, সর্ব্ব অপরাধে অপরাধিনী
তনয়া তোমার।

কপিলাক্ষ। সর্ব্ব অপরাধে অপরাধী দস্যুক্রিয়াচারী
সেই কালেশ্বর দানব।
কেন—কেন সে দস্যুতায়
হরণ করিয়া নিয়ে গিয়েছিল
কন্যারে আমার? কেন সমাজের
বুকে দেখাইল হেন পশুর আচার?
কেন শান্তিময় সংসারে আমার
জ্বালাইয়া দাবানল করিল অঙ্গার?
সে যদি না সাধিত কন্যা হেন

অত্যাচার, সমাজের রক্ত চক্ষু শাসনের
ভয়ে, সম্প্রদান করিতে হ'ত না
তোরে নমুচির করে।

কালেশ্বরের প্রবেশ

কালেশ্বর। অতি সত্য বাণী তব প্রবীণ দানব,
কালেশ্বর যদি না হরিত কন্যারে
তোমার, অনুমানি নমুচি দানব
চিরদিন রহিত অজ্ঞাত তাহার।

সুরমা। কালেশ্বর—

কালেশ্বর সত্য, সত্য রে ভগিনী সুরমা
দস্যু ক্রিয়াচারী যবে ছিল কালেশ্বর,
নাহি ছিল কোন চিন্তা তার ;
কিন্তু, কিবা বিচিত্র বিধান বিধাতার
দস্যুমনে বহাইয়া স্নেহাধার,
টানিয়া আনিল তারে সমাজের বুকে।

গীত ;

নেপথ্যে গাহিল। আমি ভাসি আঁখি নীরে
উদাত্ত কণ্ঠে গাহিব তোমার জয়গান

ঐ ঐ আশে স্নেহের সুদৃঢ় শৃঙ্খল,
ওরে ঐ বালক কালেশ্বরের উত্তপ্ত
শোণিতে মিশায়েছে হিমানীর ধারা

গাহিতে গাহিতে পদ্মসূচির প্রবেশ

পদ্মসূচি। গীত ;

আমি ভাসি আঁখি নীরে
উদাত্ত কণ্ঠে গাহিব তোমার জয়গান।

আমি দিবানিশি শুনি বাঁশরী নিনাদ
সঁপেছি তোমারে মনপ্রাণ ॥
প্রকৃতির বুকে সেরূপ নেহারি
ধূলিকণা সাথে মিশে আছ হরি।
ব্যথাতুর জনের মুছি আঁখিবারী ॥
দাও হে প্রীতির দান ॥

কপিলাক্ষ এ হেন গুণের পুত্র সংসারে যাহার,
প্রেম-প্রীতিদানে নিঃস্ব
করি আপনারে, সানন্দ অন্তরে
স্বামী সেবা ব্রত লয়ে থাকিত
পার্শ্বেতে সহধর্ম্মিনী যাহার,
যাহারে সাজাইতে ভাগ্যবান
ত্রিলোকের মাঝে, পরম বান্ধব
আপনার সুখ দুঃখ হয়ে বিস্মরণ,
দস্যুতার হস্তদ্বয়ে ধরিয়া শাসন অসি,
সজাগ প্রহরী সম রয়েছে সাম্রাজ্যে,
তার কেন মতিচ্ছন্ন হইল এমন
একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তারে,
পরে এর সুবিচার করিব নিশ্চয়

সুরমা। তুমি কিবা সুবিচার করিবে জনক
কিবা আছে অধিকার তব ?

কপিলাক্ষ। ন্যায় নীতি বিচারের অধিকার
সকলের আছে রে তনয়া!
প্রজার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ তরে
রাজা যেথা করে রে বিচার
প্রজারও আছে যাতা সম অধিকার,

সুবিচার করিবারে স্বেচ্ছাচারী রাজার।

কালেশ্বর। ভ্রান্ত হে ধারণা তোমার।
কিন্তু, ভেবে দেখ সম্রাজ্ঞী জনক,
আজি যদি পার্থিব সুখের লাগি,
সম্রাজ্ঞী কল্যাণে সমগ্র প্রজার পাশে
সাজাইয়া অপরাধী দানব সম্রাটে,
এক যোগে প্রজা সাথে করিবারে সুবিচার
অগ্রসর হই মোরা প্রকাশ্য ভাবেতে,
সুনিশ্চয় রাজা সাথে বিরোধ
বাধিবে প্রজার অতি ভয়ঙ্কর ;
আর বিতড়িত দেবদল
লভিয়া এই সুবর্ণ সুযোগ
নবীন উদ্যমে পুনঃ রণসাজে
সাজি, বাজাবে যুদ্ধের দামামা
ত্রিলোকের বুকে।

কপিলাক্ষ। সাম্রাজ্যের হিত কামনায়
তুমি যদি শাসিবারে নাহি
চাও নমুচি দানবে, আমি কিন্তু,
ক্ষমিব না অবিচারী দানব সম্রাটে,
ধরিয়া শাসন কশা এইদণ্ডে যাব
কুহকিনী ছোটরাণীর অন্তঃপুরে
চাহিবারে ন্যায্য কৈফিয়ৎ।

সুরমা। না, না, যেওনা জনক—সম্রাট-
পাশে হতে হতমান।

কপিলাক্ষ। যদি তোর সুখের লাগি

শতবার হই হতমান
তাহাতেও দুঃখ নাহি পাইব
অন্তরে, ওরে স্নেহের দুহিতা !
একদিন যেই দানব উপবীত স্কন্ধে
ভিক্ষা পাত্র করে দ্বারে দ্বারে
ফিরিত নিয়ত, সেই কশ্যপ আত্মজ
আজি দানব জাতির সহায়তা
লভি বসিয়াছে দানবের রাজ সিংহাসনে,
একথা বিস্মৃত হইয়া
হইয়াছে লম্পট আচারী ;
সুনিশ্চয় শাসন করিব আমি
প্রজার দাবীতে ।

কালেশ্বর। সমগ্র প্রজার প্রতিভূ হ'য়ে
আমি তোমায় নিষেধি প্রবীন,
যেওনা সম্রাট সাথে বাধাতে
বিরোধ ।

কপিলাক্ষ সম্রাটের হিতকামী তুমি কালেশ্বর
অকল্যাণ আশঙ্কায় তার,
তুমি চাহ বাধা দিতে মোরে,
কিন্তু পিতার হৃদয় নিয়ে
বুঝিতে যদ্যপি, না পারিতে
হেন বাণী কহিতে আমারে।

সুরমা পিতার হৃদয় হ'তে কোন অংশে
কম ব্যথাতুর নহে ভ্রাতার অন্তর।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম স্নেহ করে

কালেশ্বর, তাহারে কহিয়া হেন
শ্লেষবাণী, কোন অধিকারে
একা তুমি প্রজার দাবীতে
চলিয়াছ সম্রাট সাথে করিতে বিরোধ ?

কপিলাক্ষ। অধিকার ? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ
চমৎকার, চমৎকার, অতি চমৎকার।
জন্ম হতে যেই কন্যায় পক্ষীর শাবক সম
বক্ষে লয়ে করেছি পালন, যার হাসি দেখিবার
আশে, চাপি বক্ষে দুঃখ শোক হেসেছি
অম্লানে, যাহার হরণে উন্মাদ সমান
ছুটিয়া ছুটিয়া, ঘুরিয়াছি কাননে কান্তারে,
আজি সেই স্নেহের দুলালী কন্যা
দুইদিন পতির সোহাগ লভি,
ভুলিয়া পিতৃ-মাতৃ স্নেহ
অনায়াসে রক্তচক্ষু দেখায় পিতারে,
অত্যাচারী পতির কল্যাণে।

সুরমা। অত্যাচারী, সুবিচারী—সে বুঝিবে
সুরমা আপনি ; তোমারে তো আবাহন
করি নাই পিতা—পতির বিরুদ্ধাচার
করিতে সাধন।
যাও, চলে যাও—এই দণ্ডে
চলে যাও দানব প্রাসাদ ত্যজি !
আমার পতির দেহে হানিতে
আঘাত যেইজন হবে আগুয়ান ;
শত্রুজ্ঞানে ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ অসি

বিপক্ষে তাহার—আমি নিজে
হব আগুয়ান।

কপিলাক্ষ। ওঃ—ভগবান, ভগবান—
তোমার শাসন অস্ত্র বজ্র ভয়ঙ্কর
সগর্জনে ফেলিতে পার নাই এই
সর্পিনী মস্তকে?
জগতের পিতা সব—শোন শোন,
কান পেতে শোন আজি কন্যার উত্তর!
ব্যথাহত পিতার বক্ষেতে অনায়াসে
পারে এরা দানিতে আঘাত,
তথাপি পতির পদেতে কুশাঙ্কুর
বিদ্ধ হ'তে দেয় না কন্যারা।
শুনে রাখ—শুনে রাখ পিতা সব,
জনমের পরক্ষণে কণ্ঠ চাপি
বধিও কন্যায়, কন্যারূপে
মায়াবিনী রাক্ষসী ইহারা
এদের বর্দ্ধনে অকল্যাণ হবে সমাজের
—অকল্যাণ হবে সমাজের।

[অর্দ্ধোন্মাদ সম ছুটিয়া প্রস্থান

কালেশ্বর। বাঃ-বাঃ অপরূপ দৃশ্য চমৎকার।
এই ধৈর্য্যগুণ বলে জগতের কাছে
চিরপূজনীয়া তোরা ভগিনী সুরমা।
জ্যেষ্ঠ আমি প্রণাম করিয়া
করিব না অকল্যাণ তোর,

তাই ভগ্নি করি আশীর্ব্বাদ
যেন জীবনের শেষ নিশ্বাস অবধি
থাকে তোর পতিপদে ভকতি অটল !

[প্রস্থান

পদ্মসূচি। মা—মা, কেন দাদু এসেছিল
প্রাসাদে মোদের ?
নিয়ে যাবে তোমারে আমারে
কি তাঁহার কুটিরে ?

সুরমা। কেন পদ্মসূচি, এ প্রাসাদে
কি ভাল নাহি লাগে তোর ?

পদ্মসূচি। লাগে, তবে ছোটমা বড় তিরস্কার
করে মোরে, ছোটমামা কুৎসিত
আকারি, দেখে তারে বড় ভয় হয়।

সুরমা। ভয় কিরে আনন্দ দুলাল ?
আমি আছি পাশে তোর
কিবা চিন্তা আর ?
আর বলি তোরে পদ্মসূচি
ছোটরাণীর অন্তঃপুরে
যাস না কখনো।

পদ্মসূচি। নাহি গেলে ছোট মার
অন্তঃপুরে, পিতারে পাই না জননী,
তুমি যে বলেছ নিত্য প্রণাম
করিতে পিতামাতার,
তোমরাই জাগ্রত দেবতা।

সুরমা। (কাঁদিয়া ফেলিলেন) পদ্মসূচি—ওরে গৌরবের

তনয় আমার, তোরই চাঁদ মুখ চাহি
এই দুঃসহ দুঃখ সহি আজও
বেঁচে আছি।

পদ্মসূচি। একি—কেন কাঁদিছ জননী ?

সুরমা। কাঁদিতেছি ? কৈ না।

অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া

এই অশ্রু দেখিতেছিস্ যাহা
সে তো মোর আনন্দের অশ্রু।
তোর গান শুনিয়া অবধি
বহিতেছে বক্ষমাঝে আনন্দ অপার,
সুধামাখা সুরে তোল বৎস
ও অমিয় কণ্ঠে সঙ্গীত ঝঙ্কার,
ভুলাইয়া দে মোরে সংসারের
কোলাহল হলাহল ভরা।

পদ্মসূচি পুনরায় গাহিল

পদ্মসূচি। গীত।

হলাহলে তুমি অমৃত করেছ
হাসি মুখে প্রাণ সখা।
ধরণীর ধুলা শুদ্ধ করেছ
দিয়া প্রহ্লাদে দেখা॥
যুগে যুগে এস লীলার কারণে
ভকতের মনে মিলাও আপনে।
করি পদ্মতলে অথবা কাননে
শিশুরে দিয়েছ দেখা॥

[উত্তরের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

দানব রাজোদ্যান

নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছিল, ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া মমতা আসিল। নৃত্য শেষে নর্ত্তকী চলিয়া গেল। এদিক ওদিক চাহিতে একটি কালবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃতি করিয়া বিপ্রচিত্তির প্রবেশ

মমতা। কে?

বিপ্রচিত্তি। আমি—আমি মহাদেবী!

আবরণ খুলিল

মমতা। ও তুমি?

বিপ্রচিত্তি। আজ্ঞে হ্যাঁ—সন্ধ্যার পর আপনি আমাকে উদ্যানে দেখা করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

মমতা। হাঁ! তোমার নাম কি বলেছিলে?

বিপ্রচিত্তি। বিপ্রচিত্তি।

মমতা। হাঁ—শোন বিপ্রচিত্তি! তোমার দাবীর কথা আমি শুনেছি।

বিপ্রচিত্তি। আজ্ঞে আপনার কাছে দাবী করবার স্পর্দ্ধা রাখতে পারি কি? এটা দীন প্রজার একটা বিনীত প্রার্থনা।

মমতা। ভাল কথা বলতেও জান দেখছি।

বিপ্রচিত্তি। আজ্ঞে, আপনার অনুগ্রহে—

মমতা। থাক ভণিতার প্রয়োজন নেই, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'রব।

বিপ্রচিত্তি। মহারাণী দেবী—করুণাময়ী!

মমতা। হ্যাঁ কি বলেছিলে? তোমার প্রার্থনা একটা মন্ত্রীর আসন?

বিপ্রচিত্তি আজ্ঞে হ্যাঁ।

মমতা। পাবে, কিন্তু আমার সর্ত্ত শুনেছ তো?

বিপ্রচিত্তি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মমতা। পারবে?

বিপ্রচিত্তি। আজ্ঞে চেষ্টার ত্রুটী হবে না।

মমতা। তুমি গোকর্ণের বন্ধু, যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর?

বিপ্রচিত্তি। আপনার ইচ্ছা মত শাস্তি দেবেন।

মমতা। উত্তম, যাও—প্রয়োজন মত সংবাদ দেব।

বিপ্রচিত্তি। যে আজ্ঞে!

প্রস্থানোদ্যত

মমতা। মনে রেখ আমাদের গোপন কথা প্রকাশ হলে, জীবন দিতে হবে। যাও।

[বিপ্রচিত্তির প্রস্থান

পদ্মসূচির প্রবেশ

পদ্মসূচি। মামা—মামা! কৈ মামা কোথা?

মমতা। তোর মামার এ উদ্যানে আসা নিষেধ তা জানিস না?

পদ্মসূচি। কৈ এ কথা তো জানি না, ছোট মা!

মমতা। জানিস না? হতভাগা ছেলে, আমার কাছে মিথ্যা কথা হচ্ছে?

পদ্মসূচি। মিথ্যে কেন বলব ছোট মা? সত্যি আমি জানিনা যে, মামার এ উদ্যানে আসা নিষেধ।

মমতা। আবার মিথ্যে কথা?

চপেটাঘাত করিলে ছুটিয়া গোকর্ণের প্রবেশ

গোকর্ণ। তুই আমার ভাগ্নেকে মারলি কেন?

মমতা। আবার এসেছিস উদ্যানে?

গোকর্ণ। আসব না ? তুই আমার ভাগ্নেকে মারলি কেন ? আগে ে কথাটা বল !

মমতা। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা উদ্যান থেকে।

গোকর্ণ। ওঃ—বেরিয়ে যা বল্লেই হল। এটা আমার বোনের বাগান, এখান থেকে তাড়িয়ে দেবার তুই কে ?

মমতা। বটে—আমি কে ? আচ্ছা এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

গোকর্ণ। কি বোঝাবি ? বলি তুই আমাকে কি বোঝাবি ? রাক্ষসীর মত এসে আমার অমন দেবতা বোনাইকে আগলে বসে আছিস, আমার এমন সোনার চাঁদ ভাগ্নেকে মারধর করছিস, আবার আমাকে বলছিস বোঝাব ? যা-যা রাক্ষসী, আমাকে বোঝাতে এলে তোদের ভাই বোনকে কুকুর শেয়ালের মত ঠেঙিয়ে মেরে ফেলব।

মমতা। কি—এত অপমান ? কে আছ এখানে ?

ছদ্মবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। কি হয়েছে, কি হয়েছে ভগ্নি ?

পদ্মসূচি। মামা, মামা, নিয়ে চল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল, নইলে ছোট মামা বড় মারবে।

গোকর্ণ। কি ? মারবে ! ও—মার সস্তা কিনা। কৈ মারুক দেখি ?

মমতা। এখনো বুঝতে পারছ দাদা, কি হয়েছে ?

ইন্দ্র। হুঁ ! এই গোকর্ণ—

গোকর্ণ। খবরদার এই গোকর্ণ বল্লে ভাল হবে না। আমি কি সম্মানে তোর চেয়ে কম নাকি যে, আমাকে এই গোকর্ণ বলছিস ?

মমতা। বুঝতে পারছ দাদা ? আমাদের অপমান করতে বড় রাণী ভাইকে ছেলেকে শিখিয়ে পাঠিয়েছে।

গোকর্ণ। আমার বোন তোদের মতন ছোট মনের মেয়ে নয়, তা

হলে কি তুই পাটরাণী হয়ে বসতে পারতিস ? এখন বল রাক্ষসী কেন তুই আমার ভাগ্নেকে মেরেছিস ?

মমতা। সে কৈফিয়ৎ তোর কাছে দেব না।

গোকর্ণ। তোর বাবাকে দিতে হবে।

ইন্দ্র। কি বল্লি হতভাগা ?

মারিতে গেল

গোকর্ণ। খবরদার, গায়ে হাত দিতে এলে, এক ঘুসিতে তোর গজ দন্ত ভেঙ্গে দেব।

মমতা। চলে এস, চলে এস দাদা, কুলটার ভায়ের কাছে এর চেয়ে, কি সদ্ব্যবহার আশা করবে আর ?

গোকর্ণ। কি—কি ?

পদ্মসূচি। তোমার মারধর সব সইতে পারব, কিন্তু মায়ের অপমান সইব না !

মমতা। কি করবি রে কুলটার পুত্র ?

পদ্মসূচি। মামা—মামা, একটা তরবারী এনে দাও, এখনি মাতৃ-কুৎসাকারিণীর জিভটা কেটে নেব।

মমতা। বটে রে কুলটানন্দন—

গলা টিপিয়া ধরিল

গোকর্ণ। ছাড়—ছাড়—ছেড়ে দে রাক্ষসী, নইলে—

কেশাকর্ষণ করিতে গেলে নমুচির প্রবেশ

নমুচি। গোকর্ণ—গোকর্ণ !

মমতা। সম্রাট—সম্রাট, আমার দুর্দ্দশা দেখ্‌ছ ?

নমুচি। হুঁ নিজ চক্ষে দেখলাম। তুমি কেঁদ না রাণী, আমি এখনি বিচার করব।

পদ্মসূচি। বাবা, বাবা, ছোট মা আমাকে—

নমুচি। চুপ কর।

গোকর্ণ। ধমক দিয়ে দাবালে চলবে না বোনাই রাজা, বিচার করতে হবে।

নমুচি। বিচার করব অর্ব্বাচিন। এত স্পর্দ্ধা তোর যে. সম্রাজ্ঞীর কেশাকর্ষণ করতে যাস ?

গোকর্ণ। কেন কেশাকর্ষণ করেছিলুম সেটা শোন আগে !

নমুচি। কোন কথা শুনতে চাই না, বড়রাণীর ভাই বলে তোকে ক্ষমা করব না। প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও নারী নির্য্যাতনকারী পাষণ্ড শাস্তি গ্রহণের জন্য !

গোকর্ণ। শাস্তি নিতে আমি রাজি আছি বোনাই রাজা ! কিন্তু তার আগে সব কথা শুনে বিচার কর !

নমুচি। কোন কথা শুনব না ; নমুচির রাজ্যে নারী নির্য্যাতনকারীর মার্জ্জনা নেই।

গোকর্ণ। মার্জ্জনা তো আমি চাই না বোনাই রাজা ! তবে এই রাক্ষসীর মায়ায় যদি আমাকে শাস্তি দাও, তাহলে ঐ উপরওয়ালা তোমাকে শাস্তি দেবে—তোমাকে শাস্তি দেবে।

ইন্দ্র। তাহলে সম্রাট এই অপরাধির শাস্তি ?

গোকর্ণ। আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে তোরাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস—পাছে তোদের সব কথা ফাঁস হয়ে যায়, না ? আমি তো শাস্তি নেব, কিন্তু, তার আগে তোর ঐ ভাঁটার মত চোখ দুটো উপড়ে নোব।

নমুচি। সাবধান অর্ব্বাচিন !

মমতা। সম্রাট ! আমাদের অপমান দেখবার জন্যই কি, এখনো একে শাস্তি দিচ্ছেন না ?

নমুচি। না, না, দেখ রাণী তোমার অপমানকারীর শাস্তি আমি তোমার সম্মুখেই দেব! কে আছ—

ইন্দ্র। আদেশ করুন সম্রাট!

নমুচি। এই মুহূর্তে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা এর চক্ষু উৎপাটন করে নাও!

পদ্মসূচি। (পদতলে পড়িয়া) বাবা,—বাবা—

নমুচি। স্তব্ধ হও।

গোকর্ণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওরে পদ্মসূচি—তোর বাপের চোখে ঠুলি পড়ে গেছে, এখন আপন জনকে আর চিনতে পারছে না।

ইন্দ্র। সরে যাও রাজকুমার।

পদ্মসূচি। না, না, আমি সরে যাব না। ছোট মামা তোমার পায়ে পড়ি, আমার মামাকে অন্ধ করে দিও না।

নমুচি। পদ্মসূচি—চলে যা এখান থেকে!

পদ্মসূচি। না, না, আমি মামাকে ছেড়ে যেতে পারব না! তোমার পায়ে পড়ি বাবা, মামাকে ক্ষমা কর!

নমুচি। আঃ—পদ্মসূচি যা!

গোকর্ণ। পদ্মসূচি—পদ্মসূচি! ঐ মহাপাপী বাপের পায়ে পড়িস না। তুই কাঁদিস নি বাবা—কাঁদিস নি। এ চোখ দুটো যাওয়াই ভাল, চোখের উপর তোদের দুর্দ্দশা দেখার চেয়ে, অন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক ভাল।

পদ্মসূচি। মামা—মামা!

গোকর্ণ। ভাবছিস কেন বাবা? আমি চোখে তোদের দেখতে না পেলেও বুকের মাঝে তোরা আঁকা আছিস, সেখানে দিনরাত দেখব। যা যা পদ্মসূচি, এখান থেকে চলে যা বাবা!

মমতা। কেন বিলম্ব করছ দাদা? আমি পদ্মসূচিকে ধরছি, তুমি সম্রাটের আদেশ পালন কর।

পদ্মসূচি। না, না, আমাকে ছেড়ে দাও ছোটমা, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও!

গোকর্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আয়, আয়, সম্রাটের পা চাটা কুকুর। তুলে নে আমার চোখ দুটো।

ইন্দ্র গোকর্ণের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইল

গোকর্ণ। ওঃ—এত যন্ত্রনা—এত যন্ত্রনা! পদ্মসূচি—পদ্মসূচি—

পদ্মসূচি। মামা—মামা, এ তোমার কি সর্ব্বনাশ করলে এরা?

গোকর্ণ। ভাল করেছে, ভাল করেছে, দিন দিন তোদের দুর্দ্দশা দেখতে পারব না বলেই বোধ হয় ভগবান, এদের দিয়ে আমাকে অন্ধ করিয়ে দে'য়ালে—

ছুটিয়া সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কে—কে—কে কাকে অন্ধ করে করে দিয়েছে?

পদ্মসূচি। মা—মা!

কাছে আসিল

গোকর্ণ। সুরমা—সুরমা—ওঃ—

সুরমা। এঁ্যা—তোমাকে—তোমাকে এরা অন্ধ করে দিলে? কেন—কেন—এই নির্ব্বোধ নিরক্ষর ভাইটা আমার আপনার কি অপরাধ করেছিল সম্রাট?

মমতা। এই প্রশ্নটা করবার আগে, তোমার নির্ব্বোধ ভাইটিকে জিজ্ঞাসা কর বড়রাণী, কি অপরাধে ও আমার কেশাকর্ষণ করতে এসেছিল?

সুরমা। আমার ভাইকে তোমার চেয়ে আমি বেশী চিনি ছোটরাণী, নির্ব্বোধ হলেও অকারণে কোন রমণীর অমর্য্যাদা করবার মত প্রবৃত্তি হবে না তার।

মমতা। নিজের ভায়ের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ বড় রাণী, কিন্তু তোমার পেটের ছেলেটিই তো কিছুক্ষণ আগে আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলে অপমান করেছে।

পদ্মসূচি। তুমি আমার মায়ের নিন্দে করেছিলে কেন, ছোটমা?

নমুচি। পদ্মসূচি থাম! বড়রাণী! সম্রাট বিচার করেছে, তার ভাল মন্দ বিচার করবার অধিকার নেই তোমার! তোমার ভাই রমণীর অপমান করেছ তারই দণ্ড দিয়েছি। যাও তোমার অন্তঃপুরে যাও।

গোকর্ণ। রাক্ষসীর মায়ার ঘোরে তোর স্বামীর বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে সুরমা! মিছিমিছি কেন তর্ক করছিস বোন? চল চল, আমার হাত ধরে নিয়ে চল, তোদের নিয়ে এই অবিচারী দানব রাজ-অন্তঃপুর ছেড়ে নিবিড় বনে গিয়ে বাস করব চল।

নমুচি। আমার বিনা অনুমতিতে দানব রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করতে পারবে না সুরমা।

সুরমা। ত্যাগ করব না পাষাণ, তোমার বিনা অনুমতিতে দানব রাজ অন্তঃপুর ত্যাগ করব না। চল দাদা, চল, আমি যে পতির চরণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, তাঁর গৃহ হতে স্বর্গে গিয়েও ত' তৃপ্তি পাব না।

গোকর্ণ। বাঃ—বাঃ, চমৎকার! চমৎকার! হে বিধাতা তুমি রমণীর জন্যে চমৎকার বিধান গড়েছ। হাত ধর বোন, হাত ধর। গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে, যে তোর মত স্বামীপরায়ণার ভাই আমি।

সুরমা। এস দাদা (গোকর্ণ হাত ধরিল) ছোটরাণী—আমার নির্ব্বোধ ভাইকে যে বিনাদোষে এই সাজা দে'য়ালে, সে জন্ম আমি একটিও আবেদন জানাব না বিধাতার চরণে। আমার স্নেহের পুতুল একমাত্র সন্তান এই পদ্ম-সূচির যদি শিরোচ্ছেদ কর, তাতেও ঐ উপরওয়ালার পায়ে এক ফোঁটা শোকাশ্রু নিবেদন করব না। কিন্তু, সাবধান, যদি স্বামীর পায়ে একটি কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হয়, তাহলে সতী সুরমার দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[সুরমা, পদ্মসূচি ও গোকর্ণের প্রস্থান

মমতা। এ কথার অর্থ কি সম্রাট? স্বামী কি বড়রাণীর একার? আপনার পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হলে কি এক বড়রাণীর প্রাণে বাজবে, আর আমি একটুও ব্যথা পাব না?

ইন্দ্র। ওর জন্য দুঃখ করিস না বোন! এ কথাটা বড়রাণী হিংসায় বলে গেছে।

মমতা। হিংসা! বড়রাণী আমাকে হিংসা করে, কৈ সম্রাট আমি তো বড়রাণীকে হিংসা করি না।

নমুচি। আঃ মমতা—আমাকে একটু শান্তি দাও! এলাম উদ্যানে একটু শান্তির আশায়—

কালেশ্বরের ছুটিয়া প্রবেশ

কালেশ্বর। সর্ব্বনাশ নমুচি দানব সাম্রাজ্যে
রাজা, আর তুমি প্রমোদ উদ্যানে
আসিয়াছ তরুণী পত্নীর সাথে
শান্তির আশায়?

নমুচি। কালেশ্বর! না করি ভনিতা
জানাও সত্বর, কিবা সর্ব্বনাশ
উপস্থিত সম্মুখে তোমার?

কালেশ্বর। বহুদিনের বিতাড়িত উপেক্ষিত
নাগজাতি, অকস্মাৎ একত্রিতভাবে
আক্রমণ করিয়াছে দানব রাজধানী।

নমুচি। সে কি! যাযাবর নাগজাতি
কোথা হতে পেল এ অস্ত্র,
যাহার সহায়ে আগুয়ান
দানব বিপক্ষে?

কালেশ্বর। মনে হয়—দানব রাজধানীর কোন

বিশ্বাসঘাতক গোপনে সাহায্য
করিয়াছে অস্ত্রের সম্ভার যাযাবর
নাগ সম্প্রদায়ে।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে চিৎকার উঠিল জয় নব জাগরিত নাগ জাতির জয়

ঐ শোন সদম্ভে তুলিছে সবে
নাগ জয়োধ্বনি ! এস ত্বরা এস
হে সম্রাট—বিলম্ব করিলে হবে
মহা সর্ব্বনাশ।

মমতা। শক্তিমান সেনাপতি কালেশ্বর
থাকিতে সাম্রাজ্যে, সম্রাট আপনি
যাবে নগন্য নাগের শাসনে ?

কালেশ্বর। নাহি গেলে সম্রাট আপনি
আজিকার নাগ যুদ্ধে, পরাজয়
অতীব নিশ্চয়,

নেপথ্যে পুনরায় জয়োল্লাস

ঐ শোন—ঐ শোন হে সম্রাট,
জয়ধ্বনি অতীব নিকটে
মনে হয় এইবার আক্রমণ
করিবে প্রাসাদ।

ইন্দ্র। নাহি চিন্তা হে সম্রাট !
নিশ্চিন্তে থাকহ তুমি অন্তঃপুরে
মমতার পাশে, আমি নিজে
চালাইয়া দানব বাহিনী
খেদাইব স্পর্দ্ধিত নাগের দলে !

কালেশ্বর। অজানা বিদেশী 'পরে করিয়া
নির্ভর, যদি নিশ্চিন্ত বিলাসে
রমণী অঞ্চলাশ্রয়ে কাটাও
সময়, তা হলে হে দানব সম্রাট—
সুনিশ্চয় পরাজয় কলঙ্ক বহিয়া
অধিনতার শৃঙ্খল পরিয়া নাগের সকাশে
ছেড়ে দিতে হবে তাদের সর্ব্ব অধিকার।

নমুচি। কি নাগ পাশে অধিনতার শৃঙ্খল পরিয়া
ছেড়ে দেবে সর্ব্ব অধিকার সম্রাট নমুচি ?

কালেশ্বর। সমর চালনা ভার দানিয়া
বিদেশী 'পরে নিশ্চিন্ত রহিলে,
পরিণামে সুনিশ্চয় যাবে স্বাধীনতা।
হে সম্রাট মহাবীর,
নমুচি সমান কালেশ্বর পার্শ্বে
রহি আর কেবা সমর চালাবে ?

নমুচি। অতি সত্য বাণী তব দানব প্রধান,
মহাবীর নমুচি ব্যতীত, আর কেবা
কালেশ্বর পার্শ্বে রহি চালাবে সমর ?

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে জয়োল্লাস

ঐ ওঠে সদম্ভ হুঙ্কার !
ত্বরা চল কালেশ্বর, তড়িৎ বেগে,
স্পর্দ্ধিত নাগের দলে দলিত মথিত
করি চক্ষের নিমেষে, নাগ রক্ত দুহাতে
মাখিয়া, লক্ষ লক্ষ নাগশব

সাজাইয়া দিব রণক্ষেত্রে
শকুনি শৃগাল দলের ভক্ষের কারণে !

কালেশ্বর সহ প্রস্থানোদ্যত

মমতা। সম্রাট !

নমুচি। নমুচির দেশ আজি কাড়িয়া
লইতে চাহে যাযাবর জাতি,
দানবের স্বাধীনতা লুণ্ঠন
প্রয়াসী হয়ে আসিয়াছে বিজাতীয় শত্রু,
দানব গৌরব সূর্য্য গ্রাসিবারে
আসিয়াছে বহুরূপী নাগ সৈন্য দলে,
এ সময় মমতার মমতায়
কাপুরুষ সম অন্তপুরে পড়িয়া
না রবে সম্রাট নমুচি।

[কালেশ্বর সহ প্রস্থান

মমতা। সর্ব্বনাশ ! নমুচি দানব গেলে
সংগ্রামের মাঝে, সুনিশ্চয়
নাগেদের হবে পরাজয় ।

ইন্দ্র। এ সময়ে পরাজিত হলে নাগ
আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি না হবে
বিশেষ, গোকর্ণেরে করিয়াছি অন্ধ,
এই বার কালেশ্বরে সরাইতে হবে
রাজপুরী হতে, তবে হবে অভিষ্ট পূরণ।

মমতা। তাই কর, তাই কর, দেবের ঈশ্বর !
যত শীঘ্র পার দেব, দেহ মুক্তি
দানবের কবল হ'তে।
দিবানিশী অঙ্গ জ্বলে যায় অগ্নিময়

পরশে তাহার ছলনায় প্রেম অভিনয়,
কাপট্যের প্রেম সম্ভাষণ করিতে
পারি না আর, শুদ্ধ দেহে
জনমিয়া বিরিঞ্চি মানসে, নিতি নিতি
দানবেরে করি দেহদান—অসুস্থতায়
ভরিয়াছে সর্ব্ব অবয়ব ;
দেহ মুক্তি দেবেন্দ্র সুধীর,
ধ্বংস করি দানব জাতিরে।

ইন্দ্র। দেব মুক্তি, মহামায়া অংশোদ্ভূতা
মায়া, দেব মুক্তি তোমারে গো
আমি, নাহি আর বিলম্ব অধিক।
একদিকে যুক্তি দিয়া নাগ সম্প্রদায়ে
আনিয়াছি আক্রমণ করিবারে
দানব সাম্রাজ্য, অন্যদিকে নমুচি সংসারে
জ্বালায়েছি হিংসার আগুন,
এইবার ধীরে ধীরে সে আগুনে
পুড়াইব আত্মবর্গে তার ;
নাহিক নিস্তার আর
দানব জাতির ? বেজেছে মরণ ডঙ্কা
দানব সাম্রাজ্যে, মূর্ত্তিমান মৃত্যুপতি
নাচিবে প্রলয় নাচন তালে তালে
তার, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস সম
দানব শোণিতে উত্তাল তরঙ্গ
লয়ে বয়ে যাবে দানবের দেশ,
মরণের আর্ত্তনাদে ভরিবে আকাশ,

আর তার মাঝে নমুচি দানবে
পরিত্রাহি আর্ত্তনাদে কাঁপায়ে
ত্রিলোক, প্রকারে অমর বর
স্বেচ্ছায় তেয়াগী মম করে দানিতে জীবন।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রণবাদ্য বাজিতেছিল

দ্রুতবেগে কর্কটী ও উদয়কালের প্রবেশ

কর্কটী। ঐ দেখ—ঐ দেখ রে উদয়,
আপনি সম্রাট নামিয়াছে সমর প্রাঙ্গনে,
ঐ দেখ হেরিয়া তাহারে ভগ্নোদম
দানব বাহিনী পুনঃ নবতেজে হল
আগুয়ান! এ সময় কুৎসিত দর্শন
সেই গুপ্ত শত্রু দানবের—কোথা গেল
ত্যজি রণভূমি!

উদয়কাল। কুৎসিত দর্শন দানব মনে হয়
ছলনা করিয়া আমাদের সাথে,
অকস্মাৎ আক্রমণ করাইয়া দানবের দেশ,
লিপ্ত করি দিয়া জীবন মরণে রণে
নাগবীরগণে, পলাইয়া গেছে রণক্ষেত্র হ'তে
বিপদগ্রস্থ করিবারে সমগ্র নাগের দলে।

কর্কটী। না, না, তাও কি সম্ভব ?
তা যদি হ'ত, কেন তবে উপযুক্ত
অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করিয়া,
গুপ্তপ্রবেশ পথ দেখাইয়া দানব-পুরীর,
টানিয়া আনিবে মোদের প্রাসাদ সম্মুখে ?
নেপথ্যে বহুকণ্ঠে উক্তি। জয় দানব সম্রাট নমুচির জয়
ঐ শোন নবোৎসাহে দানব বাহিনী এবে
জয়ধ্বনি করে নমুচির, ঐ দেখ—
সেনাপতি কালেশ্বর মূর্ত্তিমান কাল সম
নামিয়া সংগ্রামে—শত শত নাগ সৈন্য
করিছে বিনাশ, ঐ দেখ কালান্তক সম
দানব বাহিনী, খেদাইয়া নিয়ে যায়
নাগ-সৈন্যদলে। ছুটে যা—ছুটে যা,
ওরে নাগের দুলাল, ফিরাইয়া আন
ত্বরা পলায়িত নাগ-বাহিনীদের।

উদয়কাল। কোথা যাস—কোথা যাস,
কোথায় পালাস ওরে ভীরু নাগদল
জয়মাল্য করায়ত্ব আমাদের,
এ সময় সামান্য বীরত্ব হেরি দানব বাহিনীর
কেন সব পালাস সভয়ে ?
ফিরে আয়—ফিরে আয়—নাগের সন্তানগণ!
রণক্ষেত্রে নেহারিয়া নমুচি দানবে,
যদি সবে পলাইয়া যাস ত্যজি রণভূমি,
ভীরু বলি টিটকারী দেবে ত্রিলোকের জীবে,
সে যে হবে মৃত্যুসম নাগের জীবনে।

তাই বলি ভাই সব—ঝেড়ে ফেলে সব শঙ্কা,
ফিরে আয়—ফিরে আয় করিতে সমর।

[দ্রুত প্রস্থান

কর্কটী আমিও অভয়দানি কহিতেছি উচ্চৈঃস্বরে,—
ঝেড়ে ফেলে সব শঙ্কা, ফিরে আয়—
ফিরে আয় নাগসন্তানগণ

কালেশ্বরের প্রবেশ

কালেশ্বর। দাঁড়াইয়া মৃত্যুলীলা ক্ষেত্রে, কে তুমি
রমণী নাগসৈন্যে অভয় দানিয়া
করিতেছ আবাহন ফিরিতে সমরে?

কর্কটী মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা আমি,
দানবের বক্ষ মাঝে বিস্তারিতে প্রভাব আমার
জীবন্ত প্রেতিনী সমা দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রে
সচিৎকারে নাগসৈন্যে করি আহ্বান।

কালেশ্বর এ কি—এ কি মূর্ত্তি তোমার রমণী?
উন্মুক্তা রাক্ষসী সমা রক্ত আঁখি তব
লোলুপ দৃষ্টিতে নেহারিছে দানবের দলে।
শুষ্ক কণ্ঠোত্থিত আবাহন তব
যেন রক্ত পানের জানায় ইঙ্গিত—

কর্কটী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কালেশ্বর। পাষাণে পতিত কাংস্য পাত্র সম
অট্টহাস্যধ্বনি তব,
দস্যু কালেশ্বর মনে জাগাতেছে শঙ্কা।
কহ কহ নারী কেবা তুমি
পিশাচি রাক্ষসী অথবা প্রেতিনী?

কর্কটি। নহিক প্রেতিনী আমি,
পিশাচ রাক্ষসী। নাগের নন্দিনী আমি,
পতি পুত্র শোকাতুরা প্রতিহিংসাকামী,
মূর্ত্তিমতা চামুণ্ডা সমান
ঘুরিতেছি মৃত্যু লীলা ক্ষেত্রে
মৃত্যুপথযাত্রী দানব জাতির গান
মরণ চিৎকার সুশীতল করিবারে হিয়া।

কালেশ্বর। রমনীর মধ্যে থাকে হেন বীভৎসতা
কোন দিন হেরি নাই কভু!
সন্তান প্রসব করি যে রমনী পিয়ায়
পিযুষ, সঞ্জীবিত করে সন্তানেরে,
যাহাদের স্নেহ মন্দাকিনী ধারায়
ধারায় বহি সিক্ত করে সন্তানের দলে,
যাহাদের অভয় আশীষ শিরে করিয়া
ধারণ ধন্য হয় সন্তান সকলে,
সেই দেবীসমা জননীর জাতি—
দাঁড়ায়েছে সৃষ্টি বক্ষে
সন্তান ধ্বংসের ব্রত করিয়া ধারণ?

কর্কটি। আদি মাতা বিশ্ব প্রসবিনী
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে করিতেছে
সন্তান পালন; কিন্তু যবে তমোগুণে মত্ত
হয়ে পালিত সন্তানগণ অশিষ্ট আচার
সাধে ধরাবক্ষ 'পরে; তখন কি সন্তান পালিকা
মাতা তেয়াগিয়া সন্তানের মায়া,
এক হস্তে ধরি খড়্গ, অন্য হস্তে খর্পর ধরিয়া,

সাজিয়া চামুণ্ডা ঘোরা-কপালিনী-মুণ্ডমালিনী,
সন্তান নাশিকারূপে অবতীর্ণা নাহি
হন সৃষ্টি বক্ষ 'পরে ?

কালেশ্বর। সৃষ্টির শাসন তরে হ'লে প্রয়োজন
বিশ্বের পালিকা সাজে নাশিকার সাজে।
কিন্তু কহ দেখি নাগের নন্দিনী
কিবা অপরাধ করিয়াছে দানব সন্তানগণ,
যার তরে তুমি আজি আনিয়াছ
নাগসন্তানদলে চৌরসম আক্রমণ
করাইতে দানবের দেশ ?

কর্কটী। অপরাধ অসংখ্য তাদের।
স্রষ্টার করুণা ভুলি দেবতারা যথা
একেশ্বর শাসন করিয়াছিল ত্রিলোক সাম্রাজ্য,
দানবেরা সেইমত স্রষ্টা করুণায় হ'য়ে
ত্রিলোক বিজয়ী, নাহি দিয়া নাগেদের
ন্যায্য প্রাপ্য পাতাল নগরী,
একেশ্বর উপভোগ করিছে ত্রিলোক।
কেন—কেন তারা
নাগেদের অধিকারে করে হস্তক্ষেপ ?
পরাজিত করি দেবতায়, কেন তারা
আহ্বানি নাগগণে ফিরাইয়া নাহি
দিল সাম্রাজ্য তাদের ?

কালেশ্বর। পরাজিয়া দেবতায় অধিকার করিয়া
ত্রিলোক—হয় তো বা দানবেরা ভুলক্রমে
আহ্বান করে নাই নাগদলে ফিরাইয়া

দিতে তাদের ন্যায্য অধিকার.
কিন্তু পলায়িত নাগদল কোনদিন
এসেছে কি দানবের পাশে চেয়ে নিতে
সাম্রাজ্য তাদের ?

কর্কটী। বাঃ চমৎকার, অতি চমৎকার
সুযুক্তি তোমার।
যে দানব ঘৃণার ফুৎকার দানি
নাগেদের মুখে, বিতাড়িত করেছিল
পাতাল হইতে, নিষ্ঠুর সংগ্রামে
সাজাইল মোরে যারা পতিপুত্রহারা,
লভিয়া ত্রিলোক রাজ্য ভাই বলি
আহ্বান করিল না যারা,
তাহাদের কাছে প্রার্থনা করিলে
রাজ্য—অনায়াসে ছেড়ে দিত নাগেদের
করে পিতৃদত্ত ন্যায্য অধিকার !

কালেশ্বর। প্রার্থনা করিলে রাজ্য
সুনিশ্চয় ছেড়ে দিত নাগেদের
করে সম্রাট নমুচি।

কর্কটী। কত যে উদার নমুচি দানব
জানি আমি সবিশেষ তাহা।
প্রার্থনা করিলে রাজ্য ভিক্ষুক সমান,
ঘৃণার ফুৎকার দানি নাগজাতি মুখে
পদাঘাতে সরাইয়া দূরে, অবজ্ঞার হাসি
হেসে অপমান করিত নাগেরে।

না, না, যুগ যুগ অন্ধকারে
ভ্রমি নাগজাতি যাযাবর সম,
তথাপিও পদে ধরি দানবের
ভিক্ষা করি রাজ্য তাহাদের, অপমান
নাহি হবে জ্ঞাতি শত্রু পাশে।

কালেশ্বর। জ্ঞাতি শত্রু ভাব যবে দানব সন্তানে,
শত্রুতাই শেষে নেবে তারা
দেখ দেখ তবে নাগের নন্দিনী,
আজি রণে নাগমেধ মহাযজ্ঞ
করি সম্পূরণ—কেমনে দানবদল
নাগশূন্য করে বসুন্ধরা।

কর্কটী। তবে চলুক এ ধরাভূমে
ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা প্রচণ্ড গতিতে,
আজি রণে হয় দানব নয় নাগ
ধরা হ'তে নিশ্চিহ্ন হইবে।

উদয়কালের প্রবেশ

উদয়কাল। অতি সত্যবাণী তব কর্কটী জননী
আজি রণে হয় নাগ নয় দানব
ধরা হতে নিশ্চিহ্ন হইবে।

কালেশ্বর। সফল হইবে নাগ তোদের নির্দ্দেশ;
আজি রণে নাগশূন্য করিয়া বসুধা
জ্ঞাতি শত্রু হীন হ'য়ে
শাসিবে পাতাল রাজ্য দানবজাতিরা।

আক্রমণ করিল, উদয়কাল প্রতিহত করিয়া বলিল

উদয়কাল। উদ্ধারিয়া পাতাল সাম্রাজ্য

দানবের নাম মুছে দিতে ধরা বক্ষ হ'তে,
নবোদিত সূর্য্য সম উদয় হইল
উদয় নাগ জাতির ভাগ্যাকাশে আজি!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

কর্কটী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, পুনরায় বাধিল
তুমুল রণ নাগ সাথে দানব সৈন্যের।
ঐ ঐ—পুনঃ নাগদল বিপুল উৎসাহে
নামিল সংগ্রামে, ঐ উদয় নব তেজে
রণভূমি মধ্যস্থলে হইলা উদয়।
একি কেবা ঐ দিব্যকান্তি যুবা
উদয়েরে করে আক্রমণ?
একি নমুচি দানব? ওঃ কি প্রচণ্ড
বিক্রমে এক সাথে যুঝিতেছে
শত শত নাগবীর সনে।
একি পরাজিত হয়ে নাগদল
পলাইয়া যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে?
একি পলায় উদয় নাগ ফেরুর সমান?
উদয়—উদয় ফের—ফের ওরে
কাপুরুষ নাগ, প্রাণভয়ে ত্যজি
রণভূমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাস দেখিয়া,
হাসিছে বিদ্রূপ হাসি নমুচি দানব।
ফের—ফের—ফিরে আয়, ফিরে আয়
ওরে নাগ অধিনায়ক! [দ্রুত প্রস্থান

নমুচির প্রবেশ

নমুচি। হাঃ-হাঃ হাঃ-হাঃ—ভীতত্রস্ত

দেবগণ যথা পলাইয়া যায় লম্ফে লম্ফে
দূর হতে নেহারি শার্দ্দুলে,
সেই মত পালায় নাগের দল
ত্যজি রণক্ষেত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!
এই শক্তি এই সাহস লয়ে আক্রমণ
করেছিল দানব সাম্রাজ্য

কৃত্রিম ব্যস্ততায় বিপ্রচিত্তির প্রবেশ

বিপ্রচিত্তি। একি সম্রাট আপনি?
ভুল করি আসিয়াছি এইদিকে,
যাই আমি সাধিতে আপন কাজ।

নমুচি। বিপ্রচিত্তি! কিবা কার্য্যে তুমি
অকস্মাৎ আসিয়াছ সমর প্রাঙ্গনে?

বিপ্রচিত্তি। না, না, সে গোপন বারতা আমি
পারিব না দানিতে অন্যেরে।

নমুচি। গোপন বারতা! কিবা গোপন বারতা?

বিপ্রচিত্তি। না, না, অন্য কোন জনে বলা নিষেধ মাতার।

নমুচি। নিষেধ মাতার, কোন মাতা?

বিপ্রচিত্তি। জ্যেষ্ঠ মহিষীর মায়ের কঠিন নিষেধ।

নমুচি। কিবা নিষেধ কয়ে যাও বিপ্রচিত্তি!

বিপ্রচিত্তি। না, না, যাই আমি।

নমুচি। সাবধান, একপদও হ'লে অগ্রসর
খরশান অসি মোর রক্ত পান
করিবে তোমার! কহ, কোন
গোপন বারতা লয়ে জ্যেষ্ঠ মহিষীর,
আসিয়াছ সমর প্রাঙ্গণে?

বিপ্রচিত্তি। দোহাই রাজন্, অপরাধ ক্ষমা কর
এ দীন দাসের ! আনিয়াছি মহারাণীর
গুপ্তপত্র এক, কহিয়াছেন গুপ্তভাবে
প্রদানিতে সেনাপতি কালেশ্বর হাতে

নমুচি। হুঁ, কোথা সেই পত্র ?

বিপ্রচিত্তি। ক্ষমা করুন সম্রাট, না দানিলে
সেনাপতি করে—

নমুচি। (ধমক দিয়া) ত্বরা দাও পত্র।

বিপ্রচিত্তি। (কৃত্রিমভয়ে) না, না, ধরুন সম্রাট
এই গুপ্ত পত্র খানা !

পত্র দিল। নমুচি পাঠ করিল

নমুচি। ওঃ—সৃষ্টিখানা ওলট পালট
হ'ল কি এবার ? প্রলয়ের গভীর আঁধারে
ডুবিল কি এ বিশ্ব সংসার ?
মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নি সম্বন্ধ কি
ডুবে গেল নরকের পঙ্কিল গহ্বরে ?
বিশ্বাস শব্দের চলন রবে না কি
সংসারের বুকে ? ওঃ—মস্তকে জ্বলিছে
প্রলয় আগুন, বক্ষে বহে উত্তপ্ত প্রবাহ,
অন্তরে জেগেছে আজি হত্যার খেয়াল
রক্ত নেশায় মাতায় আমাদের ;
রক্ত, রক্ত, রক্ত চাই বিশ্বাসহন্তার,
বিনারক্তে না নিভিবে অন্তরের দাহ।

[অর্দ্ধোন্মাদবৎ প্রস্থান

বিপ্রচিত্তি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—দাম্ভিকা সুরমা,

আজি এইখানে মৃত্যুবীজ তোর
করিনু রোপন, সেদিনের সে অপমানের
লইলাম যোগ্য প্রতিশোধ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

কালেশ্বরের প্রবেশ

কালেশ্বর। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ দানবের প্রচণ্ড
আক্রমণে মুহূর্ত্তও টিকিল না নাগ সৈন্য সমর প্রাঙ্গনে ;
ফেরুসম উর্দ্ধশ্বাসে যায় পলাইয়া।
কে বিপ্রচণ্ডি ? তুমি কেন সমর প্রাঙ্গনে ?

বিপ্রচণ্ডি। আসিয়াছি তোমারই কারণে।

কালেশ্বর। আমার কারণে!

বিপ্রচণ্ডি হাঁ বীর, সম্রাটের সাথে তুমি চলে এলে সমর প্রাঙ্গনে,
আর অন্তঃপুরে ছোটরাণী করিতেছে
নির্য্যাতন বড়রাণী 'পরে, বেত্রাঘাতে
জর্জ্জরিত করিতেছে ভ্রাতা আর রাজকুমারেরে।
চল, চল সেনাপতি—
বড়রাণীর অন্তঃপুরে রক্ষিতে
তাঁহারে, সপত্নির নির্য্যাতন হ'তে
বিলম্ব করিলে, হয়তো বা হয়ে যাবে মহা সর্ব্বনাশ।

কালেশ্বর চল চল বিপ্রচণ্ডি !
না মানিয়া সম্রাট আদেশ আজি
সুনিশ্চয় শাস্তি দেব ভ্রাতারে তাহার। [দ্রুত প্রস্থান

বিপ্রচণ্ডি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—মনস্তুষ্ট পুরিল
এবার। হাঃ—হাঃ—হাঃ—। [দ্রুত প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুরমার পূজার মন্দির। কাল—রাত্রি

গীত কণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ

জ্ঞান। গীত ;

ওরে চল, তবে চল, ফিরে চল,
পথহারা পান্থ।
জীবন পথের চলা মন্থর তোর,
আয় রে পথিক শ্রান্ত॥
পথের মাঝে বহে মাতাল নদী,
ছুটে আয় পরপারে যাবি যদি।
আমি দাঁড়াই খেয়াপথে নদীর কূলে
কেন বিপথে চলিস ভ্রান্ত॥ প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্কটি ও উদয়কালের প্রবেশ

উদয়কাল। অকারণ শোনাও উৎসাহের বাণী,
বিগত সমরে যে পরাক্রম দেখিলাম
নমুচি দানবের, তাহাতেই প্রমাণ হইয়া গেছে,
ছার মোরা নাগকুল, ত্রিলোকের কোন

শক্তি না পারিবে পরাজিতে তারে।

কর্কটী। ধিক ধিক শতধিক জীবনে তোদের,
দৈববশে একবার হয়ে পরাজিত
শত্রুর প্রশংসায় মুখর হইয়া,
কাপুরুষতায় পরিচয় দানিলি সুন্দর।

উদয়কাল। কেন মিথ্যা তিরস্কার করিছ জননী?
সেইদিন সচক্ষেতে দেখিয়াছ তুমি
অকস্মাৎ আক্রমণ করি দানব নগরী,
পরাজিয়া দানব বাহিনী প্রায় অধিকার
করেছিলাম নমুচি প্রাসাদ;
হেন কালে উপনীত হইয়া নমুচি
প্রাসাদ সম্মুখে, একাকী করিল সমর
অপূর্ব্ব কৌশলে, শার যাদু মন্ত্র সমরে
ফিরিয়া, প্রারব্ধ জয় পরাজিত করিল
মোদের।

কর্কটী। ইহাতেই হারায়ে উদ্যম
স্থিরকৃত সঙ্কল্প তোদের, জয় আশা
অসম্ভব নমুচির পাশে?

কশ্যপের প্রবেশ

কশ্যপ। জয় আশা অসম্ভব নমুচির পাশে!

কর্কটি। নাগেদের পরাজয়ে উৎফুল্ল হইয়া
আসিয়াছ একদর্শি পিতা,
উপহাস করিতে তাদের?

কশ্যপ। আপন অন্তরের কদর্য্যতার তুলাদণ্ড দিয়ে

পরিমাপ করিস নাগিনী কশ্যপ অন্তর ?
পুত্র কন্যা তরে জনকের অন্তরে যে
পুঞ্জিভূত হয়ে থাকে কত স্নেহরাশি
বুঝিয়াও চাস না বুঝিতে, জ্ঞাতি হিংসায়
হ'য়ে দিশেহারা, বিগত সমরে
নাগেদের পরাজয়ে মর্ম্মাহত হয়ে,
আসিয়াছি বুঝায়ে তোদের
লুপ্ত আত্মীয়তা ফিরাইয়া পুনঃ
বদ্ধ হতে প্রেম সূত্রে নমুচির সাথে।

কর্কটি। লুপ্ত আত্মীয়তা আর ফিরিবে না,
কোন কালে ঋষি, বিগত সমরে
শত শত নাগপুত্রে সংহারি সহস্তে
নাগরক্তে সিক্ত করি ধরা, উল্লাসে
করেছে নৃত্য করতালি দিয়া,
আজি সেই নমুচি দানব সাথে
বদ্ধ হয়ে নাগকুল প্রেমের বন্ধনে ?

কশ্যপ। বদ্ধ যদি নাহি হয় নাগকুল
প্রেমের বন্ধনে সুনিশ্চয় অকল্যাণ হইবে
নাগের ! ব্রহ্মবরে সন্তান নমুচি
প্রকারে অমর ! দেব, দানব, মানব,
গন্ধর্ব্ব, কীন্নর, কেহ নাহি আঁটিবে
সমরে নমুচির সাথে, বুঝে দেখ নাগিনা
কর্কটি, আজি যদি অধীনতা করিয়া
স্বীকার চাহে নাগ ভ্রাতৃত্বের অধিকারে
পাতাল সাম্রাজ্য—সুনিশ্চয় নমুচি আমার.

শক্তিমান গড়িতে দানবে মিত্রতা স্থাপিবে
নিজে নাগজাতি সনে।

কর্কটী। যত কিছু কহিতেছ সমস্তই নমুচি কল্যাণে।
একবার দৈববশে পরাজিত নাগকুল
নমুচির পাশে, বুঝিয়াছ মনে মনে ঋষি,
পুনঃ যদি অগ্রসর হয় যুদ্ধে নাগগণ
নবীন উদ্যমে, সুনিশ্চয় দানবের হবে
পরাজয়, সেই হেতু আসিয়াছ অযাচিত উপদেশ দিতে।

কশ্যপ। বাঃ চমৎকার নির্দ্ধারণ তোর।
বুঝিলাম পালকের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছে
নাগজাতি 'পরে, তাই তিনি নাগেদের মনে
রোপন করেছে তমোরাশীবীজ,
নাহিক উপায়, নাহিক উপায়,
বুঝিতেছি শত শত পুত্রকন্যা ধ্বংস
হবে কশ্যপ সম্মুখে, তাই বুঝি—
একি—একি হেরি প্রকৃতির বক্ষে,
একি হেরি আলেখ্য বিষয়,
নমুচি প্রাসাদে শোণিতের স্রোত বয়ে যায়,
শোণিতের আপ্লুত হেরি পত্নি পুত্র তার
লোহিত শোণিত মাখি নমুচি আমার
নৃত্য করে তাণ্ডব লীলায়;
ওঃ—নমুচি—নমুচি ক্ষান্ত হ
ক্ষান্ত হরে সন্তান আমার

[দ্রুত প্রস্থান

কর্কটি। হাঃ হাঃ-হাঃ-হাঃ—নমুচি ধ্বংসের আলেখ্য

ফুটিয়াছে প্রকৃতির বক্ষে ;
চিন্তা কিরে উদয়কাল ; নবীন উদ্যমে
এইবার দানব সাম্রাজ্য কর আক্রমণ,
সুনিশ্চয় পরাজিত হইবে নমুচি।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সুরমার পূজা মন্দিরের সম্মুখ

পা টিপিয়া টিপিয়া ছদ্মবেশী ইন্দ্র ও বিপ্রচণ্ডির প্রবেশ

ইন্দ্র। সম্রাটের সম্মুখে অভিনয় দেখাইয়া
আমার নির্দ্দেশ মত জাল পত্র দানিয়াছ
সম্রাটের করে ?

বিপ্রচণ্ডি। দানিয়াছি সম্রাজ্ঞী মোদের !
ক্রোধন্মত্ত সম্রাট এখনি আসিবে হেথা
বড় রাণীর শাসন কারণে।

ইন্দ্র। কালেশ্বরে আনিয়াছ বড় রাণী পাশে ?

বিপ্রচণ্ডি। শুনিয়া বিপদবার্ত্তা—সম্রাটের আগে
তীরবেগে আসিয়াছে কালেশ্বর
বড় রাণীর অন্তঃপুর মাঝে।

ইন্দ্র। চমৎকার এইবার পূর্ণ হল
উদ্দেশ্য আমার,
ধর বিপ্রচণ্ডি, ধর তব পুরস্কার !

রত্নহার দিলেন

ঐ হের আসিতেছে বড় রাণী
কালেশ্বর সাথে, ত্বরা চল
বিপ্রচিত্তি, ত্বরা চল অন্তরালে
এই স্থান ত্যজি ।

[উভয়ের প্রস্থান

কথা কহিতে কহিতে কালেশ্বর ও সুরমার প্রবেশ

কালেশ্বর । তুমি আছ নিরাপদে ভগিনী সুরমা ।
আর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া এলাম আমি
শুনি তব বিপদ বারতা

সুরমা । কি বিপদ বারতা শুনেছিলে ।
রণক্ষেত্রে দাদা ?

কালেশ্বর । রণজয় করি দূরে হেরি
পরম উল্লাসে নাগেদের পলায়ন ।
তৃপ্ত হয়ে ফিরিতেছি প্রাসাদে
আপন, অকস্মাৎ বিপ্রচিত্তি
হ'য়ে উপনীত কহিল সসব্যস্তে,
ছোটরাণী নির্য্যাতন করিতেছে
বড়রাণী 'পরে, ভ্রাতা তার পদ্মসূচি
কুমারেরে করিছে প্রহার ।
ত্বরা করে নাহি গেলে হবে সর্ব্বনাশ

সুরমা । বিপ্রচিত্তি ? বিপ্রচিত্তি কহিয়াছে
হেন কথা তোমারে গো দাদা ?
একি কেন ঘন ঘন স্পন্দিত
দক্ষিণ নয়ন ? হৃদ্ হৃদ্ কাঁপে কেন

হিয়া ? কেন উঠে মন্দির পশ্চাতে
পেচকের বীভৎস চিৎকার ?
কেন—কেন হেরি চারিভিতে
হেন দুর্লক্ষণ ? সুনিশ্চয়
মন্দ অভিসন্ধি লয়ে বিপ্রচিত্তি দানিয়াছে,
এ হেন মিথ্যা সংবাদ তোমারে গো দাদা !

কালেশ্বর। এত স্পর্দ্ধা বিপ্রচিত্তির,
আমারে দানিয়া এ মিথ্যা বার্ত্তা
নিরাপদে রহিয়াছে দানবের
রাজধানী মাঝে ? এইদণ্ডে
মিথ্যাবাদী দুষ্ট দানবেরে
দেব শাস্তি সমুচিত।

সুরমা। রণশ্রান্ত তুমি দাদা, ক্ষণেক বিশ্রাম লভি,
পরে যেও দুষ্টের শাসনে !

কালেশ্বর। না, না, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বোন
শাস্তি নাহি দিলে সেই মিথ্যাবাদী দানব দুর্জ্জনে
না পারিব নিশ্চিন্ত বিশ্রাম,
লভি তৃপ্ত হ'তে নিজে !

সুরমা পায়ে ধরি দাদা শ্রান্ত দেহে
যেও না বিপ্রচিত্তির শাসনে।
হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে
ক্ষণেক লভ গো বিশ্রাম,
পায়ে ধরি, ভগিনীর এইটুকু রাখ অনুরোধ।

পদ প্রান্তে পড়িল

কালেশ্বর। এই স্নেহ মন্দাকিনী অমিয় ধারায়

স্নান করি কালেশ্বর হয়েছে পবিত্র,
তোর এই স্নেহ আবাহন
পাশরিতে পারি না সুরমা !
ওঠ—ওঠ স্নেহের পুতলী,

দুই হাত ধরিয়া তুলিল, নমুচি দূর হইতে সে দৃশ্য দেখিল

তোর তরে কালেশ্বর তেয়াগিতে পারে আপন জীবন ।

নমুচির প্রবেশ

নমুচি। না দানিলে আপন জীবন
কেমনে বা প্রণয়িনী দেবে তার
জীবন যৌবন !

কালেশ্বর স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও দানব সম্রাট
হেন ভাষা উচ্চারিয়া, এখনো
অক্ষত দেহে আছ দাঁড়াইয়া,
মাত্র সুরমার পতিত্ব দাবিতে !

সুরমা ওঃ জননী বসুধা,
কান পেতে শোন মাতা, কি পাপ বানী,
আজি উচ্চারিছে সুরমার আরাধ্য দেবতা !

মমতার প্রবেশ

মমতা। থাম থাম বড়রাণী, আর ঐ কলঙ্কিত রসনায়,
উচ্চারণ করিও না আরাধ্য দেবতা বলি ছলনার বাণী।

কালেশ্বর। রাক্ষসী পিশাচি—

মমতা। সম্রাট—

নমুচি। সাবধান কালেশ্বর !

সুরমা। দাদা ! দাদা ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
চঞ্চল হয়ো না !

নমুচি। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, চমৎকার
সুরমা সুন্দরী, চমৎকার অভিনেত্রী তুমি!
পবিত্র দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে
দেখাতেছ অপরূপ অভিনয় আজি!

কালেশ্বর। সুরমা—সুরমা, সরে যা, সরে যা
ভগিনী আমার! যেই পাপবাণী উচ্চারিল
পতি তোর দাঁড়াইয়া দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে,
উপযুক্ত সাজা তার না দিলে ভগিনী,
পাপ পঙ্কে ডুবে যাবে এ বিশ্ব সংসার!

মমতা। সম্রাট, এত স্পর্দ্ধা সামান্য ভৃত্যের
অপমান করিবারে অগ্রসর আমার
সম্মুখে তোমার?

নমুচি। এই দণ্ডে উপযুক্ত সাজা পাবে তার।
কে আছ এখানে—

দ্বাবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। আদেশ সম্রাট!

নমুচি। বন্দী কর লম্পট দানবে।

কালেশ্বর। কি! বন্দী করিবে মোরে বিনা রক্তপাতে?

অস্ত্র ধরিল

সুরমা। (মধ্যে দাঁড়াইয়া) কর কি—কর কি দাদা?
তোমারই যতনে গড়া
সোনার সংসার পুড়াইবে আজি একটি নিমেষে?
তোমারই রোপণ করা স্নিগ্ধ বটবৃক্ষ
নিজ হস্তে করিবে ছেদন?

কালেশ্বর। সুরমা—সুরমা।

সুরমা। ওগো স্নেহ মায়ার আধার,
যাহার বিরুদ্ধে তুমি তুলিয়াছ
তীক্ষ্ণধার অসি, সে যে দেবতা আমার।

কালেশ্বর। ওঃ ভগবান—ভগবান,
দস্যুমনে কেন প্রভু জাগায়েছ হেন স্নেহমায়া ?

অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল

নমুচি। বিলম্ব কি হেতু ?
কর বন্দী এই দণ্ডে বিশ্বাসঘাতকে !

ছদ্মবেশী ইন্দ্র কালেশ্বরকে বন্দী করিল

যাও, এই বার নিয়ে যাও অন্ধকার
কারাগার মাঝে, অনাহারে তিলে তিলে
শুষ্ক করি ফেলে দাও মরণের মুখে।

সুরমা। (পদতলে পড়িয়া) সম্রাট, ছেড়ে দাও—
ছেড়ে দাও—ভ্রাতারে আমার !

নমুচি। স্তব্ধ হ'য়ে স্বৈরিণী রমণী—

সুরমা। ওঃ—

মমতা। বুঝিছ না দানব সম্রাট,
আপন প্রিয়র হেথা কঠিন বন্ধন
শেল সম বড়রাণীর বিঁধিছে অন্তরে ;

কালেশ্বর। ওঃ—পিশাচি—পিশাচি।
সুরমা—সুরমা বাধা তুই দিস না
আমারে, এই দণ্ডে ছিন্ন করি কঠিন
শৃঙ্খল, নখাঘাতে উপাড়িব
মায়াবিনীর যুগ্ম আঁখিদ্বয়।

নমুচি। স্তব্ধ হও, বিদ্রোহী দানব।
যাও—নিয়ে যাও কারাগারে
না করি বিলম্ব।

ইন্দ্র। এস বন্দি।

কালেশ্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—যেতে হবে, যেতে হবে।
একদিন এসেছিল দানবেরা সুউচ্চ মস্তকে,
আজি যাইবার হইল সময়।
শোন হে, মোহগ্রস্থ দানব সম্রাট
আমার যাওয়ার সাথে দানব জাতির
চির যাত্রার দিন ধীরে ধীরে
হইবে উদয়। আজি যথা
না বুঝিয়া মায়াবিনী চক্র
সন্দিহান হয়ে বিশ্বাসী বান্ধব 'পরে,
অবিচারে পাঠাইলে কারাগারে
নিভাইয়া দিতে তার জীবন প্রদীপ।
যেই দিন এই ভুল ভাঙ্গিবে তোমার
সেই দিন অশ্রুসাগর সৃজি পাইবে না
ফিরে তারে আর।

[ছদ্মবেশী ইন্দ্রসহ প্রস্থান

মমতা। ধন্য বটে বুদ্ধিমান সেনাপতি
কালেশ্বর, এত কূট বুদ্ধি জানে,
না পারি নির্ণিতে।

সুরমা। কূটবুদ্ধি থাকিত যদ্যপি ভ্রাতার
আমার, পারিতে না ছোটরাণী
তুমি তারে এই ভাবে বিপদে ফেলিতে।

মমতা। সম্রাট—সম্রাট, শুনিছ তো নিজকর্ণে
বড় রাণীর কথা ?

নমুচি। সুরমা! কামুকা রমণী—

সুরমা। ওঃ—ভগবান!

নমুচি। তোরে কিবা শাস্তি দেব খুঁজিয়া না পাই।
ধূ-ধূ-ধূ দাবানল জ্বলিছে মস্তকে
চিন্তাধারা বিলোপিত প্রায়
তোর মত বিশ্বাসঘাতিনী পত্নির,
উপযুক্ত কোন শাস্তি না পারি নির্ণিতে!

সুরমা। মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—দেবতা আমার।
পতি পাশে বিশ্বাসঘাতিনী হ'য়ে
একদণ্ড পারিব না রহিতে ধরায়।

মমতা। সত্য মহারাজ, যে রমণী হারায় সতীত্ব,
তাহার জীবনে আর মূল্য কি রহিল ?

নমুচি। ওঃ সুরমা—সুরমা! তোমার এ প্রবৃত্তির
পরিচয় পেয়ে আর কেহ
না রাখিবে ভ্রাতা-ভগ্নির সম্বন্ধ মধুর,
জগতের পতি সব করিবে না বিশ্বাস
পত্নীরে, জাতি গোত্র আত্মীয় বান্ধব
সকলেই হবে অবিশ্বাস্ত।

সুরমা। বল—বল ওগো সুরমার উপাস্য দেবতা,
কোন কার্য্য করিলে সাধন
বিশ্বাসের পাত্রী হবে তোমার
সকাশে ?

হঠাৎ পদ্মসূচির প্রবেশ

পদ্মসূচি। মা—মা! কেন মাতা করিছ
রোদন? পিতা কি তিরস্কার করেছেন
তোমারে জননী?

পদ্মসূচির দিকে নমুচি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল

মমতা। কি দেখিছ এক দৃষ্টে স্বামি?
তোমার মুখের ছাপ পড়ে নাই পদ্মসূচি মুখে,
দেখিতেছি অবিকল কালেশ্বর মুখখানি
নিয়েছে তুলিয়া।

সুরমা। ওঃ—

মূর্চ্ছিতা হইল

পদ্মসূচি। কি কহিলে! কি কহিলে!

মমতা। স্তব্ধ হও কলঙ্কিনীর পুত্র?

পদ্মসূচি। মা—মা—একি মূর্চ্ছিতা!
কি করিলি—কি করলি রাক্ষসী বিমাতা?

নমুচি। স্তব্ধ হও নির্ব্বোধ!

মমতা। সম্রাট! দাও মোরে বিদায়।
এই দণ্ডে চলে যাব রাজপুরী ত্যজি।

নমুচি। কেন—কেন ছোটরাণী?

মমতা। সামান্যা স্বৈরিণী তনয় আজি
অপমান করে মোরে তোমার সম্মুখে,
দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া
করিতেছি শপথ এইক্ষণে,
না রাখিব ছার মায়া সম্রাটের
কর্ত্তব্য পালনে।

পদ্মসূচি। মা—মা, কথা কও—কথা কও,
জননী গো ডাক মোরে পদ্মসূচি বলি।

সুরমা। (জ্ঞান প্রাপ্তে) এ্যা পদ্মসূচি ? পদ্মসূচি-
পদ্মসূচি ওরে তনয় আমার।
কেন এলি শুনিবারে
জননীর মিথ্যা কলঙ্ক কাহিনী ?

মমতা। কলঙ্কের ছাপ নিয়ে জন্ম নেছে
যেই শিশু, তার পক্ষে
জননীর কলঙ্ক কাহিনী শোনায়
লজ্জা কিবা আর ?

পদ্মসূচি। মা—মা—

সুরমা। পতির সম্মুখে আমি উচ্চকণ্ঠে
কহিতেছি পুত্র, জন্মদাতা পিতা
তোর নমুচি দানব, তুই পবিত্র
ব্রাহ্মণ ঔরষজাত চিরশুদ্ধা সুরমার
গর্ভজ সন্তান।

মমতা। এই যদি সত্য হয় বড়রাণী
দাও হেথা পরীক্ষা তাহার।

সুরমা। বল বল কি পরীক্ষা দিলে,
পতি মোরে বিশ্বাস করিবে ?

মমতা। পতির সম্মুখে এই তরবারী
নমুচির তরবারি লইয়া
আমূল বসাইয়া দাও পুত্রের বক্ষেতে !

নমুচি।
ও
সুরমা। } ছোটরাণী !

মমতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ হাঃ, জানি,
জানি বড়রাণী সতিপনা তব।

নমুচি। সতীত্বে পরীক্ষা লইতে
নিজ হস্তে পুত্রবধ করিতে হইবে
পৈশাচিক আচারে ?

মমতা। সতীত্বের অহঙ্কার থাকে যদি
হৃদয়ে রাণীর, সুনিশ্চয়
নিজহস্তে বধিতে সক্ষম হবে
আপন পুত্রেরে !

নমুচি। না, না, অসম্ভব এ হেন বিধান!

মমতা। একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেছিলে
দানব সম্রাট, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
দিবে নাক কোন বাধা ? পুনঃ আজি
এই পবিত্র দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া
করিলে প্রতিজ্ঞা, শাস্তি দেবে পত্নি-পুত্রে
না করি মমতা ! এই বুঝি প্রতিজ্ঞা পালন ?

নমুচি। প্রতিজ্ঞা পালন ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেছিনু
ছোটরাণী, প্রতিজ্ঞা পালন, ব্রাহ্মণত্ব
ডুবে যাবে মোর ! ওঃ ভগবান—ভগবান,
এ কি পরীক্ষা সাগরে নিক্ষেপিলে মোরে ?
একদিকে প্রতিজ্ঞা পালন, অন্যদিকে
না, না, ভাবিতে পারিনা, মস্তকে জ্বলিছে
যেন প্রলয় আগুন।

সুরমা। বল বল ওগো দেবতা আমার
কি পরীক্ষা দানিলে, সুরমা

বিশ্বাসের পাত্রী হবে তোমার সকাশে ?

নমুচি। ছোটরাণী ছোটরাণী—ভেবে দেখ
এ পরীক্ষা অতীব ভীষণ।

মমতা। ভীষণ পরীক্ষা নাহি দিলে বড়রাণী
কেমনে বিশ্বাস করিবে সম্রাট,
সতী বলি ওরে ?
ভাবিবার নাহি কিছু আর।
স্পর্দ্ধিত বালক করিয়াছে অপমান
মোরে, শাস্তি তার প্রাণদণ্ড
বিধান আমার! বল বল, হে সম্রাট—
হইবে বাঞ্ছা পূর্ণ মোর ? অথবা ভঙ্গ
করি প্রতিজ্ঞা, নিরাপদে রাখিবে পুত্রেরে তোমার।

নমুচি। প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা সত্য করিয়াছি প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
অপালনে ডুবে যাব পঙ্কিল নরকে।
কিন্তু কেমনে কহিব হেন সুভীষণ বাণী ?

সুরমা। বলিতে হবে না গো স্বামী, সত্যমুক্ত করিতে
পতিরে, সুরমা স্বহস্তে দিয়া পুত্র বলিদান
প্রমাণিবে সতীত্ব তাহার।

নমুচি। সুরমা!

সুরমা। কেন দ্বিধা জীবনের আরাধ্য আমার ?
হাসি মুখে সতীত্ব প্রমাণ দেবে সুরমা তোমার,
পদ্মসূচি ওরে গৌরবের তনয় আমার,
করিতে প্রতিজ্ঞা মুক্ত জনকে তোমার, পারিবি না
হাসিমুখে দিতে ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ তোর ?

পদ্মসূচি। কেন পারিব না জননী আমার ? শুনিয়াছি

পিতার অসীম দানে আমার এ জীবন,
পিতৃকার্য্যে হাসিমুখে কেন তবে পারিব না দিতে ?

সুরমা। তবে একবার শেষ দেখা দেখে নে ধরণীর আলো !

পদ্মসুচি। আজীবন দেখিতেছি ধরণীর আলো, নতুন কি
দেখিব জননী ? তবে দেহ অবসর, একবার
শেষ ডাক ডাকিবারে ইষ্ট দেবতায় !

পদ্মসুচি গাহিল

পদ্মসুচি। গীত :

ওগো দয়াল দেবতা অন্তিমকালে স্থান দাও রাঙা পায়।
ধরণীর খেলা সাঙ্গ হয়েছে সময় বহিয়া যায়,
কত পূজাডালা ছিল হয়নি সাজান।
শুধু এইটুকু হরি করি নিবেদন, ছিন্ন কর এ পার্থিব মায়া।

এই গানের মধ্যে সুরমা প্রস্তুত হইবে, নমুচি বাধা দিতে গেলে মমতা প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইল, সুরমা গীতান্তে পদ্মসুচির বক্ষে তরবারী আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল

নমুচি সুরমা ! সুরমা ! কি করিলি পাষাণী রমণি ?

সুরমা। এইবার বল গো দেবতা নিষ্কলঙ্ক সুরমা তোমার !

মমতা। স্বচক্ষে দেখিয়া সম্রাট কেন বলিবে নিষ্কলঙ্ক ?

নমুচি। মমতা—মমতা ! স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও পাষাণি !
সুরমা—সুরমা নিজে পবিত্রতা প্রমাণিতে
কি করিলি দেখ আঁখি মেলি।

সুরমা। বল প্রভু একবার, নিষ্কলঙ্ক আমি।

নমুচি। ওরে অভাগিনী সূর্য্যসম নিষ্কলঙ্ক তুই
কিন্তু, দেখ, দেখ, আহা বাছা মোর এখনো চেয়ে
আছে সকরুণ নেত্রে। ওঃ—পদ্মসুচি পদ্মসুচি—

সুরমা। অভিমানী সন্তান আমার সাড়া আর দেবে না তোমারে।
একা যেতে পারিবে না গুণবন্ত পুত্র তাই চেয়ে আছে
মার মুখ পানে, দাঁড়া দাঁড়া স্নেহের বাছানি সঙ্গে যাবে
অভাগিনী জননী তোর, দাঁড়া দাঁড়া বাছাধন।

পতিত তরবারি দিয়া নিজ বক্ষ বিদ্ধ করিল

নমুচি। সুরমা—সুরমা—

সুরমা। চলিলাম পুত্রসনে নাথ,
শ্রীচরণ দাও মস্তকে আ-মা-র
প্র-ভু—প্রা-ণে-শ্ব র ! (মৃত্যু)

নমুচি। সুরমা—সুরমা চলে গেলি পাষাণী প্রতিমা ?

অন্ধ গোকর্ণের প্রবেশ

গোকর্ণ। কৈ কোথা—কোথা—সুরমা ভগিনী ?

নমুচি। চলে গেছে বহুদূরে ভগিনী তোমার !

গোকর্ণ। কোথা গেছে ? অনুমানি তুমি তারে দিয়েছ তাড়ায়ে
না, না, কোথা যাবে ত্যজি রাজপুরী ? সুরমা—সুরমা

হাতড়াইয়া যাইতে যাইতে পাংশুচির মৃতদেহ পায়ে ঠেকিল

একি—কে—কে এখানে ধূলীশয্যা'পরে ?

নমুচি। (চাপাস্বরে উন্মাদের মত) আদরের ভাগিনেয় তব
শুয়ে আছে অভিমানে জনক জননী 'পরে !
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ

গোকর্ণ। আহা ননীর পুতলী ধূলী শয্যা'পরে নিদ্রায় মগন ?

মমতা। নহে সামান্য এ নিদ্রা, চির—

নমুচি মমতার মুখ চাপিয়া ধরিল

নমুচি। চুপ—চুপ—
সুশান্ত সাগর বক্ষে তুলিও না ঝড়।

দেখিছ না পবিত্র স্নেহ মন্দাকিনী বয়ে যায়
ধারায় ধারায় এ হেন পবিত্রক্ষণে ফেলিও না
পাষাণ প্রাচীর !

গোকর্ণ। বুঝিতে পারি না কিছু। পদ্মসুচি—পদ্মসুচি—

নমুচি। চুপ চুপ ডাকিও না হেন সময়,
বড় সুখে নিদ্রা যায় অভিমানী পুত্র,
তোমার এ আহ্বানে ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

গোকর্ণ। সত্য—সত্য, বড় সুখে নিদ্রা যায় ভাগিনেয়
মোর, অনর্থক কেন ছুটাইব সুখ নিদ্রা ওর ?

বক্ষে করিতে গিয়া

এ'কি কর্দ্দমের পরে বৎস আছ শুয়ে
নিশ্চিন্ত আরামে ? বড় নিষ্ঠুরা ভগিনী আমার
একমাত্র আনন্দ দুলালে তার ফেলে
দিয়ে কর্দ্দমের 'পরে, চলে গেল অভিমানে।
না, না, মনে হয় হে সম্রাট লুকাইয়া আছে
ভগিনী আমার, তোমা 'পরে করি অভিমান।

পদ্মসুচির মৃতদেহ বক্ষে ধরিয়া

সুরমা—সুরমা—ফিরে আয় হতভাগী,
একমাত্র পুত্র তোর শুয়ে আছে কর্দ্দমের 'পরে
আর তুই আছিস লুকায়ে ? আয়—আয়
বোন, ফিরে আয় ঘরে, ফিরে আয় ঘরে।

[পদ্মসুচির মৃতদেহ বক্ষ করত প্রস্থান

নমুচি। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, চমৎকার ছলিলাম
অন্ধ গোকর্ণেরে, কি দেখিছ মমতা সুন্দরি ?

তোমার শেখান বিদ্যায় নমুচি দানব
মিথ্যা প্রতারণা করে অদ্বিতীয় এবে।

মমতা। সম্রাট—

নমুচি। কেন ওষ্ঠ কাঁপে থর থর ?
পুরিয়াছে বাসনা তোমার
কেন তবে অকারণ অভিমান লীলা ?
আহা—অন্ধ গোকর্ণ সরলতা নিয়ে,
আমার কথার 'পরে করিয়া নির্ভর
চলিয়া গিয়াছ অনন্ত বিশ্বাসে মৃত ভাগিনেয় বক্ষে,
আর আমি স্বচক্ষে হেরিয়া পত্নি পুত্রের মৃত্যু
এখনো দাঁড়ায়ে আছি পাষাণ সমান।

মমতা। এত যদি মায়া তব বড়রাণী পরে,
কেন তবে পুনরায় করিলে বিবাহ ?

নমুচি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি তো
পাষাণী মমতা, ডালি দিয়া পত্নী পুত্রে
মরণের কোলে। ওঃ নাহি জানি কোন গুণে
মাগ তবে রেখেছিল মমতা সুন্দরী।
নাহি জানি কোন অশুভ মুহূর্ত্তে
তব সঙ্গে হয়েছিল দেখা।
বলিতে পারি না কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে
প্রতিজ্ঞা করিয়া করেছিনু বিবাহ তোমারে।
অনুতাপ—অনুতাপ—সারাজীবন অনুতাপ
করিলেও হইবে না এ পাপ স্খালন।
সুরমা—সুরমা বড় ব্যথা পেয়ে তুমি
চলে গেছ প্রেয়সী আমার—

মহাপাপী পতি তোমায় কহেছিল
বিশ্বাসঘাতিনী, সেই অভিমানে প্রিয়া
চলে গেলে ত্যজিয়া আমারে ?
এস—এস—বক্ষে এস—বক্ষে এস
নির্য্যাতীতা প্রেয়সী আমার !

সুরমার মৃতদেহ বক্ষে ধরিয়া

সতীহারা শিব সম মৃতদেহে বক্ষে
আমি ঘুরিয়া বেড়াব ততদিন ওগো
সতী, যতদিন নাহি পাই ফিরিয়া তোমারে।

মমতা। সম্রাট—

নমুচি। আঃ! ভাঙ্গিও না স্বপন আমার।
ধ্যান মগ্ন ভোলানাথ প্রিয়াধ্যানে হইবে মগন।
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ কি দেখিছ মমতা সুন্দরি ?
মুছে গেছে মায়ার আগুন, এবে জ্ঞান চক্ষু
ফুটিয়াছে মোর, তাই চলিয়াছি অবজ্ঞাত পত্নী
সুরমারে করিয়া বিবাহ, ভুঞ্জিবারে মধু যামিনীর
মধুর বাসর—মধুর বাসর—
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[সুরমার মৃতদেহ স্কন্ধে উন্মত্তবৎ প্রস্থান

মমতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, চির শত্রু দেবতার
নমুচি দানব, ধ্বংস যজ্ঞে প্রথম আহুতি
দিচ্ছি পতি পুত্রে তোর, এইবার
সমগ্র দানব দলে পুড়াইব সে যজ্ঞ অনলে।
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—! [প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালেশ্বরের প্রবেশ

কালেশ্বর। এঁ্যা—নেই? নেই? আমার সুরমা নেই? ওঃ—বন্ধু নমুচি! কি করলে? নারীর মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কি করলে? একমাত্র স্নেহের কুসুম সুরমাকে অকালে ধরা হতে বিদায় দিলে?

কপিলাক্ষের প্রবেশ

কপিলাক্ষ। কে কে বলেছে, সুরমাকে অকালে ধরা হতে বিদায় দিয়েছে?

কালেশ্বর। আমি, আমি বলছি।

কপিলাক্ষ। তুমি? ও হাঁ-হাঁ তুমি সেই দস্যু কালেশ্বর! প্রবঞ্চক! মিথ্যাবাদী! একবার আমার সর্ব্বনাশ করে আমাকে সর্ব্বহারা করেছ, আবার প্রবঞ্চনা করে কাঁদাতে চাও?

কালেশ্বর। না, না, বৃদ্ধ প্রবঞ্চনা নয়, চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য। চেয়ে দেখ রাজপ্রাসাদের দিকে, সব নীরব নিস্তব্ধ যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে।

কপিলাক্ষ। [দূরে নিরীক্ষণ করিয়া] হাঁ হাঁ, তাও তো বটে। কিন্তু কেন? কেন এমন হয়েছে? তবে কি—তবে কি আমার সুরমা—

কালেশ্বর। আর ইহলোকে নেই।

কপিলাক্ষ। এঁ্যা—

পড়িয়া যাইতেছিল

কালেশ্বর। স্থির হও বৃদ্ধ।

ধরিয়া ফেলিল

কপিলাক্ষ। চলে গেলি মা? এই অশীতিপর বৃদ্ধের বুকে বাজের আঘাত দিয়ে চলে গেলি পাষাণি?

কালেশ্বর। শুধু একাই গিয়েছে? সঙ্গে করে নয়নের মণি একমাত্র পুত্রকেও নিয়ে গেছে।

কপিলাক্ষ। এঁ্যা—কি বল্লে—পুত্রকে! তা হলে দাদুও নেই!

কালেশ্বর। না বৃদ্ধ, সেও মায়ের সহযাত্রী হয়েছে।

কপিলাক্ষ। কেমন করে তারা গেল? কেন তাদের অকাল মৃত্যু হলো?

কালেশ্বর। সম্রাট নমুচিই তাদের মৃত্যুর কারণ।

কপিলাক্ষ। এঁ্যা! নমুচিই তাদের হত্যা করেছে?

চিৎকার করিয়া

ওরে কে আছিস! আমাকে একবার সম্রাটের কাছে নিয়ে চল! আমি তার কাছে কৈফিয়ৎ নেব, আমার কন্যাকে বধ করেছে সেই পাষণ্ড, আমি তাকে শাসন করব।

কালেশ্বর। স্থির হও, স্থির হও বৃদ্ধ।

কপিলাক্ষ। স্থির হব? স্থির হব? আমার নয়নের মণি কন্যাকে পাষণ্ড সম্রাট বধ করলে, আমার স্নেহের পাত্র দাদুকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় দিলে, আর আমি স্থির হব?

কালেশ্বর। এর জন্য কেউ অপরাধী নয় বৃদ্ধ, সব অপরাধ আমার —আমার।

কপিলাক্ষ। তোমার!

কালেশ্বর। আমার কথায় বিশ্বাস করে তুমি নমুচির হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছিলে, এই বজ্রাঘাত বুক পেতে নিয়েছ শুধু আমারই জন্য। দাও বৃদ্ধ, সব অপরাধের শাস্তি আমাকে দাও—আমাকে দাও।

কপিলাক্ষ। হাঁ-হাঁ, তাই দেব, সব অপরাধের শাস্তি তোমাকেই দেব। দাঁড়াও বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও শাস্তি নেবার জন্য। (ছুরিকা উত্তোলন করিয়া কি ভাবিল) না, না, তোমার কোন অপরাধ নেই, তোমার কোন অপরাধ নেই। তুমি তো আমার কন্যাকে সুখী করতেই নমুচির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দানব রাজ্যের হিত কামনায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলে। সবার চেয়ে বেশী অপরাধী পাষণ্ড নমুচি, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব।

কালেশ্বর। দানব সম্রাট নমুচিকে যে কঠিন শাস্তি দিয়ে গেছে সুরমা, তার তুলনায় তুমি আর কি দণ্ড দেবে বৃদ্ধ!

কপিলাক্ষ। এ্যাঁ, আমার সুরমা দণ্ড দিয়ে গেছে!

কালেশ্বর। হ্যাঁ হ্যাঁ। পতির অপরাধের শাস্তি দিতে সে নিজ হস্তে স্নেহের সন্তানকে বধ করে, পরে নিজে আত্মহত্যা করেছে।

কপিলাক্ষ। বল কি দস্যু? এতটুকু মেয়ে, স্বামীকে এত কঠিন শাস্তি দিতে পারলে?

কালেশ্বর। পারবে না? সে যে দস্যু কালেশ্বরের ভগ্নি।

কপিলাক্ষ। বাঃ বাঃ চমৎকার শাস্তি দান। আচ্ছা বলতে পার, আমার নির্বোধ ছেলেটা কোথায় আছে?

কালেশ্বর। ছোট রাণীকে অপমান করেছিল বলে মায়া-মুগ্ধ সম্রাট তাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

কপিলাক্ষ। এ্যাঁ! ছেলেটারও কঠিন শাস্তি হয়েছে।

কালেশ্বর। হ্যাঁ! অন্ধ হয়ে গোকর্ণ মৃত পদ্মসূচিকে বুকে করে নিয়ে উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরছে।

কপিলাক্ষ। বাঃ—বাঃ, বলিহারী আমার অদৃষ্টকে দস্যু! দস্যু, আর গোটাকতক বজ্রাঘাত করতে পার না ?

কালেশ্বর। বৃদ্ধ !

কপিলাক্ষ। না, না, আমি কাঁদি নি ! এই দেখ, এই দেখ চোখে এক ফোঁটাও জল নেই, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বুকটা পাথর হয়ে গেছে. শত আঘাতে আর ফাটবে না, আর ফাটবে না।

বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলে কালেশ্বর ধরিল

কালেশ্বর। স্থির হও, স্থির হও বৃদ্ধ।

কালেশ্বর। একি ! সহসা নাগ-জয়ধ্বনি ! আক্রমণ করেছে। দানব রাজ অন্তঃপুরের গুপ্ত সংবাদ পেয়ে, পলায়িত নাগগণ আবার দানব রাজধানী আক্রমণ করেছে। তাই তো কি হবে ? সম্রাট নমুচি শুনলাম পত্নী পুত্রের শোকে উন্মাদ, কে রাজধানী রক্ষা করবে ?

কপিলাক্ষ। যাক্। দানব রাজধানী ধ্বংস হয়ে যাক। দানবের নাম পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাক, এস দস্যু আমরা সকলে এক সঙ্গে মরণের কোলে চিরবিশ্রাম নি।

কালেশ্বর। চির বিশ্রাম যদি নিতে হয় তো কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে মরব কেন ? এস বৃদ্ধ, বীরের সজ্জিত শয্যা গ্রহণ করি, সুরমার বড় সাধের দানব রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করে মরি, তাতে তৃপ্তি পাব।

কপিলাক্ষ। হ্যাঁ কি বল্লে ? সুরমার বড় সাধের এই দানব সাম্রাজ্য।

কালেশ্বর। হ্যাঁ বৃদ্ধ ! এই দানব সাম্রাজ্য গঠনে আছে সুরমার প্রাণঢালা ভালবাসা। আমাকে একবার মুক্তি দাও বৃদ্ধ, সুরমার বড় সাধের এই দানব রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করবার শেষ চেষ্টা কর্ত্তে দাও।

কপিলাক্ষ। [শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া] তবে যাও দস্যু ! আমার সুরমার স্মৃতি বিজড়িত দানব রাজ্য রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করগে।

কালেশ্বর। ধন্যবাদ বৃদ্ধ, শত ধন্যবাদ তোমাকে, সুরমার ভালবাসায়

গড়া নব নির্ম্মিত দানব সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায়, দস্যু কালেশ্বর আবার বজ্রের কঠোরতা নিয়ে অবতীর্ণ হল সমর ক্ষেত্রে, জয় পরাজয় আবদ্ধ রইল—কালের গর্ভে। [দ্রুত প্রস্থান

কপিলাক্ষ। কালের ভেরী বেজে উঠেছে। কালের ভেরী বেজে উঠেছে। দানব জাতির মহাপ্রস্থানের দিন আগত প্রায়, আমার সুরমার সঙ্গে সঙ্গে দানব সাম্রাজ্যটাও ধ্বংসের গর্ভে নেবে যাবে! [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তরের দূরে রণ কোলাহল চলিতেছিল। ঘন ঘন নাগের জয়ধ্বনি শোনা যাইতেছিল

বহুদূর হতে চিৎকার করিতে করিতে কঙ্কাল বক্ষে গোকর্ণের প্রবেশ

গোকর্ণ। সুরমা—সুরমা—সুরমা কোথায় বোন? এ সময়ে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে চল! তোর ঘুমন্ত ছেলেটা বুকে আছে, চারিদিক থেকে রণ কোলাহল শুনতে পাচ্ছে, ছেলেটা ভয়ে আঁতকে উঠে এখনি হয়তো কান্না সুরু করবে, আমাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চল বোন, আমি যে অন্ধ আমার হাত ধরে নিয়ে চল বোন, আমার হাত ধরে নিয়ে চল বোন!

ছদ্মবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। এই যে তোকেও তোর বোনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গোকর্ণ। কে তুমি? কে তুমি? তোমার স্বর যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ইন্দ্র। চিনবি না? নিজের বন্ধুকে চিনবি না?

গোকর্ণ। বন্ধু!

ইন্দ্র। হ্যাঁ, অন্ধত্বের দারুণ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়ে তোকে তোর বোনের কাছে পাঠিয়ে দিতে এসেছি। আমার মত পরম বন্ধু তোর কে আছে ?

গোকর্ণ। সত্যি—সত্যি তুমি এ কথাটা সত্য বলেছ। আমার বোনটাকে তাহলে আবার খুঁজে পাব ? আবার তার মাথাটা বুকে নিয়ে আদর করতে পারব। আবার তার মধু মাখা দাদা ডাক শুনতে পাব ?

ইন্দ্র। নিশ্চয় পাবি। তোর জন্তই তো সে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

গোকর্ণ। এঁ্যা সে আমার জন্ম অপেক্ষা করছে ? সে আমার জন্ম অপেক্ষা করছে ? কোথায় ? কোথায় ? আমাকে সেখানে নিয়ে চল বন্ধু।

ইন্দ্র। এই যে নিয়ে যাচ্ছি।

সহসা তরবারি দ্বারা বক্ষ বিদ্ধ করিল

গোকর্ণ। ওঃ—

ইন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। [প্রস্থান

গোকর্ণ। [কাঁপিতে কাঁপিতে] ওঃ—সুরমা—সুরমা-টি-আ-মা-র

নমুচির দ্রুত প্রবেশ

কে স-ম্রা-ট ?

নমুচি। একি গোকর্ণ ? তোমার এ দশা কে করলে ?

গোকর্ণ। ব-ন্ধু। আমি চলে-ছি—স-ম্রা-ট সু-র-মা-র কাছে। পা-পে-র প্রায়-শ্চি-ত্ত কর-তে। তুমি একা থাক। আ-ম-রা তো-মাকে ফাঁকি দি-লা-ম। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[কঙ্কাল বক্ষে টলিতে টলিতে প্রস্থান

নমুচি। বাঃ চমৎকার! একে একে সকলেই চল্ল। কেবল চোখের জলে ধরণী সিক্ত করতে মহাপাপী নমুচিই পড়ে রইল।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে উঠিল, জয় নাগনায়ক উদয়কালের জয়

বিপক্ষের জয়ধ্বনি! দানব রাজ্যে নাগসৈন্য হানা দিয়েছে, সুযোগ বুঝে

সকলেই নিজের নিজের কাজ বাগাতে ব্যস্ত। নিক, আমার ভাববার কি আছে? আমি যাদের জন্য ভাবছি তারা তো আর ফিরে এল না! ওঃ— সুরমা—সুরমা! ফিরে আয় পাষাণী, দেখ দেখ তোর বড় সাধের সাজান বাগানে আজ কীট নাগদল প্রবেশ করেছে, ফিরে এসে নমুচির হিমানী প্রবাহিত শোণিতকে আবার উত্তপ্ত করে তোল, নইলে ওরা তোর সাধের সাজান বাগান শ্মশান করে দেবে—শ্মশান করে দেবে!

দ্রুত প্রস্থান, টলিতে টলিতে তরবারিতে ভর দিয়া কপিলাক্ষের প্রবেশ

কপিলাক্ষ। না—পারলাম না সু-রমার সাধে-র নাগ রাজ্য রক্ষা কর-তে পার-লাম না। প্রাণপণ যুদ্ধ কর-লাম, তবুও রক্ষা হ-ল না! নাগ সৈন্য—পঙ্গ-পালে-র মত—এ-সে—দানব রাজধানী ছেয়ে ফেলে-ছে।

সহসা উদয়কালের প্রবেশ

উদয়কাল। এই যে পলায়িত দানব! ভেবেছে বৃদ্ধ এইখানে পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করবে?

কপিলাক্ষ। না, না, আত্মার-ক্ষা-র—জন্য নয়, আত্মরক্ষার—জন্য— নয়, রণক্ষেত্রে ত্যাগ ক-রে—এ-সে-ছি, এক-বা-র নমুচি-কে শে-ষ দে-খা দে-খ তে।

উদয়কাল। শেষ দেখা দেখবার আকাঙ্খা কেন বৃদ্ধ? একে একে সমস্ত দানবকেই মৃত্যু লোকে যেতে হবে, নমুচিও বাদ যাবে না, সেইখানেই প্রাণ ভরে দেখা করবে।

কপিলাক্ষ। কি—নমুচিকে বধ—ক-র-বে?—ন-মুচিকে বধ করবে! আরে—স্পর্দ্ধিত নাগ—এত—আ-শা তোর?

আক্রমণ করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ তরবারী হস্তচ্যুত হইল। উদয়কাল স্বীয় তরবারী দ্বারা আঘাত করিতে করিতে লইয়া গেল, নমুচির পুনঃ প্রবেশ

নমুচি। বাঃ চমৎকার, চমৎকার!

উদ্বেলিত লোহিত সাগর প্লাবিয়া

চলিছে দশদিক। লোহিত অম্বর পরি
সাজিয়াছে প্রকৃতি সুন্দরী।
ধ্বংসি· দেব রুদ্র
মহাকাল লোহিত ধরণী 'পরে
নাচিতেছে তাণ্ডব নর্ত্তন।
সুন্দর—সুন্দর—অপরূপ দেবতার রূপ।

আহত কালেশ্বরের প্রবেশ

কালেশ্বর। দাঁড়াও দাঁড়াও, হে অপরূপ
মরণ সুন্দর, শেষ দেখা দেখিবারে
দাও প্রভু প্রকৃতি দেবীরে!

নমুচি। কে—কে—কার কণ্ঠস্বর!
এ কি কালেশ্বর—কর্ত্তব্যপরায়ণ
সেনাপতি কালেশ্বর?
চলিয়াছ তুমিও ঐ
লোহিত সাগরের তরঙ্গ দোলায়?

কালেশ্বর। সম্রাট? সম্রাট? দেখ হে সম্রাট,
দানবের সম্মান রক্ষায় বক্ষের শোণিত
ঢালি কালেশ্বর করিয়াছে রণ।
কিন্তু পারিল না—পারিল না রক্ষিবারে
জাতীয় গৌরব!

নমুচি। রহিবে না—রহিবে না জাতীয় গৌরব।
যেই পাপ করিয়াছে সম্রাট নমুচি
সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভাবি
দিতে হবে তারে জাতীয় গৌরব সনে
সমগ্র দানবে ঐ মরণ দেবতার পূজা উপাচাররূপে।

নেপথ্যে উঠিল জয় নাগ নায়ক উদয়কালের জয়

ঐ — ঐ—পুনঃ গম্ভীর আরবে
গর্জ্জে নাগদল ! চল—চল হে সম্রাট,
একবার তুমি যদি অস্ত্র হাতে দাঁড়াইয়া
দানবের পুরোভাগে করহে সংগ্রাম,
সুনিশ্চয় দানবের ভাগ্যরবি
উদিবে আবার !

নমুচি। অসম্ভব ! পণে বদ্ধ মহাপাপী
নমুচি দানব—ধরিবে না অস্ত্র কভু
এ জীবনে আর।

কালেশ্বর। এই যদি নির্দ্ধারণ তব,
মর তবে জঘন্য নাগের
পদাঘাতে কাপুরুষ সম্রাট

[পুনরায় টলিতে টলিতে আহত কালেশ্বরের প্রস্থান

নমুচি। এস—এস ওহে রুদ্র কাল মরণ দেবতা
সমগ্র দানব সাথে নমুচিরে
কর গ্রাস বিস্তারিয়া করাল বদন।

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। আসিয়াছে রুদ্র মহাকাল—
মর তবে দেবদ্বেষী দৈত্য !

অস্ত্রাঘাত

নমুচি। কে—কে তুমি ?

ইন্দ্র। আমি দেবরাজ ইন্দ্র
এতদিন ছিলাম মিত্রের বেশে
ধ্বংস তরে তব ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

নমুচি। (টলিতে টলিতে) সুরমা—সুরমা—
দাঁড়াও—দাঁ-ড়া-ও সতী।
এই·বা-র—সু·নি·শ্চ-য়
মি-লি-ব তো-মা-র—সনে

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

ইন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হা-হাঃ।
এতদিনে প্রতিশোধ
করিনু গ্রহণ।
হাঃ-হা-ঃহাঃ-হাঃ।

প্রস্থানোদ্যত

নমুচির হিংস্র আত্মার প্রবেশ

আত্মা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ

ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল

ইন্দ্র। একি, কে কে তুমি বীভৎস মুরতি
বিকট বদন বিস্তারি আসিতেছ
গ্রাসিতে আমারে? চলে যাও,
সরে যাও সম্মুখ হইতে
অন্যথায় শাস্তিব ভীষণ।

আত্মা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ

বাহু বিস্তার করিয়া ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে গেল

ইন্দ্র। একি—তথাপিও অগ্রসর
গ্রাসিতে আমারে? ওঃ—চক্ষু হতে
ঠিকারিছে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
হস্তদ্বয় প্রসারিত ত্রিলোক ব্যাপিয়া
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল কাঁপিছে

নিয়ত, সারাবিশ্ব বিস্তারিয়া
মেলেছে বদন, ওঃ—গ্রাসিল, গ্রাসিল
মোরে বিকট ব্যাদানে
কে আছ কোথায়—রক্ষা কর
রক্ষা কর মোরে।

[দ্রুত প্রস্থান করিল, অট্টহাস্য করিতে করিতে আত্মাও পশ্চাতে ছুটিল

—— —

তৃতীয় দৃশ্য

সরস্বতী তীর

ব্রহ্মা ও নারায়ণের প্রবেশ

ব্রহ্মা। দেখ দেখ নারায়ণ
ব্যর্থ করি তব আয়োজন নমুচিরে
গুপ্ত হত্যা করি দেবরাজ,
ছুটিতেছে আত্মরক্ষা করিবারে
নমুচির প্রেতাত্মার কবল হইতে।

নারায়ণ। আমার যুক্তিতে গিয়েছিল দেবরাজ,
হিতৈষীর ছদ্মবেশে নমুচি সকাশে,
মায়া সাথে মিশিয়া গোপনে
গড়েছিল দানবেরে
ঘোর অত্যাচারী, পত্নিপুত্রে হত্যা করাইয়া
নিমর্জ্জিত করেছিল মহাপাপীরে;
সুকৌশলে নাগগণে করি উত্তেজিত
ধ্বংস করাইয়াছে মহা মহা শক্তিমান

দানব নিচয়ে; কিন্তু, ক্ষণমাত্র
না তিষ্ঠিয়া—গুপ্ত হত্যা করি নমুচিরে
নির্ব্বোধ সমান, ডাকিয়া এনেছে
নিজের মহা সর্ব্বনাশ।

দ্রুত মায়ার প্রবেশ

মায়া। দেবেন্দ্রের সর্ব্বনাশে সর্ব্বদেব
হবে নিঃসহায়। কিঙ্করীর
এ মিনতি রাখ গো শ্রীহরি
রক্ষা কর, দেবরাজে নমুচির
প্রেতাত্মার কবল হইতে।

নারায়ণ। নিশ্চিন্তে রহ গো মায়া
সুনিশ্চয় রক্ষিব বাসবে।
কোথা দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা
হও আসি সম্মুখে আমার।

সরস্বতী আসিয়া প্রণাম করিল

সরস্বতী। প্রণিপাত শ্রীচরণে নাথ।
কহ গো শ্রীহরি, সরস্বতীর
উদ্ধারের হ'ল কি সময়?

নারায়ণ। এখনো আসে নাই সেই দিন দেবী,
স্মরণ করিনু তোমায় দেবেন্দ্রের
উদ্ধার কারণে।

সরস্বতী। হ্যাঁ। কশ্যপ তনয় নমুচি দানব
লভেছিল মহাবর বিরিঞ্চির পাশে,
যেই জনে গুপ্তহত্যা করিবে তাহারে

সেই জন গ্রাসিবে প্রেতাত্মা তার ;
আজি নমুচিরে গুপ্ত হত্যা করেছে বাসব।
যে কারণে নমুচির প্রেতাত্মা
বাসবে গ্রাসিতে ছুটিতেছে পশ্চাতে
তাহার, ভীতত্রস্ত, দেবেন্দ্র বাসব
ভ্রমিতেছে ব্রহ্মালোক. আত্মরক্ষা হেতু।
কশ্যপ নন্দন নমুচিরে বধি
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ স্পর্শিয়াছে
দেবেন্দ্র বাসবে, কেমনে হে কমল লোচন
উদ্ধারিবে তারে আজি মহাপাপ হতে।

নারায়ণ। দাও দেবী তব বক্ষে নির্ভয় আশ্রয়।

সরস্বতী। একি বিপরিত আদেশ নাথ?
গঙ্গাশাপে সলীল রূপিণী হয়ে
আছি ধরাবক্ষে, সে যাতনা বর্ণনার
ভাষা না জোগায়, এর পরও
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপী জনে দিয়া নিজ বক্ষে
স্থান, অনন্ত যে পাপরাশী ধুয়ে মুছে
নিয়ে, দানিতে হইবে তারে চন্দনের শীতলতা
সর্ব্ব দাহ মাখি নিজ দেহে?

নারায়ণ। রাখিতে দেবের প্রাণ যদি এইটুকু
স্বার্থত্যাগ না কর গো বিষ্ণুপ্রিয়া
নিন্দিবে যে সমস্ত দেবতা।
নাহি চিন্তা লো ভামিনী
মহাপাপী দেবেন্দ্রে দানিলে
আশ্রয়, তোমার ও নমুচির মহত্ত্ব

কথা করাতে স্মরণ, এই স্থান
তীর্থক্ষেত্রে হ'বে পরিণত।

সরস্বতী। কে বুঝিবে মহিমা তোমার ?
কবে কোন নির্জ্জন আশ্রমে বসি
কোনদিন হয় তো একটি তুলসীপত্র
ভক্তি চন্দনেতে সিক্ত করি দিয়াছিল
তোমার উদ্দেশ্যে—সেই নমুচি দানব।
যার তরে আকুল অন্তরে এসেছ
ছুটিয়া প্রভু, মহাপাপী দেবেন্দ্রের
পাপ স্খালন উপলক্ষ করি,
স্থাপিতে মহানতীর্থ নমুচির স্মৃতিকথা
করাতে স্মরণ।

ব্রহ্মা। সত্য কথা মাতা! দেবেন্দ্রের পাপ স্খালন,
উপলক্ষ মাত্র, মহাভক্ত নমুচির পবিত্র
স্মৃতি কথা করাতে স্মরণ
স্থাপিতে এসেছেন হরি মহাতীর্থভূমি
তোমার বক্ষের 'পরে।

সরস্বতী। বুঝিলাম ওগো পিতা
নমুচির সাথে প্রকারে
সরস্বতীর বক্ষস্থল করিতে পবিত্র
এসেছেন আপনি শ্রীহরি।

নারায়ণ। বীনাপাণি—

সরস্বতী। না, না, আর ঐ আদরের সম্ভাষণে
মোহিতে হবে না ছলি অভিশপ্তা
বাগবাদিনীরে তব! তোমার আদেশ

অমান্য করিবার শক্তি কোথা মোর ?
ইচ্ছাময় পূর্ণ করিবারে তব ইচ্ছা,
দানিব আশ্রয়, স্নেহ বক্ষে মোর
ব্রহ্ম হত্যাকারী সেই পাপী দেবেন্দ্রেরে।

ইন্দ্র। (নেপথ্যে) কে আছ কোথায় রক্ষা কর
রক্ষা কর মোরে।

নারায়ণ। ঐ আসে ভীত ইন্দ্র নমুচি প্রেতাত্মার
দ্বারা বিতাড়িত হয়ে, যাও দেবী
যাও অন্তরালে !

[সরস্বতীর প্রস্থান

হে বিরিঞ্চি ত্বরা করি
মায়ায় পাঠাও দেব মায়ালোকে পুনঃ,

ব্রহ্মা। যাও মায়া লীন হয়ে যাও
মাতা মায়া লোকে পুনঃ।

মায়া। যথা আজ্ঞা দেব।

[উভয়কে প্রণাম করিয়া প্রস্থান

ছুটিতে ছুটিতে ইন্দ্র ও পশ্চাতে নমুচির প্রেতাত্মার প্রবেশ

ইন্দ্র। ওঃ—বিকট বদন বিস্তারি গ্রাসিতে
আসিছে মোরে, কে আছ দেবেন্দ্রের
আত্মীয় বান্ধব, রক্ষা কর—রক্ষা কর
এ সঙ্কটে তারে।

ব্রহ্মা। রক্ষা যদি পেতে চাও প্রেতাত্মার
কবল হইতে, ব্রহ্ম হত্যাকারী দেবরাজ
ত্বরা করি—দেবী সরস্বতীর মাগ
আশ্রয়। ঐ যায়, যায় নদী সরস্বতী,

ঐ নদী বক্ষে করহ প্রবেশ, সুনিশ্চয়
কেটে যাবে ব্রহ্মাহত্যা পাপ।

ইন্দ্র। কোথা মাগো বীণাপানী, স্রোতস্বিনী
সরস্বতী দেবী—দাও ত্বরা
করুণা আশ্রয় এই মহাপাপী
দেবেন্দ্র বাসবে।

সরস্বতীর প্রবেশ

সরস্বতী। এস পুত্র, দানিলাম নির্ভয় আশ্রয়!

ইন্দ্র সরস্বতীর পদপ্রান্তে বসিল

ব্রহ্মা। যাও রে নমুচির প্রেতাত্মা!
লভি স্থান সরস্বতীর পদপ্রান্তে
উদ্ধার হইয়া যাও পুণ্য স্বর্গভূমে।

[প্রেতাত্মা সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান

নারায়ণ। হে বিরিঞ্চি! দেবী সরস্বতীর
কুলে—এই পুণ্যস্থানে ব্রহ্মহত্যা
মহাপাপ স্খালন হইল ইন্দ্রের;
এই হেতু নমুচির প্রেতাত্মার সনে
সরস্বতীর পুণ্য নাম করাতে স্মরণ
ধরাবাসিগণে, এই স্থান নমুচির নামে
মহাতীর্থ হইল প্রতিষ্ঠা।
এই স্থান আজি হ'তে
হবে পরিচিত **নমুচিতীর্থ** নামেতে।

সমাপ্ত

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রী

পুরুষ চরিত্র

জ্ঞান	...	শ্রীঅমূল্য ঘোষ
কশ্যপ	...	শ্রীবিশ্বনাথ দে
নারায়ণ	...	শ্রীকার্ত্তিক সরকার
ব্রহ্মা	...	শ্রীধীরেন হালদার
ইন্দ্র	...	শ্রীপশুপতি রক্ষিত
নমুচি	...	শ্রীতারক চন্দ্র পাল
কালেশ্বর	...	শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়
কপিলাক্ষ	...	শ্রীকালী সেন
বিপ্রচণ্ডি	...	শ্রীকানাই দাস
গোকর্ণ	...	শ্রীগৌর বসাক
পদ্মসূচি	...	শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল
উদয় নাগ	...	শ্রীতারাপদ ঘোষ

স্ত্রী চরিত্র

সরস্বতী	...	শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য্য
সুরমা	...	শ্রীবাদল ঘোষ
কর্কটী	...	শ্রীঅমৃতলাল দে
মমতা	...	শ্রীসনৎ কুমার মুখোপাধ্যায়
স্মারক	...	শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়
যন্ত্র সঙ্গীতে	...	শম্ভু পাল, মধু নন্দী, পাঠক বাবু।
মিউজিক ডিরেক্টার		শ্রীত্রিগুণ ঘোষ, এইচ, এম, ভি,
সুরশিল্পী	...	শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোরুই
নৃত্য	...	শ্রীশচীন সেন

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী ১০৪এ, আপার চিৎপুর রোড হইতে
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৫।২ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
জগদ্ধাত্রী প্রেস হইতে শ্রীখগেন্দ্র নাথ চন্দ্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত